উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,৭২১.০৮ (+৭৬৯.০৯)
নিফটি : ২৪,৮৫৩.১৫ (+২৪৩.৪৫)

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল
বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারত। ১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল করে পালটা দিল বাংলাদেশ। চুক্তিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য একটি টাগ জাহাজ নির্মাণের কথা ছিল। » ১০

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়
এসএসসি'র ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর উত্তরপত্রে কারচুপি করা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরাও আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৫°	২৬°	২৫°

হার্ভার্ডে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি বাতিল করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সেই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল বস্টনের ফেডারেল কোর্ট। » ১০

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 24 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 6

ঢাকায় আজ জমায়েত

ইউনূস স্বপদে, ওয়াকারকে সরানোর চেষ্টা

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৩ মে : পদত্যাগপত্র লিখেও থমকে গেলেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি আমেরিকাগামী বিমানে উঠে পড়বেন বলে জল্পনা ছিল বৃহস্পতিবার রাত থেকে। বদলে শুক্রবার মাঠে নেমে পড়লেন ইউনূস সমর্থকরা। তাঁদের ডাকে শনিবার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযান হবে ঢাকায়। শাহবাগে ওই জমায়েতের জন্য ঢাকা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে শুক্রবার।

মূলত দুটি দাবি ওই অভিযানের। প্রথমত, ইউনূসকে অন্তত পাঁচ বছর ক্ষমতায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন পরে, আগে সংস্কার করতে হবে। অথচ সেনাবাহিনী থেকে বিএনপি, দ্রুত নির্বাচন করানোর জন্য চাপ তৈরি করছিল অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। সংস্কারের ব্যাপারেও অন্তর্বর্তী সরকারের এক্তিয়ার খুব সীমিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে, বলেছিলেন গত মঙ্গলবার।

শুক্রবার সেই সেনাপ্রধানকেই সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা শুরু হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্দরে। ১০ জুনের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে সেই ঘোষণাপত্র মেনে সংবিধান স্থগিত করে দেওয়া হতে পারে। সেই সুযোগে একসঙ্গে অপসারণ করা হতে পারে রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধানকে। জুলাই অভ্যুত্থানের নেতারা প্রথম থেকেই রাষ্ট্রপতিকে সরানোর পক্ষে ছিলেন। সেই তালিকায় এখন যোগ হল ওয়াকারের নাম।

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বৃহস্পতিবার যমুনা ভবনে বৈঠক করার পর ইউনূসের ইস্তফার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুক্রবার

দিনভর তৎপরতা
- ইউনূসকে স্বপদে বহাল রাখার পক্ষে সক্রিয় অনেক মহল
- শনিবার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযানের ডাক
- সেনাপ্রধানকে অপসারণের তৎপরতা অন্তর্বর্তী সরকারে
- ইউনূস বিরোধিতায় ভারতের হাত আছে বলে অভিযোগ

১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ফেসবুক পোস্টে তিনি পুরো বিষয়টির জন্য ভারতকে নিশানা করেন। তিনি লেখেন, 'দিল্লি থেকে ছক আঁকা হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করার। গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করে আরেকটা এক-এগারোর বন্দোবস্ত করার পাঁয়তারা চলছে।'

এরপর বারোর পাতায়

সাতপাকের সাক্ষী ওয়ালিমার মঞ্চ

মানবতাই আসল ধর্ম, বুঝিয়ে দিল পুনের সাম্প্রতিক এই ঘটনা। বৃষ্টির জন্য নষ্ট বিয়ের কুঞ্জ। পেরিয়ে যাচ্ছিল লগ্ন। এমন কঠিন সময়ে ওয়ালিমার মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করল কাজি পরিবার।

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

পুনে, ২৩ মে : আমি চাই, ধর্ম বলতে মানুষ বুঝবে মানুষ শুধু... কবির সুমনের গানটি বোধহয় পুনের কাজি, কাওয়াড়ে বা গালান্দে পরিবার শোনেনি কখনও। কিন্তু মনেপ্রাণে তারাও বিশ্বাসী মানবধর্মে। একটি মঞ্চে বিয়ের সাজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারজন। মুখে চওড়া হাসি। প্রকৃতি যেন একসূত্রে বেঁধে দিল দুই ধর্মকে।

কীভাবে? গত মঙ্গলবারের ঘটনা। ওয়ানাওয়াড়িতে খোলা আকাশের নীচে বসেছিল সংস্কৃতী কাওয়াড়ে ও নরেন্দ্র গালান্দের বিয়ের আসর। আমন্ত্রিতদের ভিড়ে ঠাসা চারদিক। সাতপাকে বাঁধা পড়ার আগেই গর্জে উঠল মেঘ। মুষলধারে বৃষ্টি নামল আকাশের গা বেয়ে। মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেল জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। হইহই পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। যে যেদিকে পারলেন ছুটলেন মাথা বাঁচাতে। বিশেষ দিনটি বৃষ্টির জলে মাটির মতো ধুয়ে যাওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সংস্কৃতী আর নরেন্দ্র। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। মুখে কথা নেই কারও। কত স্বপ্ন দেখেছিলেন এই

মাহীন-মহসিনের সঙ্গে সংস্কৃতী-নরেন্দ্র।

দিনের জন্য। দুই পরিবার চিন্তিত, লগ্ন পেরিয়ে গেলে তো মহামুশকিল।

ঠিক পাশেই একটি হলঘরে তখন 'ওয়ালিমা' (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'নিকাহ' পরবর্তী অনুষ্ঠান) চলছে। ঘরভর্তি অতিথি-অভ্যাগতরা। মঞ্চে মাহীন আর মহসিন কাজি। মনে কিছুটা সংকোচ নিয়েই সাহায্য চাইতে নরেন্দ্রর পরিজনরা গেলেন কাজি পরিবারের কাছে। যদি হলঘরের মঞ্চটি একবার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সন্ধে ৬টা ৫৬ মিনিটের মধ্যে যে সাতপাকে বাঁধা পড়তে হবে সংস্কৃতী-নরেন্দ্রকে।

রাজি হতে একবারের জন্যও ভাবেননি ওঁরা। কাজিদের মাথায় আসেনি ওয়াকফ সংশোধনী বিতর্ক বা ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ। কাওয়াড়ে-গালান্দেদের ভাবনায় ছিল না পহলগাম কাণ্ড। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েই তো গাওয়া হয় মানবতার জয়গান। এক বৃন্তে দুটি কুসুম একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে যেমন।

শুধুমাত্র মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া নয়, ওই পরিবারের আমন্ত্রিতরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রস্তুতিতে। উদ্দেশ্য একটাই, যেন সমস্ত নিয়ম মেনে পালিত হয় আচার। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে হিন্দু দম্পতিকে সাতপাকে ঘুরতে দেখছিলেন মাহীন-মহসিন।

এরপর বারোর পাতায়

প্রায় এক মাস পর ঘরে ফিরলেন পাকিস্তানের হাতে বন্দি বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড় জমল হাওড়া স্টেশনে। শুক্রবার। -পিটিআই

মোদির জন্য দার্জিলিং চা, হিমসাগর আম

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : অক্ষয়কুমারের সঙ্গে মোদির সেই সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে? প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শৈশব থেকেই আমের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তাঁর। গাছ থেকে পাকা আম পেড়ে তা হাতে নিয়ে খাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। সেই আনন্দে ছোটবেলায় মেতে উঠতেন মোদিও। আবার পানীয় হিসেবে চা-ও রয়েছে তাঁর পছন্দের তালিকায়। আগামী ২৯ মে যখন তিনি আলিপুরদুয়ারে আসবেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে তাই হিমসাগর আম ও দার্জিলিং চায়ের আয়োজন করতে চাইছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সভা করবেন তিনি। সেই সফরে দলের তরফে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হবে। একথা নিশ্চিত করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে প্রধানমন্ত্রীর খাদ্যতালিকায় কী কী থাকবে, তা এখনই চূড়ান্ত করে বলতে পারছেন না কেউ। আপাতত ভাবনাচিন্তা চলছে। কারণ এই তালিকা আগে প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও) থেকে অনুমোদিত হয়ে আসতে হবে। খাদ্যতালিকায় কী রাখবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন দীপক বর্মনের মতো বিজেপির নেতারা, যাঁদের ওপর রয়েছে আয়োজনের ভার।

প্যারেড গ্রাউন্ডে মোদির সভার জন্য মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে।

বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচির আহ্বায়ক দীপক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কোথাও দীর্ঘ সফর করলে দলীয়ভাবে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়। এর আগে ২০১৬ সালে যখন তিনি জেলায় এসেছিলেন, তখন কচু দিয়ে এক বিশেষ পদ রাখা হয়েছিল তাঁর খাদ্যতালিকায়। এবার এখনও সেভাবে কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে স্থানীয় কোন কোন পদ থাকবে তা নিয়ে বৈঠক করা হবে।'

দলীয় সূত্রে খবর, মূলত পিএমও প্রধানমন্ত্রীর খাবারদাবারের বিষয়টি দেখভাল করে থাকে। তবে কোথাও অনেকটা সময় কাটালে দলীয় স্তরে আলাদাভাবে খাবার আয়োজন করা হয়। সিকিমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা সময় কাটাবেন। দুটি বৈঠক মিলে প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো তিনি আলিপুরদুয়ারে কাটাতে পারেন বলে খবর। এই দেড় ঘণ্টায় তাঁকে কী খাওয়ানো যেতে পারে তা নিয়েই এখন চিন্তায় পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রী যেহেতু প্যারেড গ্রাউন্ডে এক ঘণ্টার বেশি থাকবেন, তাই তাঁকে অন্তত দু'বার চা দেওয়া হতে পারে। সেজন্য একেবারে উন্নত মানের দার্জিলিং চায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

এরপর বারোর পাতায়

দু'দশক বঞ্চিত বীরপাড়া

জল পাওয়া যেন রূপকথা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৩ মে : প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভাগাভাগি নেই। তবে পানীয় জল বণ্টনে বীরপাড়ার দুটি অংশ যেন দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশ সুয়োরানি, দক্ষিণাংশ দুয়োরানি। জনপদটাকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করেছে রেললাইন। উত্তরে হাসপাতালপাড়া, সারদাপল্লি, সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া, ভানুনগরের মতো এলাকাগুলি। সেখানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করে। তবে প্রায় ২০ বছর ধরে জল মেলে না 'দুয়োরানি' দক্ষিণ অংশের শরৎ চট্টোপাধ্যায় কলোনি, দেবীগড় কলোনি, রবীন্দ্রনগর কলোনির মতো এলাকাগুলি।

অথচ বীরপাড়ার আদি এলাকা হল শরৎ চট্টোপাধ্যায় কলোনি। ১৯৬০ সালের পর রবীন্দ্রনগর এবং দেবীগড় এলাকাগুলি গড়ে ওঠে। আটের দশকের শেষের দিকে ভানুনগরে পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি হয়। ওই সময় গোটা বীরপাড়ায় ট্যাপকলের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হত। প্রকল্প তৈরির বছর বিশেক পর ধীরে ধীরে দক্ষিণ অংশে পানীয় জলের পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। রাস্তাঘাট তৈরি এবং মেরামতের সময় সিমেন্টের পাইপ ভেঙে যায়। একসময় নষ্ট হয়ে যায় ট্যাপকলগুলি।

পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে চন্দ্রামণি চিকবড়াইকের চায়ের দোকান। তিনি বললেন, 'পাশের একটি বাড়ি থেকে জল এনে চা তৈরি করি। বছর পাঁচেক এভাবেই ব্যবসা করছি।'

অকেজো মিনি রিজার্ভার।

ক্ষোভের কারণ
- বীরপাড়া শহরকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করেছে রেললাইন
- উত্তরের এলাকাগুলিতে পিএইচই-র জল পৌঁছায়
- তবে পরিস্রুত জল থেকে বঞ্চিত দক্ষিণাংশ
- পিএইচই কর্তারা অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন

২০১৬ সাল পর্যন্ত পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে বাস ঢুকত। সেখানে ট্যাপকল লাগানো একটি মিনি রিজার্ভার তৈরি করা হয়। অবশ্য ২০১৬ সালের অনেক আগেই পাইপলাইন ভেঙে যাওয়ায় ওই মিনি রিজার্ভারটিও অকেজো হয়ে যায়। দেবীগড়ের স্বরূপ দত্তের কথায়, 'অবৈধ সংযোগের বাড়বাড়ন্তের জেরেই একসময় মুখ থুবড়ে পড়ে পানীয় জলের পরিষেবা।'

এদিকে, 'সুয়োরানি' উত্তরাংশের লোকজনও অখুশি। ভানুনগরের বিভিন্ন জায়গায় পাইপ ফেটে বছরের পর বছর ধরে রাস্তা ভাসছে জলে। নিকাশিনালার জল মিশছে পাইপের জলে। সুভাষপল্লির অঞ্জন সান্যাল বলেন, 'ওই জল পানের অযোগ্য। কেবলমাত্র বাসনকোসন ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়।' আবার বেশ কয়েক জায়গায় দেখা গিয়েছে মূল পাইপলাইন থেকে সরু পাইপলাইন বের করে রাখা হয়েছে। তা থেকে জল পড়ছে অবিরত। সনৎ শীলের দোকান রয়েছে সুভাষপল্লিতে। তিনি বলছেন, 'দিনভর বিপুল পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে। আবার অনেকে জলই পাচ্ছেন না।'

একসময় সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া, ভানুনগরে বেআইনি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগের জেরে রাস্তার ট্যাপকলে জল কমে যায়। ওই সময় অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মীরা অবৈধ পানীয় জলের সংযোগ কাটতে এসেছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি এখন

গৌতম সরকার

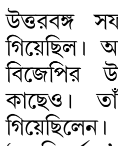

নরেন্দ্র মোদি আসছেন। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় খবর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ই জানা গিয়েছিল। আগাম খবর ছিল না বিজেপির উত্তরবঙ্গের নেতাদের কাছেও। তাঁরা হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ দিল্লির 'বজ্রনির্ঘোষে' এখন মোদির সমাবেশের জন্য লোক জোগাড়ে রাত-দিন এক করতে হচ্ছে তাঁদের। কেন আসছেন তিনি? অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যগাথা নাকি শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখে।

বিজেপির ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের দাবি সেরকমই। তিনি দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ফলে তাঁর কথার সত্যতা নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। আগামী বৃহস্পতিবার মোদির আলিপুরদুয়ারের জনসভা। ঠিক এক সপ্তাহ আগে গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দীপকের দাবির যথার্থতা স্পষ্ট। যুদ্ধ থেমে গেলেও রণহুংকার এখন মোদির অস্ত্র।

সগর্বে বলেছেন, '২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তাদের বদলা ২২ মিনিটে নিয়েছি।' একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। ধরে নেওয়া যায়, আলিপুরদুয়ারের সভাতেও সেই যুদ্ধোন্মাদনার ঢাকে কাঠি পেটাবেন তিনি। শুধু মোদির ভাষণে নয়, যুদ্ধের আবহের আরও নানা উপাদান এখন চারদিকে। আটদিনের ব্যবধানে পাক

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার
» সাতের পাতায়

অ্যাপলকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
» নয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নয়া দার্জিলিং হবে রঙ্গারুন চা বাগান

আয় মন বেড়াতে যাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : টুং-সোনাদা-ঘুম পেরিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যখন-তখন আর পৌঁছে যেতে পারেন না অঞ্জন দত্ত। যানজটের নাগপাশে আটকে নাজেহাল হতে হয় মাঝপথে। এ তো গেল রাস্তার ছবিটা।

দার্জিলিংয়ে ঢোকার পরও নিস্তার নেই কিন্তু। পর্যটনের ভরা মরশুমে কখনও শৈলশহরের পথে হেঁটে দেখেছেন? সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও দেখে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন অনেকে। প্রকৃতি সৌন্দর্যের ডালি উলটে দিয়েছে দার্জিলিংকে সাজাতে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা যেন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরের।

সমীক্ষা বলে, পাহাড়ি অঞ্চল হিসেবে দার্জিলিংয়ের জনঘনত্ব অনেকটা বেশি। ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে অতি স্পর্শকাতর এই শহরে বিপজ্জনকভাবে বহুতল মাথা তুলছে অবাধে। তাই 'নয়া দার্জিলিং' গড়ার কথা বারবার বলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই কাজে তৎপর হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

প্রাথমিকভাবে জায়গা চিহ্নিত করে শিল্পপতি, বণিক মহল থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসছেন জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। অনীতের কথায়, 'যানজট সমস্যা মেটাতে আমাদের নতুন দার্জিলিং গড়তে হবে। শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে একটি চা বাগান এলাকাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে উপনগরী গড়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে দার্জিলিং একটি পরিচিত নাম। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা প্রায় সারাবছর বেড়াতে আসেন। এই বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার ভিড়ে হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। যানবাহনের চাপে কার্যত অবরুদ্ধ শৈলশহর। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে কার্সিয়াং থেকে শুরু করে সোনাদা, ঘুম, জোড়বাংলো, দার্জিলিং রেলস্টেশন ছাড়িয়ে চকবাজার পর্যন্ত যানজট নিত্যদিনের ছবি। পর্যটন মরশুমে সোনাদার পর থেকে দার্জিলিং অবধি যানজট এতটাই তীব্র হয় যে, বাড়তি তিন-চার ঘণ্টা পথেই কাটে অধিকাংশ পর্যটকের। বেড়াতে এসে মেজাজটা মাটি হয়ে যায় গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে।

জনসংখ্যা ও পর্যটকদের বাড়তি চাপ সামলাতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হয়েছে বহুতল হোটেল আর বাড়ি। শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে তিন-চারতলা ভবনের দেখা মিলবে। এই পরিস্থিতি অজানা নয় মুখ্যমন্ত্রীর। শৈলশহরের পরিধি আরও ছড়িয়ে দেওয়ার কথা অনেক আগে থেকে বলছেন তিনি।

একের পর এক বহুতলে ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে দার্জিলিং। ছবি : মৃণাল রানা

এরপর বারোর পাতায়

আগাম বর্ষায় শ্লথ মহাসড়কের কাজ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ডিসেম্বর মাস থেকে সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা ৪১ কিমি দীর্ঘ মহাসড়কের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। তবে বর্তমানে সেই কাজের গতি অনেকটাই কমেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য কোনও প্রশাসনিক জটিলতা বা পরিকাঠামোর খামতি নয়, দায়ী প্রকৃতি। কাজের গতি কমার পিছনে ভিলেন হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে প্রাক বর্ষার ভারী বৃষ্টিকে।

জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারি সংস্থার পরিকল্পনা ছিল, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জোরকদমে কাজ করার। তবে মে মাসেই লাগাতার বৃষ্টিতে কাজের সমস্যা হয়েছে। কাজের গতি কমাতে হয়েছে। বিভিন্ন সেতু ও কালভার্ট তৈরির কাজ আটকে গিয়েছে। প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ। কারণ নদীতে জল বাড়ায় মাটি তুলতে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তাও বৃষ্টিতে খারাপ হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টির জন্য অনেকটাই বাধা পেয়েছে মহাসড়কের কাজ।

এদিন এবিষয়ে ঠিকাদারি সংস্থার ইনচার্জ বিবেক কুমার বলেন, 'গত বছর ৭ জুন থেকে বর্ষা শুরু হয়। এবছরও একইভাবে বর্ষা আসবে বলে মনে করা হয়েছিল। তবে প্রায় এক মাস আগে থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কাজের সমস্যা হচ্ছে।' সেইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, কাজের গতি কমলেও কাজ পুরোপুরি বন্ধ হবে না। যেখানে কাজ করার সুযোগ থাকবে সেখানে কাজ চলবে।'

কোথায় সমস্যা
- বিভিন্ন সেতু ও কালভার্ট তৈরির কাজ আটকে
- প্রায় পুরোপুরি বন্ধ রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ
- নদীতে জল বাড়ায় মাটি তুলতে সমস্যা হচ্ছে
- এছাড়া বিভিন্ন রাস্তাও বৃষ্টিতে খারাপ হয়ে গিয়েছে

ঠিকাদারি সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে দুই ধরনের কাজে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, রাস্তার ভাঙন ঠেকানো। বৃষ্টিতে বিভিন্ন জায়গায় যে রেইনকাট হচ্ছে তা আটকানোর কাজ করা হবে। রেইনকাট হলেই সেখানে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছেন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। মাটি ফেলে সেটা ঠিক করা হচ্ছে। রাস্তার যে কাজ হয়েছে তার ক্ষতি হলে, আবার কাজ করতে হবে।

এরপর বারোর পাতায়

e-TENDER NOTICE

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur-I Panchayat Samity SBKT under SBM(G) NIT e4H1DB202526 vide Memo No. 303, Date : 22/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I Panchayat Samity
Malda

নেপাল সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার হল এক বাংলাদেশি তরুণ! জাল আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড বানিয়ে নেপাল সীমান্তে প্রায় এক বছর ধরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করছিল সে। তরুণের নাম রঞ্জিত বর্মন। ২৮ বছরের রঞ্জিত বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের বাসিন্দা।

ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন। সেসময় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হলে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসএসবি। ধৃতের কাছ থেকে মেলে বাংলাদেশের জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ডও।

এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে ধৃত বাংলাদেশি রঞ্জিত বর্মন। -সংবাদচিত্র

এসএসবির এক আধিকারিক জানান, ধৃত ২০২১ সালে ভারতীয় ভিসা নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। দুই মাস ভারতে থাকার পর সে বাংলাদেশে ফিরে যায়। ছয় মাস পর পুনরায় চোরাপথে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় যায়। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর এক এজেন্ট মারফত মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কোচবিহারে গিয়ে প্রথমে জাল আধার কার্ড করে। পরে ২০২৪ সালে তৈরি করে ভারতের ভোটার কার্ড। ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির পর গতবছর থেকে বসবাস শুরু করে পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতেই খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেন এসএসবির আধিকারিকরা। তাকে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চলতি মাসে বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জে এক বাংলাদেশি ধরা পড়ে বিএসএফের হাতে। ধৃত চার বছর ধরে মেখলিগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত এবং সেইসঙ্গে একটি মসজিদে ইমাম হিসেবেও নিযুক্ত ছিল। তার কাছ থেকে একাধিক ভারতীয় পরিচয়পত্র মেলে। আরেক বাংলাদেশি মহিলা প্রায় পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়িতে বসবাস করছিল।

ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫

নিউজ ব্যুরো

২৩ মে : দুর্গাপুরের ডঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্প্রতি দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে 'ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫'-এর আয়োজন করে। কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন এরকম চারজন শিক্ষককে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি দুর্গাপুরের বিভিন্ন বোর্ডের দশম ও দ্বাদশের কৃতী পড়ুয়াদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সমস্ত শিক্ষক কলেজের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA, JALPAIGURI

Admission for class XI 2025-26

Applications are invited for admission to Class 11 in the Science and Arts Streams.

Important Information :

- Only English version students are eligible to apply. Students from CBSE and ICSE can also apply.
- The School is fully subsidized for the ST Students, therefore ST certificate is mandatory during the submission of the form.
- Documents such as Secondary admit card, marksheet and ST certificate will be required at the time of submission of forms.
- Students will be selected on the basis of merit through an admission test.
- Admission Test Syllabus : Based on the Class 10 Syllabus.

Admission Forms Submission :

- From 29th to 31st May : 11:00 A.M. to 2:00 P.M. (School Office)
- From 2nd June Onwards : During normal School Hours
- Last date of form submission : 10th June
- Admission Test Date : 17th June
- Follow the district website **https://jalpaiguri.gov.in/notice category/ announcements/**for further updates.

Sd/-
Teacher-in-Charge
EMRS, Nagrakata

কর্মখালি

Female staff required for Momo Shop in Noida. Salary with accommodation & food. 8116468919 (C/116516)

পরিশ্রমী Floor Manager - Under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116362)

অ্যাফিডেভিট

গত 22.5.2025 শিলিগুড়ি E.M.Court-এ আমি Dweepashree Ghosh বিবাহের পরে Dweepashree Pal বলে পরিচিত হইলাম, Affidavit করে। (C/116550)

DL.WB7320150270999 এ Tittle ভুল থাকায় গত 22/05/2025 তারিখে Siliguri EM. কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট করে আমি Punya Jha থেকে Punya Roy হলাম। (C/116558)

I, Anindita Sarkar Dey, W/o- Susanta Dey, r/o-S J Road by lane, Ward No. 06, Subhaspally, Kotwali, Coochbehar (WB) shall henceforth be known as Anindita Dey as declared in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Sadar, Coochbehar vide affidavit no. 94AB188131 dated 20.05.2025. Anindita Sarkar Dey & Anindita Dey both are same and identical person. (C/116562)

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি/৩০ অফ ২০২৫; তারিখ : ১৯-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ১; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" (গ্রিডে) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউল স্থাপন। (পর্ব-I) (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)। টেন্ডার মূল্য : ৭৬,৪৯,৩২৬.৬৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৫৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ২; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার-তেজনারায়ণপুর-আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা -২ এসআর.ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন ২টি স্টেশন। টেন্ডার মূল্য : ৩,২০,৭১,৮৯৩.৪৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,১০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ৩; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বাগডোগরা ইয়ার্ডের ড্রেনেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য : ৩,৪১,৩৩,৭৪৭.২৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,২০,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ৪; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড (এসএল) - টিবিটিআর (এইচ-বিইএম)-৩৭৮ এনএসএস। টেন্ডার মূল্য : ১,৪০,৮৬,৩১৮.২৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,২০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ৫; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এনসি-২৬, এনসি-৫১, এনসি-৩৯, এনসি-১৬, এনসি-৮, এনসি-২ এবং ৩-এ ডিইএন/এল/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে আরইউবি-এর বিধান (এনসি-১৬, এনসি-২৬, এনসি-৩৯ এবং এনসি-৫১ শুধুমাত্র)। টেন্ডার মূল্য : ১৮,৮০,৯৭,৩৮৪.৭১/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১০,৯০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ৬; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (ক) এসআর.ডিইএন/I/ কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বক্সির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বক্সির মধ্যে ১টি সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (খ) এসআর.ডিইএন/II/ কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বক্সির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বক্সির মধ্যে ১টি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (গ) এসআর.ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বক্সির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বক্সির মধ্যে ১টি ক্রসিং বক্স, সুইচ ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য : ১,৪৯,১২,৭৭৬.৫২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,২৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নং ৭; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ০৮ (আট) নং "ইইসিআই" তৈরির ডিজিটাল আল্ট্রাসনিক এটি ওয়েল্ড টেস্টার (মডেল-৩২২এটি) এর সার্ভিসিং এবং মেরামতের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমসি) চুক্তির চার্জ, ০২ বছরের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনে চতুর্থবার। টেন্ডার মূল্য : ৯,৮৭,২৩২.৫৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১৯,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন রেলে লীজ এসএলআরের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নীলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের এসএলআর লীজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণঃ এসএলআর কোচ পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অকশন ক্যাটালগ নং. সী-এপি-পিসিএল-লীজ

এলইভিউ নং.	এলঅ'টি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপচ
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১২	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৩	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৪	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৫	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/১৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৮	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২০	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/২১	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হাতির আচরণে সতর্কতার পাঠ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : প্রজননের মরশুমে রেললাইনের উপরে চলে আসা হাতির মৃত্যু আটকাতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। শুক্রবার ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন রেলের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে এ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে বন দপ্তরের কর্তারা রেলকর্মীদের হাতির আচার-আচরণ সম্পর্কে পাঠ দেন। এদিনের কর্মশালায় বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট) রেঞ্জের নুর ইসলাম, ডিভিশনাল সেফটি অফিসার রবি চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাকেশকুমার ঝা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেফটি অফিসার সঞ্জীব দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট)-র রেঞ্জ অফিসার নুর বলেন, 'হাতির প্রজননের মরশুমে সকলকে অতি সতর্ক থাকতে হবে। কোথায় কখন হাতি থাকছে তা বোঝা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় দূর থেকে হাতির উপস্থিতি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তাই লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।'

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
email: secretary.wbbpe@gmail.com / Website: https://wbbprimaryeducation.org

NOTICE

It is hereby notified for information to all concerned that the existing website of the West Bengal Board of Primary Education (www.wbbpe.org & www.wbbprimaryeducation.org) will be discontinued on and from **26 May, 2025** and replaced with a new website **https://wbbpe.wb.gov.in**

It is also informed to all concerned that all the information available in the existing website will be transferred to the new website.

All concerned persons and/or stakeholders are requested to act accordingly.

Date : 23.05.2025 | Sd/- Secretary, WBBPE

বামনহাট ইয়ার্ডের উন্নতকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১০-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ ইয়ার্ডের উন্নতকরণ-বামনহাট ইয়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৮০,৪৯,০০৮.৬২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাসের যোগান

টেন্ডার নং. সিএমডি-ইএমপি-২০২৫-২৬-০১ তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ২ বৎসরের এক [illegible] কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাস যোগান [illegible] জন্যে দর টিকা। বায়না রাশিঃ ৬৩,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGE TENDER NOTICE

Construction of Modifide Leach Pit and Filter Chamber at various places under Harirampur Panchayat Samity as per NIT No.-05/HRP/PS/DD, Dt-21.05.2025
Last date of submission - 29.05.2025 upto15.00 P.M.
Date of opening tender-02/06/2025 after 11.00 A.M. & NIT No.-06/HRP/PS/DD, Dt-22.05.2025.
Last date of submission - 30.05.2025 upto 13.55 P.M.
Date of opening tender - 02.06.2025 after 11.00 A.M.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

জোনাকি-ধ্রুবকে ছাড়াতে এল কে? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ খাদ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৫০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ যোদ্ধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ভালোবাসা, দুপুর ১.৫৫ দিওয়ানা, বিকেল ৫.০৫ জোয়ার ভাঁটা, রাত ৯.৩০ পদাতিক, ১২.২৫ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কথা দিলাম, সন্ধে ৭.৩০ মধুর মিলন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন, রাত ৯.০০ ভিলেন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০০ কালা পত্থর, দুপুর ১.৪৫ মনসুন শুটআউট, বিকেল ৩.৪৫ দিওয়ানা, সন্ধে ৭.১৫ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ১০.৩০ আ জেন্টলম্যান- সুন্দর, সুশীল, রিস্কি

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৩০ সাথী, বিকেল ৪.২৭ পাথু থালা, সন্ধে ৭.৩০ খলনায়ক, রাত ১০.৪৭ নাগিন কা ইন্তেকাম

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.০৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৫০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ বাদল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বিকেল ৩.২৬ উঁচাই, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ লয়লা মজনু

কালা পত্থর
সকাল ১০.০০ **স্টার গোল্ড**

যুদ্ধ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

পদাতিক (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 03/PS/PHD/2025-26, Date-23/05/2025 and Last date for Submission of Bids-30/05/2025 upto 03.30 P.M.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer, Phansidewa Panchayet Samity

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakimpara Siliguri-734001
NIeT No.-04-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 23.05.2025 (server clock), Last date of submission of bid : 29.05.2025 (server clock). All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_১১_২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ইএল_জিএস_১১_২৫-২৬, কাজের নামঃ রাঙাপানীতে গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন যেমন ওয়াটার বুথ, মার্চেন্ট রুম, গুডস অফিস, ড্রেনেজ, ইলেকট্রিক্যাল কাজ, সিসিটিভি ইত্যাদির ব্যবস্থা। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। আনুমানিক মূল্যঃ ৬১,৫৬,৭১৫.৫১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,২৩,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭ *ইমেল : s692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-এ" [রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশনের ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫
কানাইয়া কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৮৩৯৩৮১১৮৬

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_জিএস_১২_২৫-২৬; তারিখ : ১৯-০৫-২০২৫; টেন্ডার নং : ইএল_জিএস_১২_২৫-২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : কাটিহারের ডালখোলা, নিউ জলপাইগুড়ি, জোগবনী, মালদা কোর্ট, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া জং., রানীপাত্র, জালালগড়, রাঙাপাণী, বাগডোগরা, আদিনা-তে আসবাবপত্রের আধুনিকীকরণ সহ বিদ্যমান পণ্য অফিসের আপগ্রেডেশন (ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য : ৩০,৭০,৯০৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬১,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের দরপত্রের সম্পূর্ণ নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ১২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/১৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে: আইটেম নং ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিব্রুগড় টাউনে - নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার (৮টি ইউনিট) নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৫,৭১,৪৩৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭৭,৯০০/- টাকা; আইটেম নং ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নর্থ লখিমপুর-মুরকংসেলেক সেকশনের মাঝামাঝি (সেতু নং ৭২৩ এবং ৬৮০) আন্ডার ওয়াটার পরিদর্শনের সময় যে কোন কোন স্থানে ফাটল/গহ্বর পাওয়া গেছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলির ভিত্তির বিশেষ মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ২,৩৩,৬৫,৫৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৬৬,৮০০/- টাকা; উপরোক্ত সব টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা তারিখ ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। রাজনৈতিক নেতাদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও তা সময়মতো শেষ করতে পারবেন। বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ। কর্কট : অসংযত জীবনযাপনের জন্য প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত হবে। সিংহ : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও কিছু দিলে ফেরত নাও পেতে পারেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। কন্যা : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। তুলা : কোনও নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা প্রলোভনে অর্থ নষ্ট। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : পারিবারিক কোনও সমস্যা থাকলে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনায় মিটিয়ে নিন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ধনু : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সর্দি, কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। মকর : বাইরের মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কুম্ভ : বহুজাতিক কোম্পানিতে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। সাংসারিক সমস্যা কেটে যাবে। মীন : প্রিয়জনের ভালোবাসায় মানসিক চাপ কাটবে। মামলা-মোকদ্দমায় জয় নিশ্চিত।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৪ মে, ২০২৫, ৯ জেঠ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৫ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শনিবার, দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৪।২। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১০।৪৮। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ১২।৩৩। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৫।১৩ গতে তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।২ গতে গরকরণ রাত্রি ২।৪৯ গতে বনিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১০।৪৮ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে ত্রকপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৩৩ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৬।৩৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।৫১ মধ্যে বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৩৮ গতে ২।৪৩ মধ্যে কুম্ভ ও মীন লগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৮ গতে ৬।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Reliance
Growth is Life
Jio Mart
টাইম আর টাকা দুটোই বাঁচান
Quick
Scheduled
Biscuits, Drink & Packaged Foods
Ice Cream & Frozen
Chips & Namkeens
Biscuits & Cookies
Chocolate s &...
Indian Sweets
Drinks & Juices
Breakfast Cereals
Noodles, Pasta &...
Quick ফ্রি হোম ডেলিভারী
লো প্রাইস গ্যারান্টি
0 জিরো অতিরিক্ত চার্জ
ফ্ল্যাট ₹100 ছাড়*
আপনার 1ম Quick গ্রোসারি অর্ডারের উপর
*ন্যূনতম ₹399-এর কেনাকাটার উপরে।
ব্যবহার করুন কুপন কোড
JMNEW100
ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন
*T&C Apply
টমেটো 1 kg
বাজারের দাম ₹ 40
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 29
ম্যাঙ্গো হিমসাগর 1 kg
বাজারের দাম ₹ 60
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 39
ম্যাঙ্গো ল্যাংড়া 1 kg
বাজারের দাম ₹ 80
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 49
কোয়ালিটি ওয়ালশ প্যাক / টাবস্ 700 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 140 থেকে শুরু
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 70 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 50% ছাড়
বিঙ্গো! / প্রিঙ্গলস্ চিপ্স 75 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 20 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 12 থেকে শুরু
কোল্ড ড্রিঙ্ক 750 ml / জ্যুস 600 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 40 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 25% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 30 থেকে শুরু
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 840 g / ফরচুন কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ₹ 164 / ₹ 190
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 125/ ₹ 157
সঞ্চয় ₹ 39 / ₹ 33
ম্যাককেইন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস 420 g
এমআরপি ₹ 125
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 49
সঞ্চয় ₹ 76
ট্রেসেমে / হিমালয়া / ডাভ শ্যাম্পু 340 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 310 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 33% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 207 থেকে শুরু
টাইড 6 kg + 2 kg / সার্ফ এক্সেল ডিটারজেন্ট পাউডার 7 kg / এরিয়েল / সার্ফ এক্সেল মেটিক লিকুইড 4 L / কমফোর্ট ফেব্রিক কন্ডিশনার 2 L (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 550 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 330 থেকে শুরু
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নির্দশনস্বরূপ প্রদত্ত। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 25ই মে 2025 তারিখ নির্বাচিত পিন কোড-এ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

কলেজের জায়গা পরিদর্শনে বিধায়ক

মাদারিহাট, ২৩ মে : বিধানসভা উপনির্বাচন হয়েছে প্রায় ৭ মাস আগে। নির্বাচনি ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ টোপ্পো মাদারিহাটে কলেজ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভোটে জেতার পর শুক্রবার মাদারিহাটে তিনি কলেজ তৈরির জায়গা পরিদর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান, মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ললিতা সরকার প্রমুখ।

জয়প্রকাশ এদিন মাদারিহাট রবীন্দ্রনগরে পশু হাসপাতালের লাগোয়া খাসজমি ঘুরে দেখেন। বিধায়ক জানালেন, আরও কয়েকটি জায়গা দেখেছেন তিনি। তবে মাদারিহাটে কলেজ তৈরির ব্যাপারে রবীন্দ্রনগরের সরকারি জমি দেখে তিনি সন্তুষ্ট। বললেন, ‘চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলেজ তৈরির সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার।’

মাদারিহাটে কলেজ তৈরির প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে জানানো হয়েছে। ব্রাত্য কলেজ তৈরির ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন জয়প্রকাশ। তিনি আরও জানালেন, উপনির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন এক এক করে সেই কাজগুলি করবেন। এদিন পরিদর্শনে এসে বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা আগের ৮ বছরে কী কাজ করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, মনোজ এখনও কাজের পরিসংখ্যান দিতে পারেননি। ক্ষমতায় আসার মাত্র ৭ মাসের মধ্যে তিনি যে কাজ করেছেন তার ধারেকাছেও নেই বিজেপির সাংসদ বলে তাঁর দাবি।

এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই দোষারোপ করেন। তিনি বললেন, ‘আমি বেশ কয়েকবার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কলেজ তৈরির দাবি জানিয়েছি। তবে আমরা বিরোধী বলে কোনও কাজ করতে দেওয়া হয়নি।’ বহুবার বিধানসভায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন বলে তিনি দাবি করেন।

মাদারিহাট কলেজ তৈরি আন্দোলনের আহ্বায়ক প্রভাস বরগাঁও বললেন, ‘আমরা আশায় বুক বেঁধে আছি কলেজ তৈরির জন্য। মাদারিহাট স্টেশনে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা ট্রেনের স্টপ আন্দোলনের জন্যই সফল হয়েছে। আশা করছি আমাদের বিধায়ক কলেজ তৈরির আশ্বাস পূরণ করবেন।’ তবে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরি হলে সবচেয়ে ভালো হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা জানালেন, এই জমির সমস্ত রেকর্ড ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে বের করে রাখতে বলবেন। যাতে কাগজপত্র চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া যায়।

দুর্ঘটনায় জখম

বীরপাড়া, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ বীরপাড়া চৌপথির অদূরে চার্চ এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় বিপিন তিরকি নামে এক প্রৌঢ় আহত হন। তিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী। একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কাজের স্বীকৃতি

কালচিনি, ২৩ মে : ভালো কাজের স্বীকৃতি পেলেন কালচিনি ব্লকের তিন প্রাণীবন্ধু। শুক্রবার কোচবিহার জেলা পরিষদ ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কালচিনি ব্লকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী যথাক্রমে রবিরঞ্জন রায়, উত্তম মণ্ডল ও প্রসেনজিৎ দাস চৌধুরীর হাতে পুরস্কার দেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব।

টুকরো খবর

প্রস্তুতি তুঙ্গে

কালচিনি ও ফালাকাটা, ২৩ মে : ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আলিপুরদুয়ারে আসছেন। এই নিয়ে শুক্রবার বিজেপি কালচিনির রাঙ্গামাটি রোডের কার্যালয়ে দলের ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীকে জেলায় স্বাগত জানিয়ে পদযাত্রাও বের করা হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, দলের জেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ কুজুর প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় কালচিনি বিধানসভা এলাকা থেকে ত্রিশ হাজার দলীয় কর্মী-সমর্থককে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় বালুরঘাটে ফালাকাটা-২ অঞ্চল কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন বিজেপির ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর। বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা, মণ্ডলের সহ সভাপতি নীলকমল সরকার, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক অনন্ত দাস সহ শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ ও বুথ সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা

পলাশবাড়ি, ২৩ মে : শুক্রবার বিকেলে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিলে এক আলোচনা সভা করে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জিসিপিএ)। এদিন সংগঠনের প্রতিনিধি নালচন রায়ের বাড়িতে সেই আলোচনা সভা হয়। সেখানে জিসিপিএ-র জেলা সম্পাদক গণেশ রায় সহ সংগঠনের অঞ্চল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সাংগঠনিক নানা বিষয়ের সঙ্গে অঞ্চল কমিটির সংযোজন নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

দোকান বন্ধ

পলাশবাড়ি, ২৩ মে : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ী গোবিন্দ নাগ (৫২) বৃহস্পতিবার রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আগে সেনাবাহিনীতে ছিলেন। অসুস্থতার কারণে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ীরা শোক মিছিল করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, ‘এদিন শোক মিছিলের পর সকাল থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বাজারের সব দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন-জীবিকা।। কোচবিহারের হরিণচওড়া রেলগেটে ছবিটি তুলেছেন কিশোর মজুমদার।

ভুট্টার খোসা পোড়ানোর ধোঁয়ায় বাড়ছে দূষণ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৩ মে : দু’দিন ধরে রাতে বৃষ্টি হচ্ছে। তবে দিনে রোদ। এজন্য ফালাকাটা ব্লকজুড়ে ভুট্টার কাজে ব্যস্ত হাজার হাজার চাষি। আর সেই কাজ করতে গিয়েই চাষিদের একাংশ ভুট্টার খোসা আগুনে পুড়িয়ে ফেলছেন। কখনও জমিতেই খোসায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও ফাঁকা মাঠেই জ্বলছে ভুট্টার খোসা। আর সেই ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে আশপাশের এলাকা। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের গ্রামগুলিতেও ছবিটা একই। কৃষি দপ্তর বারবার চেষ্টা করেও চাষিদের সচেতন করতে পারছে না। এতেই বিপদের শঙ্কা বাড়ছে। ভুট্টার খোসায় আগুন লাগানোয় যে ধোঁয়া বের হয় তাতে বায়ু দূষণ বাড়ছে। অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কও থাকছে। যদিও কৃষি দপ্তর চাষিদের উদ্দেশে নানা পরামর্শ দিয়েছে।

ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের কথায়, ‘ভুট্টার খোসাকে আগুনে না পুড়িয়ে ভালো করে পচিয়ে নিলে জৈব সার হতে পারে। এগুলোকে কেটে নিয়ে আসলে গবাদিপশুর খাদ্য হতে পারে। আবার গোয়ালে বিছিয়ে দিলে গবাদিপশুর বিছানা হতে পারে। উনুনের জ্বালানিও হতে পারে।’

রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরির মাঝেই এখন খেত থেকে অধিকাংশ ভুট্টাই তোলা হচ্ছে। কারণ এখনও ভুট্টার বাজারদর ভালো। এছাড়া এবার ভুট্টার ফলনও গতবারের তুলনায় বেড়েছে। তাই দিনের বেলা রোদে ভুট্টা শুকানোর কাজে নেমে পড়ছেন চাষিরা। ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভুট্টার চাষ হয়। চাষিদের বাড়ি কিংবা মাঠ থেকেই ভুট্টা বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু বিক্রির আগে ভুট্টা ভালোভাবে শুকাতে হয়। আর শুকানোর ক্ষেত্রেই চাষিদের একাংশ আগুন ধরিয়ে ভুট্টার খোসা পুড়িয়ে ফেলছেন।

ভুট্টার খোসা পোড়ানো হচ্ছে। শুক্রবার রাইচেঙ্গা গ্রামে।

এক্ষেত্রে চাষিদের বক্তব্য, এমনিতেই এখন রোদ-বৃষ্টির মধ্যে তাড়াতাড়ি ভুট্টা শুকাতে হচ্ছে। আর দানা বের করার পর ভুট্টার খোসা নিয়ে তেমন ভাবনাচিন্তা করার সময় থাকে না চাষিদের। ওই খোসা এমনিতে কোনও কাজেও লাগে না। বরং খোসা জঞ্জালের মতো পড়ে থাকে। তাই অপ্রয়োজনীয় এই ভুট্টার খোসা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে মাঠ জঞ্জালমুক্ত হয়। আবার আগুনে পোড়ানোর পর চাষিদের কেউ কেউ ছাইগুলি সংগ্রহ করে রাখেন। কারণ, এই ছাই আবার জৈব সার হিসেবে খেতে প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু খোসা পোড়ানোয় যে ধোঁয়া নির্গত হয়ে বাতাসে মিশছে তাতে তো দূষণ হয়। শিশাগোড়ের ভুট্টাচাষি কমল অধিকারীর কথায়, ‘ভুট্টার খোসা তেমন কাজে লাগে না। তাই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।’ রাইচেঙ্গার আরেক চাষি বিমল সরকার বলেন, ‘ভুট্টার খোসা কোনও কাজে লাগে না। তবে পোড়ানোর পর সেই ছাই সার হিসেবে জমিতে দিয়ে দিই। এজন্য আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।’

তবে ফালাকাটার এক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার তরফে সুজিত সরকার বলেন, ‘এই ধোঁয়া বাতাসে মিশে যাচ্ছে। বায়ু দূষণ বাড়ছে। হঠাৎ কোনও অগ্নিকাণ্ডও ঘটতে পারে।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘তবে চাষিদের আগেই দোষারোপ করা ঠিক নয়। এজন্য তাঁদেরকে সচেতন করতে হবে। কারণ, ভুট্টার চাষ এইসব এলাকায় বেশি পুরোনো নয়।’

হাতি তাড়াতে এল গাড়ি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৩ মে : ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড নামের এক এনজিওর তরফ থেকে মাদারিহাট রেঞ্জকে হাতি তাড়ানোর জন্য একটি গাড়ি দেওয়া হল। এছাড়া মাদারিহাট রেঞ্জ অফিস থেকে ১০টি হাতি তাড়ানোর দলের কথাও শুক্রবার ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই গাড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জাম মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। হাতি তাড়ানোর এক-একটি দলে মোট চারজন করে সদস্য থাকবেন। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় এবিষয়ে জানালেন, হাতি তাড়ানোর দলের সদস্যরা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় ওই কাজ করবেন। কাজের সুবিধার জন্য তাঁদেরকে বাজি ও একটি করে সার্চলাইট দেওয়া হয়েছে। বিধায়ক ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা, মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ললিতা সরকার, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান, খয়েরবাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মন্টু রায়, তৃণমূলের মাদারিহাট অঞ্চল সভাপতি সংগীতা শর্মা প্রমুখ।

মাদারিহাট রেঞ্জ পেল হাতি তাড়ানোর গাড়ি।

গাড়ি প্রদানকারী এনজিওর এক সদস্য সৌম্যজিৎ ঘোষ বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন এলাকায় হাতি ও মানুষের সংঘাত কমানোর জন্য কাজ করছি। এদিন আমাদের সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড থেকে লোকালয়ে হাতি তাড়ানোর জন্য একটি গাড়ি দেওয়া হল।’ হাতি তাড়ানো দলের বিষয়ে রেঞ্জ অফিসার আরও বলেন, ‘মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে যৌথ বন পরিচালন কমিটির আওতার বাইরে থাকা গ্রামগুলিতে এই দল পাহারা দেবে। দলগুলিকে নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। যেখানেই হাতি বের হোক না কেন, ওই গ্রুপের মাধ্যমে আমাদের কাছে খবর আসবে। সেখানে গাড়ি নিয়ে বনকর্মীরা পৌঁছে যাবেন। এদিন যে গাড়িটি পেলাম তাতে সাইরেন লাগানো হবে। হাতি তাড়ানোর জন্য গাড়িটিকে বিশেষভাবে তৈরি করা হবে। এই মুহূর্তে মাদারিহাট রেঞ্জ ও এলিফ্যান্ট স্কোয়াড মিলে আমাদের কাছে মোট সাতটি গাড়ি রয়েছে।’

তবে এইভাবে এর আগেও কয়েকবার হাতি তাড়ানোর জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তা বেশিদিন টেকেনি। বিনা পারিশ্রমিকে কে কতদিন স্বেচ্ছাশ্রম দেবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, মেঘনাদ সাহা নগরের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম শর্মার কথায়, ‘আমরা বিকল্প চাষ হিসেবে এলাকায় সুপারি গাছ লাগাচ্ছি। কিন্তু হাতি সুপারি গাছকেও ছাড়ছে না। এক বিঘা জমিতে সুপারি গাছ লাগাতে প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়। অথচ হাতি আক্রমণ করলে মাত্র সাত থেকে আট হাজার টাকা সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আমরা চাই বিধায়ক যেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এই সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। ক্ষতিপূরণ পেতে যেন বিলম্ব না হয়।’

বন্দি সঙ্গীকে রেখে পালাল চিতাবাঘ

রায়মাটাং বাগানে নয়া কাহিনী

সমীর দাস

কালচিনি, ২৩ মে : ‘বন্ধু চেনা ভীষণ দায়’ এই কথাটি বহুলচর্চিত। বন্ধুর বিপদে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে বাঁচানো। বা বন্ধু বিপদে পড়লে নিজে কোনওরকমে ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’ বলে উধাও হওয়া। এই দুই বিষয় নিয়ে গল্প, সিনেমাও কম নেই। কিন্তু এ তো গেল মনুষ্য সমাজের কথা। বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রে এমন ছবি তেমন একটা চোখে পড়ে না। বন্যপ্রাণীরা অনেকে বেশি সংঘবদ্ধ। একটি সঙ্গী বিপদে পড়লে অপরটি সেটিকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চালায়। তবে শুক্রবার এক ভিন্ন কাহিনীর সাক্ষী থাকল কালচিনির রায়মাটাং চা বাগান।

শুক্রবার ভোরে ওই চা বাগানের বাইশধুরা এলাকার ১ নম্বর সেকশনে বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায় একটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘ ধরা পড়ে। বন দপ্তর সূত্রে খবর খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটির বয়স প্রায় ১০ বছর। শ্রমিকদের দাবি, একটি নয় দুটি চিতাবাঘ এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের মধ্যে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হতেই সঙ্গে থাকা অন্য চিতাবাঘটি খাঁচার গেট বন্ধ হওয়ার আগে চম্পট দেয়। চা গাছের ঝোঁপের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পলাতক চিতাবাঘটি নাকি খাঁচায় বন্দি সঙ্গীর দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকায়নি। বাগানের শ্রমিক পরিবারের সদস্য মণীশ কুজুরের কথায়, ‘কয়েকজন শ্রমিক একটি চিতাবাঘকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন। এতে তাঁদের ধারণা ওই দুটি চিতাবাঘ হয়তো একসঙ্গে শিকার খুঁজতে বের হয়েছিল। খাঁচাবন্দি হওয়ার পর ক্রুদ্ধ চিতাবাঘটিকে হুংকার দিতে দেখেছেন শ্রমিকরা।’

অন্যদিকে, চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ার খবর শুনে ওই এলাকায় প্রচুর শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দা জড়ো হন। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পানা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়ার প্রাণী চিকিৎসালয়ে নিয়ে যান।

রায়মাটাং চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

যা ঘটেছিল

- শুক্রবার বাইশধুরা এলাকার ১ নম্বর সেকশনে খাঁচায় একটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘ ধরা পড়ে
- বন দপ্তর সূত্রে খবর খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটির বয়স প্রায় ১০ বছর
- একটি নয়, দুটি চিতাবাঘ এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল
- একটি খাঁচাবন্দি হতেই অপর চিতাবাঘটি খাঁচার গেট বন্ধ হওয়ার আগে চম্পট দেয়

এবিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজের বক্তব্য, ‘প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটিকে এদিন দুপুরে বক্সার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতত ওই এলাকায় নজরদারি চালাবেন বনকর্মীরা। পরে প্রয়োজন হলে আবার সেখানে খাঁচা বসানোর বিষয়টি বন দপ্তর খতিয়ে দেখবে।’

এদিকে বনকর্মীরা পৌঁছানোর আগে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটিকে যাতে কেউ উত্ত্যক্ত না করেন সেজন্য স্থানীয় তরুণরা উদ্যোগ নিয়ে কিছু সময়ের জন্য খাঁচাটিকে পলিথিন শিট দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করেন।

বক্সার জঙ্গল লাগোয়া রায়মাটাং চা বাগানে চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। গত ২৭ এপ্রিল বাগানের ৭ নম্বর সেকশনের একটি ঢাকনাবিহীন জলাধারে পড়ে যায় একটি চিতাবাঘ। বনকর্মীরা পরে সেটিকে বহু কষ্টে জলাধার থেকে টেনে তোলেন। সেদিনও বাগানের শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে বনকর্মীদের সহযোগিতা করেছিলেন। তার মাসদুয়েক আগে বাগানের কর্মী কমল কুজুর গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর গাড়িতে আক্রমণ করে একটি চিতাবাঘ।

এদিন চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়া নিয়ে কমলের প্রতিক্রিয়া, ‘বন্যপ্রাণী রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরও রয়েছে। তাই যতটা সম্ভব আমরা বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। বন দপ্তরের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন।’ শ্রমিকদের দাবি, বাগানে আরও কয়েকটি চিতাবাঘ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তালিকা প্রকাশ

কালচিনি, ২৩ মে : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কালচিনি ব্লকের কৃষকদের আলু চাষে উৎসাহিত করতে সম্প্রতি শস্যবিমার ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়েছে। ব্লকের ১১৩০ জন ওই টাকা পেয়েছেন বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর। যদিও বিমা প্রাপকদের নামের তালিকা প্রকাশ্যে আনার দাবিতে বৃহস্পতিবার মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্য ও জনপ্রতিনিধিরা ব্লক কৃষি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘ সময় দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়। শুক্রবার ব্লক কৃষি কার্যালয়ে ও কালচিনির বিডিও দপ্তরে বিমার টাকা পাওয়া উপভোক্তাদের নামের তালিকা টাঙানো হয় বলে ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

তিনদিন হানা

জটেশ্বর, ২৩ মে : দলগাঁও বিট লাগোয়া অতীতপাড়া এলাকাকে যেন ভুলতেই পারছে না নুনিয়া নিয়ে চম্পট দেওয়া দাঁতাল। পরপর তিনদিন অতীতপাড়া এলাকায় রাত হলেই হাজির হচ্ছে দলগাঁওয়ের ওই দাঁতাল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দলগাঁও বিট লাগোয়া অতীতপাড়ার উকিল বর্মনের শোয়ার ঘরে হামলা চালায় দাঁতালটি। এদিনও শেষ রাতে ঘরে আঘাত হানে সেটি। শব্দ পেয়ে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচেন উকিল বর্মন ও তাঁর পরিবার। প্রতিদিনই এলাকায় হাতির হামলা শুরু হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন গোটা এলাকার মানুষজন। স্থানীয়দের তরফে ওই এলাকায় বন দপ্তরের নজরদারি দাবি তোলা হয়েছে।

নেট দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে শসাখেত।

পাখির উপদ্রব রুখতে নেট লাগাচ্ছেন চাষিরা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৩ মে : হাতি, বাইসন তো হামেশাই ঢুকে পড়ছে গ্রামে। এবার জলদাপাড়া বনাঞ্চলে পাখির উপদ্রবে নাজেহাল অবস্থা চাষিদের। কখনও দিনেরবেলা, কখনও রাতে, কখনও আবার ভোরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া সহ অন্য প্রজাতির পাখির দল চলে আসছে খেতে। বনাঞ্চল লাগোয়া বংশীধরপুর, পারপাতলাখাওয়া, রাইচেঙ্গা গ্রামগুলিতে শসার চাষ করেছেন অনেকে। শসার বাজারদরও ভালো। কিন্তু পাখির উপদ্রবে চিন্তিত চাষিরা। এজন্য বাধ্য হয়ে চাষিদের কেউ কেউ গোটা শসাখেত নেট দিয়ে মুড়ে দিচ্ছেন। এজন্য বাড়তি খরচ হচ্ছে। তবে পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষা মিলছে। এদিকে পাখি তো আর বন দপ্তর আটকাতে পারবে না। তাই নেট দিলেও পাখির যেন কোনও ক্ষতি না হয় সেটা চাষিদের খেয়াল রাখতে হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে।

পারপাতলাখাওয়া গ্রামে শ্রীদাম দাস এক বিঘা জমিতে শসার চাষ করেছেন। গতবারও শসা চাষ করেছিলেন। কিন্তু গতবছর পাখির উপদ্রবের কারণে বেশি লাভ হয়নি। এবারও শসাখেত নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। তারপর বাধ্য হয়ে শসাখেতে নেট লাগিয়েছেন। শ্রীদামের কথায়, ‘এই নেট লাগানোর জন্য বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়। তবে এখন পাখির উপদ্রব থেকে শসাখেতকে রক্ষা করতে পারছি। তা না হলে গাছের ফুল, শসা এতদিনে হয়তো নষ্ট হয়ে যেত।’ দেখা গেল, গোটা শসাখেতটাই নেট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য পাখি এলেও নেট ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। রাইচেঙ্গা গ্রামে আধা বিঘা জমিতে শসার চাষ করেন বিমল সরকার। তাঁর খেতও নেট দিয়ে মোড়ানো। বিমল বলেন, ‘হাতি, বাইসন তো মাঝেমধ্যেই গ্রামে ঢুকে পড়ে। এজন্য ভুট্টাখেতেরও ক্ষতি হয়। এখন কোনও চাষাবাদ করে সেভাবে লাভ হচ্ছে না। লাভের অংশ বুনোদের পেটে চলে যাচ্ছে। তাই পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে এবার শসাখেতে নেট লাগিয়ে দিয়েছি।’

স্থানীয়রা বলছেন, গত এক-দেড় বছর ধরে বুনোদের উপদ্রব অনেকটাই বেড়েছে। হাতি, বাইসন ঢুকে কখনও জমির ফসল, কখনও ঘরবাড়ির ক্ষতি করছে। বন লাগোয়া গ্রামগুলি মূলত কৃষিপ্রধান। এখন বুনোজন্তুদের পাশাপাশি পাখির উপদ্রব নিয়েও দুশ্চিন্তা বাড়ছে।। ফালাকাটার ‘সবুজ পৃথিবী’ নামে এক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার কর্ণধার সুজিত সরকার বলেন, ‘বনের পাশে থাকলে বন্যপ্রাণীর উপদ্রব মাঝেমধ্যে হবে। এটাই স্বাভাবিক। তবে চাষিদের ফসলও রক্ষা করতে হবে। কিন্তু প্রতিরোধ করতে গিয়ে যাতে পাখির কোনও ক্ষতি না হয় সেটাও চাষিদের খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে কোথাও যাতে পাখি ধরার ফাঁদ বসানো না হয়।’

একই আর্জি বন দপ্তরেরও। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, ‘পাখি তো উড়ে বেড়াবেই। এজন্য পাখির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকে চাষিদের খেয়াল রাখতে হবে।’ যদিও চাষিদের দাবি, তেমন কিছুই করা হচ্ছে না। বালাসিপাড়ার এক চাষি শম্ভু দাসের কথায়, ‘এতে পাখির কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। নেট দেওয়ায় পাখি আর খেতে বসছে না। আর কোথাও কেউ পাখি ধরার ফাঁদও পাতেনি।’

তক্তায় নালা পারাপার, কালভার্টের দাবি অধরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ মে : টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে এক বছর হল। কিন্তু ফালাকাটা ব্লকের দক্ষিণ দেওগাঁও গ্রামে নালার উপর কালভার্ট এখনও তৈরি হয়নি। এ নিয়ে শুক্রবার নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকার ভুক্তভোগীরা। ওই কাজের জন্য দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকাও বরাদ্দ করে। অথচ এখনও কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হয়নি। রাস্তায় পাতা কয়েকটি তক্তাই নালা পারাপারের একমাত্র ভরসা। দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেরিনা খাতুনের নির্বাচনি এলাকাতেই কালভার্ট তৈরির কাজ এতদিন কেন আটকে রয়েছে, তা নিয়েই স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন। এদিকে ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়া আগে শেষ হলেও মাত্র কয়েকদিন আগে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে নির্মাণসামগ্রী রাখা নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এদিকে শেরিনা এদিন বলেন, ‘শনিবার থেকেই কালভার্টের কাজ শুরু করা হবে। আসলে প্রত্যন্ত এলাকায় নির্মাণসামগ্রী বহন করতে ঠিকাদার বাড়তি খরচের টাকার কথা জানিয়েছেন। তবে তাঁকে বলা হয়েছে টেন্ডার হিসাবেই কাজ করতেই হবে।’

এলাকার একদিকে বামনিয়া নদী এবং অন্যদিকে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি রয়েছে। মাঝখানের জায়গাটি নীচু হওয়ায় দু’-একদিনের বৃষ্টিতেই রাস্তা জলে ডুবে থাকে। বর্ষাকালে তো জল থইথই করে। ফলে কালভার্ট না থাকায় একটি নালার একপাশে এলাকার শতাধিক পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে এলাকাটিতে প্রায়ই হাতির উপদ্রব ঘটে। হাতির হানা থেকে বাঁচতে স্থানীয়দের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। ওই সময় নালা পেরোতে খুব সমস্যা হয়। এদিন জরিনা খাতুন নামে এক স্থানীয় বলেন, ‘এলাকায় কালভার্ট তৈরির জন্য টাকা বরাদ্দ করা হলেও কাজ শুরু করা হচ্ছে না। ফলে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াত করতেও ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। আমরাও তৃণমূল করি। কিন্তু এখন সমস্যাটির বিষয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি।’ আরেক বাসিন্দা মকসেদা বেগমের বক্তব্য, ‘দীর্ঘদিন আগে কালভার্ট তৈরির টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। বিডিও অফিস থেকে এলাকা পরিদর্শনও করা হয়। এরপর এক ট্রলি বালি নিয়ে আসা হলেও ঠিকাদার আজও কাজ শুরু করেননি। পঞ্চায়েত প্রধানরাও এ নিয়ে পদক্ষেপ করছেন না। অথচ কালভার্ট তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েই ওঁরা ভোট পেয়েছিলেন।’

এর আগে এলাকার নীচু রাস্তাটি চওড়া এবং উঁচু করতেও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু জমি সংক্রান্ত সমস্যার জেরে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। আরেক এলাকাবাসী মাহমুদ আলির অভিযোগ, ‘কালভার্ট না থাকায় আমরা প্রায় হাজার তিনেক লোক সমস্যায় ভুগছি। অথচ পঞ্চায়েত প্রধানরা খোঁজখবরও নিচ্ছেন না।’

কালভার্ট তৈরি না হওয়ায় তক্তার ওপর দিয়ে নালা পারাপার।

> শনিবার থেকেই কালভার্টের কাজ শুরু করা হবে। আসলে প্রত্যন্ত এলাকায় নির্মাণসামগ্রী বহন করতে ঠিকাদার বাড়তি খরচের কথা জানিয়েছেন। তবে তাঁকে বলা হয়েছে টেন্ডার হিসাবেই তাঁকে কাজ করতে হবে।
>
> **শেরিনা খাতুন,** প্রধান
> দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত

আলিপুরদুয়ারের জনসভা নিয়ে জোর চর্চা

মোদির ঝুলিতে কী ‘উপহার’

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : আগামী বৃহস্পতিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা। সেখান থেকে তিনি জেলাবসীর জন্য নতুন কী ঘোষণা করবেন তা নিয়ে আলিপুরদুয়ারে জোর চর্চা চলছে। চর্চার বিষয়, জেলায় এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল, হাসিমারায় অসামরিক বিমানবন্দর ও উত্তরের চা শিল্পের জন্য কোনও বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা। শহর থেকে গ্রাম জেলার সব জায়গায় এখন এসব নিয়েই জল্পনা চলছে। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, ‘লোকসভা ভোটের আগে রেলের জমিতে হাসপাতাল তৈরির শিলান্যাস হল না। আশা করি এবার প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি পরিষ্কার করবেন। বিমানবন্দর নিয়ে তিনি উদ্যোগ নিলে ভালো হয়। এছাড়া আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করবেন বলে আমরা আশাবাদী।’

প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা বেশি হওয়ার অনেক কারণ আছে। ২০১৬ সালে মোদি মাদারিহাটে জনসভা করেছিলেন। সেই সময় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় কোনও ঘোষণার ক্ষেত্রে অনেক বাধ্যবাধকতা ছিল। এখন সেটা নেই। স্বাভাবিকভাবে মোদির কাছে আলিপুরদুয়ারকে ‘উপহার’ দেওয়ার সব রাস্তা খোলা। সেই কারণে জেলাবাসীও অনেক প্রত্যাশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরিমল দে বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করতে পারেন। এর মধ্যে বিমানবন্দর ও হাসপাতাল নির্মাণের দাবি পুরোনো। এখন সেগুলি আবার চর্চায় এসেছে। সেই সবের ঘোষণা যদি প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে হয় তাহলে ভালোই হয়।’ এছাড়া চা শিল্পের বা উত্তরের জঙ্গল নিয়ে কোনও পরিকল্পনা ঘোষণা হতে পারে বলে পরিমলের অনুমান।

বিজেপির বৈঠক। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের চৌপথিতে।

তুঙ্গে জল্পনা

- প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা বেশি হওয়ার কারণ অনেক আছে
- ২০১৬ সালে মোদি মাদারিহাটে জনসভা করেছিলেন
- সেসময় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় কোনও ঘোষণার ক্ষেত্রে অনেক বাধ্যবাধকতা ছিল
- স্বাভাবিকভাবে মোদির কাছে এখন আলিপুরদুয়ারকে ‘উপহার’ দেওয়ার সব রাস্তা খোলা

এদিকে আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ আইনজীবী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর জনসভা রাজনৈতিক, কূটনীতিকভাবে চর্চায় থাকবে। তিনি যেটাই ঘোষণা করুন না কেন তা নিয়ে দীর্ঘ চর্চা চলবে। তবে আলিপুরদুয়ারের জন্য তিনি নির্দিষ্ট করে কিছু বলবেন কী না সেটা আন্দাজ করা মুশকিল। সাংসদ মনোজ টিগ্গার মন্তব্য, ‘মানুষের বিভিন্ন দাবি থাকতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। তবে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকে আমাদেরও নজর থাকবে।’

এর পাশাপাশি বিজেপির তরফে ২৯ মে’র জনসভার জোরদার প্রস্তুতি চলছে। গেরুয়া শিবিরের নেতারা প্রতিদিন প্রায় বৈঠকে বসছেন। শুক্রবার রাজ্য বিজেপির নেতারা জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন শহরের চৌপথি এলাকায় এক হোটেলে। মূলত জনসভার প্রস্তুতিতে বিজেপির তরফে যে কমিটি তৈরি হয়েছে তার সদস্যদের নিয়ে এদিন বৈঠক হয়। সব কমিটির সদস্যদের নিজেদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এদিনই এক ট্রাক পোস্টার, ব্যানার জেলায় আসার কথা। শনিবার থেকে বিভিন্ন এলাকায় সেগুলি লাগানোর কাজ শুরু হবে।

এছাড়া ২৬, ২৭ ও ২৮ মে জেলাজুড়ে মাইকে প্রচার করা হবে। শুক্রবার জনসভার মঞ্চ তৈরির বিভিন্ন জিনিসপত্র প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার থেকে কর্মীরা মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করবেন।

দলবেঁধে।। খাবারের খোঁজে হাঁসের দল। শালকুমারহাটে। -সুভাষ বর্মন

রাতে জানলা দিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৩ মে : রাতে বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে মোবাইল গলিয়ে ছবি বা ভিডিও তোলার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে। যদিও বাড়ির কর্তা টের পেয়ে মোবাইলটি ছিনিয়ে নেন। অপকর্ম করা সেই তরুণ পালিয়ে গেলেও গৃহকর্তা তাকে চিনে ফেলেন। একই এলাকায় বাড়ি তার। সোনাপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পলাশবাড়ির পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। আগে কখনও এরকম ঘটনার কথা কেউ শোনেননি, তাই তাজ্জব বনে যাচ্ছেন এলাকাবাসী। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন বলেন, ‘এটা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি উদাহরণ। অত্যধিক মোবাইল আসক্তির জেরে তরুণরা নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। যদি বাড়ির কর্তা টের না পেতেন, তাহলে হয়তো ঘরের ভেতরের ভিডিও বা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হত। দোষীর শাস্তি হোক। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এরকম কিছু করার চেষ্টা না করে।’

যে বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে সেটি টিনের বাড়ি। ঘরের মেঝে পাকা। কিন্তু বেড়া টিনের ও জানলা কাঠের। অভিযোগ, ওই জানলার সামান্য ফাঁকা দিয়েই মোবাইল ফোন ঢুকিয়ে ছবি বা ভিডিও তোলার চেষ্টা করে স্থানীয় ওই তরুণ। ওই বাড়িতে গৃহকর্তা ছাড়াও তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে রয়েছে। বড় মেয়ের বয়স ১৮। আর ছোট মেয়ে ৫-৬ বছরের। এজন্যই গৃহকর্তা সবথেকে বেশি চিন্তিত।

ঠিক কী ঘটেছিল? গৃহকর্তা বলেন, ‘রাত ১০টার মধ্যে আমার স্ত্রী ও দুই মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে ছিলাম। মোবাইল দেখছিলাম। হঠাৎ জানালায় খটখট একটা শব্দ পেলাম। দেখি, কেউ জানলার ফাঁক দিয়ে মোবাইল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। খপ করে মোবাইলটি ছিনিয়ে নিই। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হলেও ওই তরুণকে আর খুঁজে পাইনি।’ কিন্তু মোবাইলটি নেওয়ায় তাকে চিনে ফেলেছেন তিনি। একই পাড়ার বছর বাইশের ছেলে সে। জানা গেল, ছেলেটি বাইরে কোথাও কাজ করে। মাঝেমধ্যে বাড়ি আসে। গৃহকর্তার আরও দাবি, এর আগেও ছেলেটি রাতে তাঁদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি।

সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে,অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত তরুণ পলাতক। তার খোঁজ চলছে।

বাঁধ, স্লুইস গেট পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : বর্ষার আগে বিভিন্ন নদীর বাঁধ এবং স্লুইস গেট সহ এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। শুক্রবার শহরের কালজানি, গরম, ডিমা, নোনাই সহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদী এলাকার বাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশবরঞ্জন রায় এবং দপ্তরের অন্য ইঞ্জিনিয়াররা। আগাম বর্ষা শুরু হতেই বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই বিপদ থেকে বাঁচতে স্লুইস গেটগুলির তদারকি করা হয়। কারণ জেলা, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার শহরের জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্লুইস গেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশবরঞ্জন রায় বলেন, ‘বিভিন্ন নদীর বাঁধ এবং স্লুইস গেটগুলো কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, সেটা দেখা হয়েছে। এরপর উপযুক্ত পদক্ষেপ করার বিষয়টি দেখা হবে।’

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় প্রায় ৩০টি এলাকায় নদীভাঙন রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভাঙন প্রতিরোধে আনুমানিক প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একাধিক কাজ শেষের মুখে হলেও বর্ষা পুরোপুরি শুরু হওয়ার আগে বাকি কাজও শেষ করতে চাইছে জেলা প্রশাসন। জয়ন্তী, রায়ডাক, কালজানি সহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো বাঁধ সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

নাকা চেকিং

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : আলিপুরদুয়ার শহরের দমকলকেন্দ্রের সামনে শুক্রবার সন্ধ্যায় ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ নাকা চেকিং অভিযান হয়। হেলমেট, সিটবেল্ট ও ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভের ওপর নজর রেখে বহু গাড়ি ও বাইক থামিয়ে নথিপত্র দেখে ট্রাফিক পুলিশ। কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা করা হয়। আবার অনেককে সতর্ক করে ছেড়ে দেয় পুলিশ। ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, ‘আমরা চাই বাসিন্দারা আইন মেনে চলুক। পাশাপাশি মানুষের অবস্থা বুঝেও ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ সাধারণ মানুষ পুলিশের এমন কড়াকড়িকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সেবকের কাছে রেললাইনের মাটি ধসল

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২৩ মে : বুধবার গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টিতে বাগ্রাকোট ও সেবকের মধ্যে চান্দা কোম্পানি এলাকায় রেললাইনের তলার মাটি ধসে গেল। দায়িত্বে থাকা ট্র্যাকম্যানের নজরে আসায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাগ্রাকোট স্টেশনে খবর দিলে দু’দিকের ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাত দুটো নাগাদ মাটি ধসে যাওয়ার কথা জানার পরই দ্রুত লাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়। রাত ৩টে থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত মেরামতির পর ওই লাইনে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রাক বর্ষাতেই সেবক দিয়ে যাওয়া আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি লাইনের এমন অবস্থায় চিন্তা বাড়ছে।

রেল সূত্রেই জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে লিস নদী লাগোয়া হিলাঝোরার জলোচ্ছ্বাসে বড়সড়ো ধস নেমেছিল রেললাইনের ধারে। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে পেট্রলিংয়ের সময় বিষয়টি নজরে আসে ট্র্যাকম্যান দীপঙ্কর মজুমদারের। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিটকিতে তিনি খবর দেন বাগ্রাকোট স্টেশনে।

রেল সূত্রেই জানা গিয়েছে, হিলাঝোরার জলোচ্ছ্বাসে চান্দা কোম্পানির রেললাইনের ধারে ৩৮/২-৩ নম্বর পিলারের কাছে ১০-১৫ মিটারজুড়ে মাটি ধসে যায়। সঠিক সময়ে মেরামতি না হলে এবং কয়েকটি ট্রেন সেখান দিয়ে পারাপার করলেই মাটি আরও সরে গিয়ে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হত বলেই রেলকর্তাদের আশঙ্কা। শিলিগুড়িগামী মালগাড়িটিকে বাগ্রাকোট স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিউ মাল জংশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় গুয়াহাটি থেকে নিউ গঙ্গানগরগামী ডাউন সাপ্তাহিক সামার স্পেশালকে। কিছুক্ষণের জন্য সেবক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে শিলিগুড়ি থেকে ধুবড়িগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।

কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়ায় দীপঙ্করকে শুক্রবার বিকেলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার দেন এডিআরএম সাহেবলুং কামেই। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) অমরজিৎ গৌতম বলেন, ‘রাতেরবেলা সমস্ত জায়গায় রেললাইনে পেট্রলিংয়ের জন্য ট্র্যাকম্যান থাকেন। ঘটনাস্থলে থাকা ওই কর্মী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কারণে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়।’ বাগ্রাকোট স্টেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চান্দা কোম্পানি এলাকার সুদর্শন থাপা নামে এক ব্যক্তিও ফোন করে রেললাইনের ধারে ধসের খবর দিয়েছিলেন।

তিস্তার জল বাড়তে পোষ্যদের নিয়ে পারাপার। ছবি : মানসী দেব সরকার

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আর্জি

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের দ্বারস্থ হলেন চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। শুক্রবার বিজেপি নেতাদের হাতে দাবিপত্র তুলে দেন তাঁরা। আগামী ২৯ মে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিয়ে মোদির সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা।

এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে যান চাকরিহারারা। যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সদস্য মৌমি পাল বলেন, ‘চলতি বছরে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমরা চাকরি করতে পারব। তারপর আমাদের কী হবে? আমাদের যাতে পুনর্বহাল করা হয়, সেজন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে চাই। বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে সেই বিষয়ে কথা হয়েছে।’

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ‘রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।’

কোপানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার দাগি চোর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ মে : শামুকতলার মহিলা ব্যবসায়ী পূর্ণিমা পাল এবং তাঁর ছেলের ওপর দুষ্কৃতী হানার ঘটনার সাতদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হল মূল অভিযুক্ত। শুক্রবার ভুটান সীমান্তের জয়গাঁগামী একটি বাস থেকে লোকটিকে গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম চন্দন কুজুর। সে শামুকতলা থানার দক্ষিণ মহাকালগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, চন্দন এক কুখ্যাত চোর।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় জখম পূর্ণিমা পালের মৃত্যু হয়েছে। ব্যবসায়ীর মৃত্যুর পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন মহল থেকে দ্রুত ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়। মহিলার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, ‘ঘটনার পরেই আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে আমরা তদন্ত শুরু করি। সাতদিনের মাথায় আমরা মূল উপযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। ঘটনার তদন্ত করে আমরা দুষ্কৃতীর চেহারার যে বর্ণনা পাই তাতে চন্দন যুক্ত থাকার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে। চন্দনের ভুটানে পালিয়ে যাওয়ার মতলব ছিল। কিন্তু তার আগেই আমরা তাকে ধরতে পেরেছি।’

পুলিশের সাফল্য

- পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম চন্দন কুজুর
- শুক্রবার জয়গাঁগামী একটি বাস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়
- কুখ্যাত চোর চন্দন এর আগেও একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছে
- চুরি করতেই সে পূর্ণিমার বাড়িতে ঢুকেছিল বলে পুলিশকে জানায়
- তবে এখনও খুনের তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছে না শামুকতলা থানা

এছাড়া এলাকায় হওয়া বেশিরভাগ চুরির ঘটনায় সে জড়িত থাকত বলেও তিনি জানিয়েছেন। শামুকতলা থানার পুলিশ এর আগেও তাকে বহুবার গ্রেপ্তার করেছে। তবে প্রতিবারই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। মহিলা ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ঘটনার পর সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। গত সাতদিন পুলিশ তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল। শনিবার ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হবে। সেখানে অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলেও এদিন ওসি জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, চন্দনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে চুরি করার উদ্দেশ্যেই পূর্ণিমার বাড়িতে ঢুকেছিল বলে জানিয়েছে। কিন্তু তখনই নাকি তাকে মহিলার বাধার মুখে পড়তে হয়। সেই সময়ই চন্দন অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। এরপর নিজেকে বাঁচাতে পূর্ণিমার ছেলে প্রসন্নকেও আঘাত করে।

তবে মহিলা ও তাঁর ছেলেকে যেভাবে মারা হয়েছে তাতে পরিকল্পনা করে খুনের সম্ভাবনাও পুলিশ একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না। সেসব প্রশ্নের উত্তর জানতেই পুলিশ আদালতে অভিযুক্তকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে। এছাড়া ওই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না তাও জানার চেষ্টা চলছে। যদিও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করায় পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার এলাকার মহিলারা শামুকতলা থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি করেছেন।

খবরের জেরে নালা পুনর্নির্মাণ

বীরপাড়া, ২৩ মে : বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের পাকা লাইনে শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সম্প্রতি ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৭৯ টাকায় পাকা নিকাশিনালা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এরপর চলতি সপ্তাহে নালার একদিকের অংশের দেওয়াল ধসে পড়ে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দেন। শুক্রবার খবরটি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এরপর এদিন সকাল থেকে নালার ভাঙা অংশ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আর্থমুভার দিয়ে নালার কংক্রিটের ভাঙা চাঙড়গুলি সরিয়ে ফেলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা জাস্টিনা খাড়িয়া লাকড়া বলেন, ‘এর আগে যে অর্থবরাদ্দ হয়েছে, সেই টাকায় ঠিকাদারকে ভাঙা নালা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। বাড়তি কোনও টাকা দেওয়া হবে না।’

পালানোর চেষ্টা দুই আসামীর

শামুকতলা, ২৩ মে : কথায় বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। শুক্রবার তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। ভ্যানে তোলার সময় সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাওয়া দুই দুষ্কৃতীকে ধাওয়া করে ধরে ফেলল শামুকতলা থানার পুলিশ। যদিও সেই দুজন অবশ্য চোর নয়। এলাকায় অশান্তি পাকানোর দায়ে তাদের গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। শেষপর্যন্ত তারা পালিয়ে যেতে না পারলেও, এই ঘটনার পর কিন্তু পুলিশের ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

শুক্রবার দুপুরে শামুকতলা থানা সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেলেন, ধর ধর চিৎকার করে দুজন তরুণের পেছনে ছুটছে পুলিশ। কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর অবশ্য ধরাও পড়ল তারা। ঠিক যেন হিন্দি সিনেমার সিকোয়েন্স। বলছেন শামুকতলার বাসিন্দারা।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য এদিনই সকালে। ওই দুজন তরুণ মদ খেয়ে শামুকতলা হাটে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছিল। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এরপর দুপুরে ধৃত দুজনকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যানে তুলতে গিয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। তখনই ওই দুই তরুণ পুলিশের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দেয়। এমন ঘটনায় হকচকিয়ে যান পুলিশকর্মীরা। তারা যে হঠাৎ এইভাবে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সেটা পুলিশকর্মীরা বুঝতে পারেননি।

তারা ছুট দিতেই পুলিশকর্মীদের মধ্যে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারাও ছুটে আসেন। সংবিত ফিরতেই পুলিশ দুজনকে ধাওয়া করে। ততক্ষণে ওই দুজন দৌড়ে বেশ কিছুদূর চলেও গিয়েছে। কয়েকজন পুলিশকর্মী দৌড়ে গিয়ে দুজনকেই ধরে ফেলেন।

পরে পাকড়াও

ঘটনার পর শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেছেন, ‘দুষ্কৃতীরা ভেবেছিল পুলিশের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পুলিশকর্মীরা সক্রিয় থাকায় তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের দ্রুততার সঙ্গে আবার ধরে ফেলা হয়েছে।’ পরে দুজনকে এদিনই আদালতে তুললে বিচারক তাদের জামিন দিয়েছেন।

রেজিস্টার চালু

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসি চাইল্ড কেয়ার লিভের তালিকা নির্দিষ্ট রাখতে শুক্রবার থেকে বিশেষ রেজিস্টার চালু করল। এদিন থেকে কোন শিক্ষিকা কতদিন চাইল্ড কেয়ার লিভ নিচ্ছেন, তা জানা সম্ভব হবে। জেলার প্রতিটি সার্কেলের শিক্ষিকাদেরও তালিকা রাখা হয়েছে। বছরে তিনবার চাইল্ড কেয়ার লিভ নেওয়া যায়। তবে কে কতদিন এই ছুটি নিচ্ছেন তার সুনির্দিষ্ট রেকর্ড এতদিন রাখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বছরের শেষে কে কতদিন ছুটি নিয়েছেন তা জানতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালয় অফিসের উপর নির্ভর থাকতে হত। ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, ‘রেজিস্টার খাতায় নির্দিষ্ট করে রেকর্ড থাকলে ছুটির বিষয়টি সহজেই জানা সম্ভব হবে।’

রেলগেটে গাড়ি, কোলে চেপে হাসপাতালে

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৩ মে : রোড ওভারব্রিজের (আরওবি) অভাবে কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা রেলগেটে মুমূর্ষু রোগী কিংবা দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের আটকে থাকার সমস্যা অনেকদিনের। রেলগেটে আটকে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সে প্রসব বা মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। কিছু সময় পরপর স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে অফিসকর্মী, ব্যবসায়ী, পথচারীদের হয়রানির মুখে পড়াটা তো রোজকার গল্প। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই আরওবি না থাকায় একইভাবে ভুগতে হল আহত এক তরুণকে। পরপর দুটি ট্রেন যাওয়ার পরও রেলগেট না খোলায় তাঁকে কোলে করে রেলগেট পার করে হাসপাতালে নিয়ে যান বন্ধু এবং আত্মীয়রা। সমস্যা মেটাতে ঘোড়ামারা রেলগেটে দ্রুত আরওবি তৈরির দাবিতে ফের সরব হলেন এলাকাবাসী।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা অবশ্য আশার কথা শোনালেন। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে একাধিক রোড ওভারব্রিজ (আরওবি) নির্মাণের তৎপরতা চলছে। তাঁর কথায়, ‘কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা রেলগেটে আরওবি তৈরির বিষয়টি এতদিন রাজ্য সরকারের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের (এনওসি) জন্য থমকে ছিল। সেটা সম্প্রতি মিলেছে। সেখানে উড়ালপুল নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে জমি জরিপের কাজগুলো চলছে। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে কাজ শুরু হবে।’

কী ঘটছিল বৃহস্পতিবার? পশ্চিম নারারথলির বাসিন্দা বিকসন রায় সেদিন থাইল্যান্ডের মাঠে ফুটবল অনুশীলন করছিলেন। হঠাৎই ডান পায়ের তলায় ভাঙা কাঁচের টুকরো ঢুকে যায়। সেটি টেনে বের করতে আরও রক্ত বের হতে থাকে। তাঁর সঙ্গে অনুশীলন করা বাকি খেলোয়াড়রা তড়িঘড়ি মোটরবাইকে বসিয়ে ঘোড়ামারা রেলগেট হয়ে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এখানেই বিপত্তি! বললেন, ‘আপ এবং ডাউন লাইনে পরপর দুটি ট্রেন চলাচলের পরও গেট বন্ধ হয়েছিল। রেলগেটেই ২০ মিনিট কেটে যায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে দেখে বন্ধুরা কোলে করে রেলগেট পার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।’

কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা রেলগেটে আটকে রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্স।

বিকসনের দাদু সুনীল রায় জানালেন, বিকসনের ডিফেন্সে চাকরি হওয়ার কথা। লিখিত এবং দৌড়ঝাঁপের পরীক্ষায় ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে এই দুর্ঘটনা চিন্তা বাড়িয়েছে। নাতির পা কেটেছে শুনে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন বিকসনকে নিয়ে আসার আগে কী কী ঘটেছে। বললেন, ‘ভাগ্যিস নাতির বন্ধুরা বুদ্ধি করে রেলগেট খোলার অপেক্ষা করেনি। নয়তো যে কী হত।’ তাঁর সংযোজন, ‘এতদিন সবার মুখে রেলগেটে আটকে পড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি। এবার সেই অসুবিধা উপলব্ধি করলাম।’

মাঠের আশপাশে মদ বিক্রির দোকান রয়েছে বলে জানালেন তিনি। সন্ধ্যা হতেই নেশার আসর বসে। এসব রুখতে পুলিশ এবং প্রশাসনের আরও বেশি তৎপর হওয়া উচিত, মত প্রবীণের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সাইদুল্যা মণ্ডল - কে 08.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64H 56339 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার অনেক প্রতিবেশীকে অল্প কিছু টাকা খরচ করে সহজেই কোটিপতি হতে দেখেছি। আমিও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি সফল হয়েছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬ সংখ্যা, শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সিঁদুরেও ভোট!

ভারতীয় সেনার শৌর্য, সাহসিকতা, বীরগাথায় প্রত্যেক ভারতীয়র অটুট আস্থা। ভারতের নির্বাচিত সরকার এবং সেনাবাহিনীর সম্পর্ক তাই এই উপমহাদেশের অন্য দেশগুলির মতো কখনও বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি। সেনাবাহিনী কখনও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি। তবে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বে বিশ্বের দরবারে ভারত সরকার সম্মানিত হয়েছে বহুবার। কিন্তু কখনও মনে হয়নি, সরকার সেনার কৃতিত্বে ভাগ বসাচ্ছে বা তাদের কৃতিত্বের আলোয় নিজেকে আলোকিত করছে।

এটা সম্ভব হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থার কারণে। কিন্তু এতদিনের সেই বিশ্বাসটাই যেন টলে যাচ্ছে এখন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল। পাকিস্তানের ড্রোন ও গোলাবর্ষণের কঠোর জবাবও দিয়েছে। বাহিনীর এই শৌর্য প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের।

কিন্তু এই বীরগাথা সস্তা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠলে তা লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। পহলগাম হামলার এক মাস পূর্তিতে রাজস্থানের বিকানেরের জনসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতা ভোট প্রচারের ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর শিরায় নাকি রক্তের বদলে গরম সিঁদুর বইছে। মোদি দাবি করেন, সিঁদুর বারুদে পরিণত হলে, তার ফল কী হতে পারে সেটা শত্রুরা টের পেয়েছে।

শুধু মেঠো বক্তৃতাতে নয়, বিরাট বিরাট হোর্ডিং, পোস্টার, ব্যানারে সামরিক পোশাকে সজ্জিত নরেন্দ্র মোদির ছবি ছেপে অপারেশন সিঁদুরের নিরন্তর প্রচার চলছে। ট্রেনের টিকিটে মোদির স্যালুটরত ছবি ছাপিয়ে যেন বোঝানো হচ্ছে, সেনাবাহিনী নয়, অপারেশন সিঁদুরের আসল কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদির। করোনার টিকার শংসাপত্রে যেমন মোদির ছবি সেঁটে দেওয়া থাকত।

বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার থলিতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। প্রচারের এমন বাড়বাড়ন্ত মোদির নতুন ভারতের এখন নিউ নর্মাল। অথচ পহলগাম হামলায় দোষী জঙ্গিদের কেন এক মাস পরেও ধরা গেল না, জম্মু ও কাশ্মীরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যূহ ভেদ করে তারা ঢুকে নিরপরাধ ২৬ জন মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে কীভাবে পালিয়ে গেল, কেনই বা আগাম গোয়েন্দা সতর্কবার্তা সত্ত্বেও বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের ঘোরার অনুমতি দেওয়া হল- সেই প্রশ্নগুলির এখনও জবাব নেই।

বিরোধী দলের নেতা হোক কিংবা সাধারণ মানুষ, যে বা যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের পাকিস্তানের দালাল, দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী পাক প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে হামলার কথা আগাম জানিয়েছিলেন বলে অভিযোগের জবাব দিচ্ছে না সরকার। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্ব প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাতে সেনাবাহিনীর অসম্মান হয় বলে বিজেপি মনে করে না।

অথচ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুললে তাঁর বিরুদ্ধে সেনাকে নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলা হয়। অতীতে নোটবন্দি, জিএসটি, পিএম কেয়ার্স ফান্ড, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক, করোনাকালে লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনাকারীদের একইভাবে বিদ্রুপ করেছিল বিজেপি। শুধু ক্যামেরার সামনেই প্রধানমন্ত্রীর রক্ত কেন গরম হয়- প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল।

গা-গরম করা বক্তৃতা দিয়ে ভোটবাজারে ফায়দা তোলার বিপরীতে দেশের বিদেশনীতিতে বড়সড়ো ফাঁক চোখে পড়ছে। বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সেসব মানতে নারাজ। চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা ভোট। বছর ঘুরলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ুতে ভোট। বিজেপি এবং মোদির নজর এখন শুধু ভোটবাক্সে।

যত প্রশ্নই উঠুক, সমালোচনা হোক, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদকে অব্যর্থ অস্ত্র বলে মনে করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী সেই অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছেন। কেননা, অতীতের মতো আগামীদিনেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করে সাফল্য ঘরে তুলতে মরিয়া পদ্ম ব্রিগেড।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

নায়িকা, গায়িকা এবং এক করিডর

ইউনূসের পদত্যাগনাট্য শেষ। ঘটনার কারণ, সেনা ও বিএনপির অসন্তোষ। কক্সবাজার করিডরে সেনাপ্রধানের তীব্র আপত্তি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মাথায় একটা হেলমেট। তাঁকে ঘিরে অজস্র পুলিশ। কোনও খুনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন। হেলমেটের ফাঁক দিয়ে বিধ্বস্ত তরুণীর শুধু চোখটুকু দেখা যায়, তাতে ভাষাহীন শূন্যতা মাখামাখি। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না ঘটনাটা।

ঢাকার কোর্ট চত্বর। চারপাশের জনতা মজা দেখছে। মজাই দেখছে।

মজা? যাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত পরিচিত অভিনেত্রী বাংলাদেশে। নুসরাত ফারিয়া। তাঁর অপরাধটা কী, তখনও কেউ জানে না। ঢাকার ভাটারা থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন এক হত্যার চেষ্টায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। বাস্তবে সেই সময় তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। সেখান থেকে বারবার পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। তবু এভাবে গ্রেপ্তার!

দ্বিতীয় ছবিও ভয়ংকর। এক মহিলাকে হেলমেট পরিয়ে ওইভাবেই খুনির মতো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালত চত্বরে। তাঁর দিকে একদল মানুষ ছুড়ছে ডিম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে ডিমগুলো পড়ছে মহিলা পুলিশের গায়ে। ভদ্রমহিলা বিশিষ্ট গায়িকা ও প্রাক্তন সাংসদ। মমতাজ বেগম। তাঁকে ধরা হয়েছে ১২ বছর আগের এক খুনের মামলায়। ঠিকই লিখলাম, বারো বছর আগের মামলায়।

অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া

গায়িকা মমতাজ বেগম

নুসরাতকে টালিগঞ্জের লোকেরাও ভালো চিনবেন। আমাদের সুপারস্টার জিতের সঙ্গে তাঁর দুটো ছবি আছে--বাদশা দ্য ডন এবং বস টু। বিরসা দাশগুপ্তের বিবাহ অভিযানে তিনি ছিলেন অঙ্কুশের নায়িকা।

অপরূপা বাংলাদেশের প্রশাসন, পুলিশ, বিচারপতিদের ন্যূনতম বিচারবুদ্ধি এভাবে কর্পূর হয়ে উবে গেল কীভাবে? সেখানে অনেকেই বলছেন, নুসরাতের 'আসল' অপরাধ ছিল অন্য। দু'বছর আগে তিনি কিংবদন্তি শ্যাম বেনেগালের 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন হাসিনার চরিত্রে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হাসিনা হয়ে উঠতে চাই। সব বাঙালি মেয়ের মধ্যে একটা করে হাসিনা আছে।' এমন কথা যে কোনও অভিনেতা, অভিনেত্রী বলে থাকেন। বিশেষ করে বেনেগালের মতো জীবন্ত কিংবদন্তির ছবিতে কাজ করার সুযোগ যেখানে।

ওটা দু'বছর আগের ছবি তো কী, দাও, নুসরাতকে দু'দিন একটু হেনস্তা করে! এ মেয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটির ল' গ্র্যাজুয়েট, হাসিনার সমর্থক। আসল হাসিনাকে পাচ্ছি না যখন, দাও তো সিনেমার হাসিনাকে জেলে ঢুকিয়ে। বেনেগাল বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁরও মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিত ইউনূসের পুলিশ ও জামায়াতে।

প্রশ্ন হল, হাসিনা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যদি নুসরাত ফারিয়াকে জেলে যেতে হয়, তা হলে বেনেগালের ওই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নুসরাত ইমরোজ তিশার 'শাস্তি' হল না কেন? বেনেগালের ছবিতে তিনি তো অভিনয় করেছিলেন হাসিনার মা ফজিলাতুন্নেছার ভূমিকায়।

এখানেও সোজা হিসেব রয়েছে। এই নুসরাত আবার ইউনূস সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর স্ত্রী। তাঁকে এমন হেনস্তা করে, সাধ্য কাদের?

ইউনূস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ জামায়াতে নেতাদের দ্বিচারিতা এখানেও পদ্মার পানির মতো গহিন। উগ্র ইসলামিদের দাপটে বাংলাদেশে মহিলারা বিপন্ন। সব নারীকে এরা বোরখা এবং পর্দায় মুড়ে রাখতে চায়। মডেল বা চিত্রনায়িকাদের বিরুদ্ধে ফরমানে ফরমানে বাংলাদেশের বিনোদন দুনিয়াই গুটিয়ে যাওয়ার উপক্রম। অথচ তাদের নিজেদের লোক হলে সতেরো খুন মাফ।

বাংলাদেশের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী, দ্বিতীয় স্ত্রী শীলা আমেদও অভিনেত্রী। শীলা আবার বিশিষ্ট লেখক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদের কন্যা। আসিফ নিজে এত চমৎকার লেখেন, তাঁর কখনও মনে হল না, এভাবে নুসরাত-মমতাজদের হেনস্তা অত্যন্ত অন্যায়? এসব ঠেকাতে না পারলে কীসের আইনি উপদেষ্টা তিনি?

লেখাটা শুরু করেছি নুসরাত ও মমতাজকে দিয়ে। তবে আসলে শুধুই এই দুজনকে নিয়ে লেখার জন্য নয়। বাংলাদেশ বিনোদন দুনিয়া আজ উঠে যাওয়ার মুখে। কোনও খবর নেই। সব কাগজ বা ওয়েবসাইটের বিনোদন বিভাগে এখন পড়ি কলকাতা বা মুম্বইয়ের গুরুত্বহীন নায়ক-নায়িকার অর্থহীন সব খবর। যেখানে শাকিব খানের মতো জনপ্রিয় মেগাস্টার রয়েছেন, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল?

যে দেশে ক্রিকেট ভারত-পাকিস্তানের মতোই ধর্ম হয়ে উঠছিল, সেই খেলার এক নম্বর তারকাকে এখন দেশের বাইরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে ঢুকতে পারছেন না। তাঁর অপরাধ, তিনি হাসিনার পার্টির সাংসদ ছিলেন। আর এক নামী ক্রিকেটার সাংসদ মাশরাফি মুর্তাজা কার্যত গৃহবন্দি। তিনি কেমন আছেন, অনুরাগীরা জানেন না।

বিনোদন জগতে বাংলাদেশের এত প্রতিভাময় মুখ। অনেকে প্রাণভয়ে দেশের বাইরে। অথবা নিজেরাই ঘেরাটোপে বন্দি রেখেছেন। বাইরে আসতে পারছেন না। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লিলি ইসলাম, চঞ্চল চৌধুরী, ফেরদৌস, জয়া এহসানরা দুই বাংলার গর্ব। অথচ ইউনূস প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের জন্য চরম হেনস্তা তাঁদের। অপু বিশ্বাস, মাহিয়া মাহি, মিথিলা, মোশারফ করিমের খবরই নেই সংবাদপত্রের পাতায়। সবার মুখ বন্ধ।

হাসিনাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বলা হচ্ছিল। বাংলাদেশি মৌলবাদী মোল্লাদের অনুগামীদের ঢঙেই তিনবার বলা যায়, ঠিক, ঠিক, ঠিক। তা হলে ভাই, ইউনূসের ক্ষেত্রে কী বলব?

ঢাকায় শুক্রবারই কথা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে। ওখানে আলোচনায় অবশ্যই এখন প্রধানতম বিষয় ইউনূসের পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ। পরের দিনই আবার উলটো কথা বলা। বাংলাদেশি বন্ধুরা বলছেন, পদত্যাগের কথা বলে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছেন ছাত্রদের মাধ্যমে। এটা সম্পূর্ণ নাটক। ছাত্ররাও বুঝেছে, তাদের দলের ভবিষ্যৎ নেই। গত দিনদুই ধরে ঢাকার রাজপথে নেমেছিলেন হাজার হাজার বিএনপি সমর্থক। ইউনূস সরকারের সাম্প্রতিক কাজকর্মের প্রতিবাদে।

গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো বাংলাদেশে ইউনূস এখন চাইছেন তিনটে জিনিস। এক, মৌলবাদী ও ছাত্রদের খুশি করতে এখনই নির্বাচন না ডাকতে। আরও ক্ষমতাভোগ করাও লক্ষ্য। দুই, ভোট এখন হলে খালেদা জিয়ার বিএনপির ক্ষমতায় আসা অনিবার্য। সেটা করতে দেওয়া চলবে না। তিন এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশি সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে ভালো লেগেছে ইউনূসের। সেনা অবিলম্বে নির্বাচন চায়।

প্রশ্ন হল, সেনার সঙ্গে ইউনূস কোম্পানির সমস্যা তৈরি হল কেন? আমেরিকাকে খুশি করতে মায়ানমার-বাংলাদেশ করিডর করতে মরিয়া ইউনূস। যে করিডর যাবে কক্সবাজার থেকে মায়ানমারের রাখাইন পর্যন্ত। আগে ডেমোক্র্যাট হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতায় এসেছেন ইউনূস। আওয়ামী লিগ সমর্থকরা ভেবেছিলেন, ট্রাম্প এলে বিপদে পড়বেন নোবেলজয়ী। সেটা হয়নি একটা কারণেই। ইউনূস আমেরিকাকে লোভ দেখিয়েছেন ওই করিডরের। এবার সেনাপ্রধান ওয়াকার আবার ওই 'রক্তাক্ত' করিডরের বিরোধী। সেটা স্পষ্টও বলে দিয়েছেন প্রকাশ্যে।

সেনাপ্রধানের যুক্তি দুটো অতি সহজ। একে ওই অঞ্চলে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ভারত--চতুর্শক্তির নজর। তারপর, এত বড় সিদ্ধান্ত নির্বাচিত সরকার ছাড়া কেউ নিতে পারে না। ইউনূসের এই মনোনীত সরকারের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া বেআইনি। সেনা তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ায় ইউনূস চাইছেন ছাত্র এবং জামায়াতের সহানুভূতি কুড়োতে। তাই সুকৌশলে পদত্যাগের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া।

ইউনূসের এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছেন তাঁর অনুগত কিছু ইউটিউবার। পিনাকী ভট্টাচার্য যেমন। প্যারিসে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া পিনাকীর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ বাংলাদেশে। তিনি এতদিন হাসিনার মুণ্ডপাত করতেন। এখন শুরু করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার। শুক্রবারই লিখেছেন, 'একই বৃন্তে তিনটি ফুল। বিএনপি, সেনাপ্রধান ওয়াকার ও ভারত।' এরাই নাকি একজোট হয়ে নির্বাচন চাইছে।

প্রশ্ন হল, বিএনপি এবং সেনা যদি নির্বাচন চায়, তা হলে দোষটা কী? একটা গণতান্ত্রিক দেশে তো নির্বাচিত সরকারেরই থাকা উচিত। এক বছর হতে চলল, বাংলাদেশে নির্বাচনের নামগন্ধ নেই।

শুক্রবারেরই একটা পোস্টে পিনাকী লিখেছেন, 'দেশের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রফেসর ইউনূসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পিনাকী-ইলিয়াস-কনক সারওয়ার একসঙ্গে ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবেন!' মুশকিল হল, এই তিনজনের নামেই প্রচুর অভিযোগ অতীতে। এবং পলাতক। ইউনূস জমানায় এরাই নায়ক। এরা আগে হাসিনার কাছে অনেক সুযোগ নিয়ে তাঁকে গালাগাল করত। এখন খালেদার পার্টি তাদের পাশে নেই জেনে বিএনপিকে ভারতপন্থী দেগে দিচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

এত কথাবার্তার ফাঁকে আজকের ঢাকা, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রামের অমল মনের চমৎকার চমৎকার মানুষজন কি সুখে আছেন? জিনিসের আগুন দাম। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক আর ভারতের স্থলবন্দর দিয়ে যেতে পারছে না। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে, আজ সব রপ্তানি বন্ধ। বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই মায়ানমারে যাওয়ার বিকল্প করিডরের পথ ভেবে ফেলেছে ভারত।

ওদিকে আরও দুর্দশা, উপদেষ্টাদেরই পদত্যাগের দাবি উঠছে বিএনপি এবং এনসিপি থেকে। দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ। নারীদের ঘরবন্দি করে রাখতে আরও তৎপর মোল্লাতন্ত্র। সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুরা। ইউনূস নির্বাক। আবার আওয়ামী লিগ নিয়ে একটা কথা কেউ বললে নুসরাত বা মমতাজের মতো জেলে। ফেসবুক থেকেই উধাও বহু বিখ্যাত। ভীত সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। বাকস্বাধীনতা শব্দটি শুধু উগ্র মৌলবাদীদের জন্য সংরক্ষিত। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের কথা তো জানেনই সবাই।

এই ঘোর কৃষ্ণকায়া আকাশে কিছুটা আলোর রেখা সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। যিনি বলতে পারেন, 'আমরা শান্তির দেশ চাই, শৃঙ্খলার দেশ চাই। আমরা এখানে হানাহানি, বিদ্বেষ চাই না। বিভিন্ন মত থাকতে পারে। অবশেষে আমরা সবাই সবাইকে যেন শ্রদ্ধা করি। একে অন্যের বক্তব্য, মতামতকে যেন শ্রদ্ধা করি।'

শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ ইউনূস, আপনিও এমন বলুন না!

আজ

২০১০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭৭

গায়ক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা ২৩৬৯ জন বাংলাদেশির তালিকা তৈরি করেছি। যাঁরা অবৈধভাবে এদেশে বাস করছেন। আইন মেনে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। বাংলাদেশিই হোন বা অন্য দেশের নাগরিক, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এঁদের সবাইকে ফেরত পাঠানো হবে।

- রণধীর জয়সওয়াল

ভাইরাল/১

কচ্ছপের দৌড়। শ্লথগতির ইঙ্গিতবাহী মিথটি এবার ভাঙতে চলেছে। বিশ্ব কচ্ছপ দিবসে কচ্ছপ দৌড়ের ভিডিও ভাইরাল। কচ্ছপটি নিজস্ব ভঙ্গিতে ঢালু জায়গা থেকে নামার সময় 'অনিচ্ছাকৃত' দৌড় দেয়। তা দেখে হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটুজল। হুহু করে ঢুকছে ম্যানহোলে। খালি গায়ে এক তরুণ সেই ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে এলেন। ওপরে উঠে গরিলার মতো দুই হাত দিয়ে বুক চাপড়াচ্ছেন। 'অ্যাকোয়াম্যান'-এর সেই ভিডিওয় এখন ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

লেখাবাড়ির গল্প

রায়গঞ্জে লেখাবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে। এখনকার অনেকেই জানেন না। তবে পুরোনোদের অনেকেরই কিন্তু জানা আছে। জায়গাটির প্রকৃত নাম 'সুহাসিনী উদ্যান'। একটা সময়ে এখানে উত্তর দিনাজপুর তো বটেই, জেলার বাইরে থেকে এমনকি কলকাতা থেকেও কবি-সাহিত্যিকরা এখানে এসে সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রখ্যাত কবি অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় এই জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন 'লেখাবাড়ি'। আজও মাঝে মাঝে এখানে বসে সাহিত্যের আসর। যার নামে এই উদ্যান তিনি সুহাসিনী দেবী। নাটক-সংগীতের সঙ্গে যুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামীর স্ত্রী ছিলেন সুহাসিনী। সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি। তিনি মেধাবী ছাত্রদের নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা শেখাতেন। আজ যে জমিতে নিম্নবিত্ত মানুষেরা সুহাসিনীপল্লি গড়েছেন সেই জমিও সুহাসিনীর সম্পত্তি। আর তাঁর নামেই আজ সুহাসিনী উদ্যান। উদ্যানে রয়েছে মন্দির আর এক পাশে রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরের জন্য একটি ঘর। তবে সুহাসিনী উদ্যান কেমন যেন অবহেলার শিকার। উত্তরপুরুষ কমলেশ গোস্বামীও এখন বয়সভারে ন্যুব্জ। উদ্যানে নেই সেই আগের জৌলুস। তবে একদিন সুদিন ঠিকই ফিরবে বলে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন।

তবুও উজ্জ্বল।। *সুহাসিনী উদ্যানে সংস্কৃতিচর্চা।*

-সুকুমার বাড়ই

নদী বাঁচাতে

স্বপ্ন।। *নদী নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজে অনুষ্ঠান।*

উত্তরবঙ্গের বুকে অজস্র নদী। কিন্তু সেই সমস্ত নদীর প্রাণ যে দিনকে দিন বিপন্ন হয়ে চলেছে সেই খবর আমরা ক'জনেই বা রাখি। বাড়ির সামনে নদীটার সামনে গিয়ে ক'জনেই বা দু'দণ্ড বসি! তাই নদীকে বাঁচাতে সম্প্রতি শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নজরে ছিল মূলত মহানন্দা ও তিস্তা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশচিন্তক তথা এই কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রাক্তনী তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সোহেল ফেরদৌস, প্রাক্তন কৃষি আবহাওয়াবিদ ডঃ স্বদেশ মিশ্র। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুহিন তুলে ধরেন মহানন্দার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ চিত্র। তুহিনের প্রস্তাব শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগে রিভার ক্লাব গঠিত হোক। প্রাথমিকভাবে তাতে সায় দেন আয়োজকদের অন্যতম ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিমা ডোমা লামা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডঃ তরুণ দাস। অন্যদিকে, সোহেল তাঁর বক্তব্যে তিস্তার বিপর্যয়ের কারণ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন প্রণব বিশ্বাস, জাতিস্মর ভারতী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিজন ঘোষ প্রমুখ।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তুমি সৎ, তাতে আমার কী লাভ হবে

দুর্নীতিহীন মতাদর্শ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নেতার অভাব সর্বত্র। মানুষের মূল্যবোধ ও ভাবনা বদলে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।

সুমন্ত বাগচী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি সাম্প্রতিককালের দুটি চলচ্চিত্র "ডার্কেস্ট আওয়ার" এবং "ডাঙ্কারক" দেখলে সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্ব মুগ্ধ করে। সারা পৃথিবী যখন হিটলারের সামনে কাঁপছে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, চার লক্ষের বেশি মিত্রবাহিনীর সৈন্যকে ফ্রান্সের সমুদ্রসৈকত ডানকার্কে হিটলারের বাহিনী ঘিরে ফেলেছে, সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি যেভাবে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করলেন, তা এককথায় অতুলনীয়।

মতাদর্শের পাশাপাশি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন এরকম অনেকেই। আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক বা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটো অথবা আমাদের ঘরের কাছে আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি লি কুয়ান ইউকে, বামপন্থী রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোকে এই তালিকায় রাখা যায়।

কয়েকদিন আগে মারা গেলেন উরুগুয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জোস আলবার্তো মুজিকা। যিনি মানুষের কাছে "পেপে" নামেই পরিচিত। নিজের মাইনের মাত্র দশ শতাংশ গ্রহণ করতেন, থাকতেন একটি ছোট্ট বাড়িতে। চালাতেন একটা পুরোনো গাড়ি। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৫-এই সময়কালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে উরুগুয়ের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিতে সদর্থক পরিবর্তন এনেছেন। রাষ্ট্রনায়ক না হলেও এই তালিকায় অবশ্যই থাকবেন গান্ধিজি এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ।

এবার আমাদের রাজ্যের কথায় আসি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরোধী আন্দোলন দানা না বাঁধার সবচেয়ে বড় কারণ নেতার অভাব। রাজ্যজুড়ে চরম অরাজকতা ও দুর্নীতির আবহে ইস্যুর কোনও অভাব নেই। ২০১২ সালের সারদা থেকে আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে নজিরবিহীন দুর্নীতি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আন্দোলন হলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন অনেক আশার সঞ্চার করেও হারিয়ে গেল।

যৌবনে যাঁরা অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। নতুন প্রজন্মের কিছু আদর্শবান, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বামপন্থী দলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা এখনও সেভাবে দাগ কাটতে পারছেন না।

আসলে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের এক বিরাট পরিবর্তন নিঃশব্দে ঘটে গেছে। আগে মানুষ নেতার মধ্যে সততা, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠা খুঁজত। কিন্তু আজকে বেশিরভাগ মানুষ বোধহয় নেতাদের কাছে এই গুণগুলো আশা করে না। না হলে একদল থেকে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া নেতা আগের চেয়ে বেশি ব্যবধানে জেতে কী করে? মানুষই তো ভোট দিচ্ছে।

মানুষের মনোভাব যেন অনেকটা এইরকম- তুমি সৎ তো আমার কী লাভ? তুমি আমাকে কী দিচ্ছ? ও অসৎ তাতে কী? ও যে সুবিধা দেয়, তা আর কে দেয়? আগে আমার অস্তিত্ব। অস্তিত্ব থাকলেই তো সৎ-অসৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে।

রাত যত গাঢ় হয়, তত নাকি ভোরের আলো ফোটার সময় আসন্ন হয়। জানি না রাত আরও গাঢ় হবে কি না।

স্যামুয়েল বেকেটের লেখা নাটক "ওয়েটিং ফর গোদো"-য় দুই চরিত্র ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রোগনের মতো অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। গোদোর মতো কবে সত্যিকারের নেতা আসবেন? এই অবস্থার অবসান হবে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। চৈত্র মাসের অন্য নাম ৩। লম্বা সোনার মাদুলির সঙ্গে পরিধেয় হাতের গয়নাবিশেষ ৫। হিন্দুদের শ্রাদ্ধে ষোড়শদান ৭। গোরু সহ গৃহপালিত অন্য প্রাণী ৯। মুসলমান শাসনকালে নগরের বিশিষ্ট কর্মচারী ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। মুখ, বদন, বর্ণনা, বিবরণ ১৫। সময় ও দুঃসময়, শুভ ও অশুভ সময়, উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সময়।

উপর-নীচ : ১। ইতিহাসে প্রাচীন ও আধুনিককালের মধ্যবর্তী সময় ২। কেনাকাটা, পণ্যদ্রব্য ৩। নাচগান ইত্যাদির আসর ৪। নূপুর ৬। হলুদ বর্ণের মৌলিক পদার্থবিশেষ ৮। বোয়ালজাতীয় মাছবিশেষ, বোয়াল মাছ ১০। বাল্য, শৈশব ১১। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ১২। গাভিদানরূপ পূণ্যকর্ম ১৩। ক্ষুদ্রলতা, লতা।

সমাধান ■ ৪১৪৭

পাশাপাশি : ১। ভণিতা ৩। লোপ ৫। লেশ ৬। সঘর ৮। টক্কর ১০। শরম ১২। শিকস্ত ১৪। ভাস ১৫। ভরি ১৬। নন্দন।

উপর-নীচ : ১। ভজকট ২। তালেবর ৪। পরিঘ ৭। রব ৯। রশি ১০। শরাসন ১১। ময়দান ১৩। কলভ।

বিন্দুবিসর্গ

নিম্নচাপ

শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গে হালকা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংবর্ধনা

কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দেহরক্ষী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি ফিরলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল কলকাতা পুলিশ।

ধৃত সিভিক

কসবায় পুলিশের ইউনিফর্ম চুরি করে তোলাবাজির অভিযোগে সিভিক ভলান্টিয়ার নীরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে। তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত সিভিক প্রগতি ময়দান থানার তত্ত্বাবধানেই কাজ করেন।

ডেপুটেশন

বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় নদিয়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয়ে টেট উত্তীর্ণরা নিজেদের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন।

অনিশ্চয়তা চাকরিহারাদের

ধর্নার স্থান বদলের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ মে : বিকাশ ভবন নয়, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অবস্থানের জায়গা পরিবর্তনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেন্ট্রাল পার্কের সামনে কর্মসূচির অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। চাকরিহারাদের উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আপনাদের প্রতি আদালতের সহমর্মিতা রয়েছে। আপনারা ১৫-১৬ দিন ধরে কর্মসূচি করেছেন। শুধু জায়গাটা পরিবর্তন করুন। সবার অধিকার রয়েছে কর্মসূচি করার। সাধারণ মানুষের জন্য আমার চিন্তা। তাদের অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা নিজেরাও জানেন না, কবে কর্মসূচি শেষ হবে। আদালতকে তো স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিকাশ ভবনের বিপরীত দিকে সেন্ট্রাল পার্কে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে ২০০ জন করে অবস্থান করা যাবে। পুরসভা জল ও বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করবে। ১০ জন সদস্যের নাম পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে পুলিশ। রাজ্য মানবিক দিক থেকে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দেবে। আদালতের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদও শোকজ নোটিশ দিয়েছে চাকরিহারাদের। সেক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পর্ষদ। তবে এদিনই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে উঠবে না বলে জানিয়েছে 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। তাদের বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, তারা রাতে আলোচনা করে শনিবার জানাবে।

এদিন আন্দোলনকারীদের তরফে শিক্ষকরা আদালতে হাজির হয়ে জানান, 'আমরা কারোর অসুবিধা তৈরি করিনি। চাকরি হারিয়ে আজ পথে।' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিদিন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। বহিরাগতরা যাচ্ছেন। হুলিগানিজম চলছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।' সেইসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ। বিচারপতি চাকরিহারাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা ওখানে যেটা করছেন এখানে সেটা করবেন না।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এতজন লোক থাকলে আপনাদের পক্ষেও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এদের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। পরবর্তীতে কিছু হলে আপনাদের দায় হবে। আপনারা তো শিক্ষক। আইনশৃঙ্খলায় যাতে অসুবিধা না হয় সেটা দেখুন। আদালতকে যেন বার বার হস্তক্ষেপ করতে না হয়।'

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সমীর কুমার চক্রবর্তী বলেন, 'বিকাশ ভবন ভেঙে দিয়ে যদি চাকরি ফেরানো যেত তাহলে আমরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করতাম। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই আন্দোলনকে হিংসাত্মক না হতে বারণ করেছিলেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অযোগ্যদের রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। যা রাজ্যের বলা দরকার ছিল তা আদালত বলছে।' আদালতের রায় নিয়ে পুলিশকে কটাক্ষ করে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এর আগেও বিকাশ ভবনে আন্দোলন হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই আছে। বিধাননগর পুলিশ আগেই আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে পারত। তাহলে আর এখন আদালতের নির্দেশে তাদের আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা ও পরিষেবা দিতে হত না।'

এসএসসি পরীক্ষায় নিয়মের বদল

কলকাতা, ২৩ মে : পুনর্নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছেই। 'যোগ্য'-দের টানা আন্দোলনের পরও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে এবারের পরীক্ষায় বেশকিছু নিয়মের রদবদল হতে পারে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীরা এবারেও পরীক্ষা দেবেন ওএমআর শিটে। তবে নতুন নিয়ম মেনে ওএমআর-এর সঙ্গে তাঁদের দেওয়া হতে পারে কার্বন পেপারও। পরীক্ষার পর এই কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়া হবে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের প্যানেলের মেয়াদ এক বছর থেকে আরও অতিরিক্ত ৬ মাস বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে এসএসসি। ২০০৯ সালে শিক্ষাকর্মীদের প্যানেলের মেয়াদ অতিরিক্ত ৬ মাস বাড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও ওএমআর শিটের সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ধার্য নম্বর কমিয়ে ইন্টারভিউতে নির্ধারিত নম্বর বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ইন্টারভিউ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে।

ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তাবের খসড়া শিক্ষা দপ্তরে জমা করেছে এসএসসি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নিয়ম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবছে শিক্ষা দপ্তর। তবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা মহলে। অবশ্য পরীক্ষায় রদবদলের সিদ্ধান্ত এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

শিক্ষাকর্মীদের ভাতা বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ২৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেছিলেন। শুক্রবার সেই ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। এদিন চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মীদের জন্য মাসিক ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতার অনুমোদন দেওয়া হল সরকারিভাবে।

এই ভাতা দেওয়ার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টারিম স্কিম, ২০২৫' শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হল নবান্নের তরফে। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই এই ভাতা কার্যকর করা হয়েছে। শিক্ষাকর্মীদের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে আমরা যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার অনুরোধ জানাব সরকারের কাছে।'

আকাশ যখন মেঘলা। কুমোরটুলির গঙ্গার ঘাটে। শুক্রবার। ছবি : আবির চৌধুরী

পূর্ণমকে স্বাগত, রিষড়ায় উৎসব

কলকাতা, ২৩ মে : সীমান্ত পেরিয়ে ৯ দিন হয়েছে দেশে ফিরেছেন পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হুগলির বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। শুক্রবার নিজের বাড়িতে ফিরলেন তিনি। এদিন যেন তাঁর বাড়িতে অকাল দীপাবলি। আগে থেকেই আলোকসজ্জায় সাজিয়ে রাখা হয় পূর্ণমের বাড়ি। বিকাল ৫টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পূর্বা এক্সপ্রেস থেকে নামেন তিনি। আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা। রাজকীয় সজ্জায় তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর রিষড়ার বাড়িতে পৌঁছান পূর্ণম।

হাওড়া স্টেশনে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যানও। জওয়ানকে দেখার জন্য প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছিলেন সাধারণ মানুষও। সাড়ে ৪টের পর ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌঁছায়। পূর্ণমের পরনে ছিল টি-শার্ট ও জিন্স। বাবা-ছেলে মুখোমুখি হতেই তাদের চোখের জল বাঁধ মানেনি।

তাঁকে জাতীয় পতাকা, ফুলের তোড়া ও রজনীগন্ধা-গোলাপ-গাঁদার মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁকে ঘিরে ধরেন একদল মানুষ।

'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দেওয়া হয়। বাড়ি ফেরার মুখে পূর্ণম বলেন, 'আপনাদের প্রার্থনায় ফিরতে পারলাম। এতদিন পর বাবা-মায়ের কাছে আসতে পেরে আমি খুব খুশি।' রিষড়া বাগখাল এলাকায় তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি করা হয় 'ওয়েলকাম' লেখা গেট। সাজানো হয় হুডখোলা একটি গাড়ি। পূর্ণমের গাড়ি হাওড়া থেকে সোজা পৌঁছতেই ব্যান্ডপার্টি নিয়ে র‍্যালি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছানো হয়। তাঁর রিষড়ার বাড়ি আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা ছিল। আনা হয় কেক। পূর্ণমের পছন্দের পদ রাঁধুনি দিয়ে রান্না করানো হয়।

অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী সাউ। তিনি বলেন, 'বহুদিন পর উনি ফিরলেন। ওঁর পছন্দের রান্নাবান্না হয়েছে। লুচি-তরকারি, মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন।' ৯ দিন আগে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন পূর্ণম। কাজে যোগ দিলেও বাড়ি ফেরার অনুমতি পাননি। শেষপর্যন্ত এদিন সেই সুযোগ হল।

ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় আসার প্রবণতা বেশি

অরুণ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মে : গত এক বছরে রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে গিয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার ভোটার। আর ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসেছেন ৩৫ হাজার মানুষ। নির্বাচন কমিশনের এই তথ্য থেকে স্পষ্ট দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা এখনও ভিনরাজ্যের মানুষের কাছে সহজ গন্তব্য। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসা-যাওয়ার এই হিসেব যেহেতু ভোটার সংখ্যার নিরিখে তাই এই সংখ্যাকে পরিযানের (মাইগ্রেশন) প্রকৃত তথ্য বলে দাবি করা যায় না। তবে ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে আসার প্রবণতা যে বেশি তাতে কোনও সন্দেহ নেই কমিশনের।

আধার জালিয়াতির তদন্তে ইডিও বেশ কিছু অভিযোগ পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সম্পর্কে নথি চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশনের কাছে। চাকদা, কল্যাণী– বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকেই মূলত এসেছে অভিযোগগুলি। কমিশনের

রিপোর্টে দাবি নির্বাচন কমিশনের

এক আধিকারিকের মতে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার দায়িত্ব মহকুমা শাসকের। নিয়মানুযায়ী সর্বাধিক ৪ বছরের ভোটার তথ্য মজুত রাখে কমিশন। ফলে কেউ তার আগে ভোটার তালিকায় কী নথি দেখিয়ে নাম নথিভুক্ত করেছেন তা বোঝা সম্ভব নয়। নাগরিকত্বের বিষয়টি যাচাই করার এক্তিয়ারও নেই ইআরও-র। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড ও তাঁর বাবা-মায়ের এদেশে থাকার প্রমাণকেই মান্যতা দেওয়া হয়। ফলে অভিযুক্তদের অবৈধ ভোটার ঘোষণার দাবিতে ইডি, এফআরও-র সাঁড়াশি আক্রমণে ফাঁপরে পড়েছে কমিশন। উত্তর পুর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেও বহু মানুষ উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত ও বসবাস বেড়েছে। রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ, বসিরহাট থেকে শুরু করে নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে অনুপ্রবেশের প্রমাণ মিললেও, সংখ্যার বিচারে তা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু এদের অনেকে এরাজ্যে বসবাস করলেও রাজ্যের ভোটার নন। আবার ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসে বিধিবদ্ধভাবে ভোটার হয়েছেন সে সংখ্যাটাও কম নয়। তবে যেহেতু, তিনি নিজে ভোট কেন্দ্র বদলের আবেদন না করলে বা তাঁর বিরুদ্ধে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাসের অভিযোগ না করলে কমিশন নিজে থেকে কিছু করতে পারে না, তাই সব দিক খতিয়ে না দেখে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কঠিন।

গুণমানে ফেল ১৯৮টি

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৩ মে : নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর দিয়ে ২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে বলল রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের সমস্ত খুচরো ও পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাকে এই ওষুধ বিক্রি বন্ধ করে সেগুলি ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওষুধগুলির মধ্যে ২৪টি নিম্ন মানের ও একটি ভেজাল বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল। এরই মধ্যে দেশজুড়ে ১৯৮টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি বলেই তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে পরীক্ষিত ৩৩টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

রাজ্যে নিষিদ্ধ ওষুধগুলির মধ্যে রিঙ্গার ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম, অ্যান্টিবায়োটিক যেমন রয়েছে তেমনই মধুমেহ বা কোলেস্টেরলের ওষুধও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই দেশজুড়ে গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট, ইনজেকশন, ক্যাপসুল ফেল করেছে। একাধিক ইনজেকশনের ভায়ালে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মিলেছে। নামী সংস্থার ব্র্যান্ডের নাম নকল করে অনেক ওষুধ তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব। তখনই ১৯৮টি ওষুধকে

'নন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সিডিএসসিও প্রতি মাসে বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে। কোন ব্যাচের ওষুধ, ওষুধের নির্দিষ্ট মানদণ্ড খতিয়ে দেখার পর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। প্রতি মাসে তালিকাও প্রকাশ করা হয়। তালিকায় থাকা ওষুধের নমুনার মধ্যে ৬০টি কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগারে ও ১৩৮টি রাজ্য ওষুধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

প্রকল্পের নিয়মিত 'ফলোআপ' চান মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ মে : উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের শুরু থেকেই সেগুলির নিয়মিত 'ফলো আপ' চান মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে ওই রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দিতে হবে নিয়মিতভাবে। আর এই কাজে বিশেষভাবে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের হাতেই। সদ্য উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বিভিন্ন জেলায় মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ নয়া প্রকল্পের শিলান্যাস পর্ব সেরেছেন। পরে উত্তরকন্যায় জেলাগুলি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন।

তার ফাঁকে মুখ্যসচিব সহ একাধিক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'ফলো আপ'-এর ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে শুক্রবার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। উত্তরবঙ্গের পরিচিত এক মন্ত্রীও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের কথা এড়িয়ে যাননি। তাঁর মন্তব্য, ঢাক ঢোল পিটিয়ে শুধু প্রকল্প হাতে নিলেই তো হবে না, কাজ শুরু করতে হবে সময়মতো। শেষও করতে হবে নির্দিষ্ট সময়মতো।

প্রশাসনিক মহলের ধারণা, সামনের বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে সরকার চায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ ও তার সর্বশেষ খতিয়ানের একটা রিপোর্ট হাতে রাখতে। যা ভোট প্রচারে কাজে লাগে। এবারও ভোট প্রচারে উত্তরবঙ্গের প্রতি এখন থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার প্রাথমিক প্রস্তুতি তিনি এবার উত্তরবঙ্গ দিয়েই শুরু করে দিলেন। বৈঠক করলেন, কথা বললেন দলের স্থানীয় মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে। প্রশাসনিক বৈঠকেও কথা বলেছেন সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য উন্নয়নমূলক যেসব প্রকল্পের মুখ্যমন্ত্রী সদ্য শিলান্যাস করেছেন, সেগুলিতে এখনই জোর দিতে চলেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শুরু করা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সর্বশেষ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো যথাস্থানে পাঠানোর বিষয়টিতে জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা। উত্তরবঙ্গের এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'এই ফলো আপটাই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও অসুবিধা হলে বা মাঝপথে অর্থের প্রয়োজন হলে সেই ব্যাপারে মুখ্যসচিবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রায় বাধ্যতামূলক বলেই দপ্তরের মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে।'

মহিলা রাজ্যপাল নিয়োগের জল্পনা

কলকাতা, ২৩ মে : সম্প্রতি বাইপাস সার্জারি করে রাজভবনে ফিরেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সংক্রমণের আশঙ্কায় বাইরে বেরোচ্ছেন না তিনি। কিন্তু তিনি না বেরোলেও রাজভবনের দেওয়াল টপকে বাইরে আসছে নানা জল্পনা। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যপাল বোসকে সরিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নয়া রাজ্যপাল বসাতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টক্কর দিতে রাজ্যপাল হিসেবে একজন কড়া মহিলা প্রশাসককে বসাতে চাইছে অমিত শা'র মন্ত্রক। দীর্ঘদিন থেকে নানাজনকে নিয়ে আলোচনা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি মন্ত্রক।

এর আগে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জগদীপ ধনকরকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেছিল কেন্দ্র। তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে প্রচুর আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিধানসভায় পাশ হওয়া বহু বিলই তাঁর কাছে পড়ে থেকে আইনের চেহারা নিতে পারেনি। তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত লেগে থেকেছে শেষদিন পর্যন্ত। এবার মহিলার পাশাপাশি আইনজ্ঞ রাজ্যপালই পাঠাতে চাইছে কেন্দ্র। এই ব্যাপারে বাতাসে ভাসছে সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি বেলা মাধুর্য ত্রিবেদীর নাম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে, শাসক শিবিরকে আইনের মারপ্যাঁচে টক্কর দেওয়ার জন্য তাঁকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করতে। তবে রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে চূড়ান্ত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এখনও এরকম কোনও বৈঠকের আভাস মেলেনি।

সংবাদমাধ্যমে বিধিনিষেধ আদালতে

কলকাতা, ২৩ মে : বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা হাইকোর্টে প্রবেশে সংবাদমাধ্যমের বাইট সংগ্রহ, সম্প্রচার বা লাইভ করা নিষিদ্ধ করা হল। সম্প্রতি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাইকোর্টের মূল ভবনের বি ও সি গেটের মাঝে বা সেন্টেনারি ভবনের সামনে কেউ কোনওরকম সাক্ষাৎকার বা বক্তব্য রাখতে পারবে না। সমাজমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া বক্তব্য রাখা যাবে না।

২০১৮ সালে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের জন্য প্রেস কর্নার হিসেবে একটি ঘর বরাদ্দ করে।

বিজ্ঞপ্তি জারি

গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মূলত বি গেট লাগোয়া বারান্দায়। তবে প্রেস কর্নারকে একটি চিঠি পাঠিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে, শুধু ওই বারান্দা নয়, সমগ্র হাইকোর্টে চত্বরে বাইট নেওয়া, লাইভ সম্প্রচার বা সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না।

তবে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, হাইকোর্টে গাড়ি পার্কিং সমস্যার সমাধান এত বছরেও হয়নি। হেরিটেজ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বৃষ্টিতে ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর ও সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে জল জমে থাকে। আইআইটি খড়্গপুর ও আইআইটি রুরকির বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, মামলার ভারী ভারী নথি ও আসবাবের চাপে ভবনের একাংশ বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ঘরের চাঙড় ও দেওয়ালের অংশ খসে পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমকে এই চত্বর থেকে দূরে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখন অনেকে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যা তা বলছেন। আইনজীবীরাই বেশি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।' সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে আবেদন জানাক।' সূত্রের খবর, হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষ হলে সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করা হবে।

কুমোরটুলিতে অকাল শরৎ, বিদেশ পাড়ি উমার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মে : খড়, কাঠ, বাঁশ ও সুতলির বন্ধনে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার কাঠামোর ওপর চলছে মাটি লেপার কাজ। আবার কোথাও মূর্তির ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়ার অপেক্ষা। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও চার মাস বাকি। তবে কুমোরটুলিতে যেন অকাল শরৎ। মৃৎশিল্পীদের প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতিপর্ব এখন তুঙ্গে। অন্য বছর রথযাত্রা থেকে শুরু হয় বায়না পাওয়া। এবছর দুর্গাপুজো এগিয়ে আসায় আগে থেকেই বায়না পেয়েছেন শিল্পীরা। অনেকে আবার বর্ষার আগেই বিদেশ থেকে আসা বায়নার প্রতিমাকে বাক্সবন্দি করে জাহাজে তোলার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে প্লাস্টিকের ছাউনির নীচে বসে ছাঁচের মুখে নকশা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী বিশ্বনাথ পাল। বললেন, 'ডেনমার্কের একটি মিউজিয়ামে প্রতিমা চলে গিয়েছে। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে বরাত পাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' প্যারিস, নেদারল্যান্ড, আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে শিল্পী প্রশান্ত পালের তৈরি প্রতিমা। বললেন, '৫টি মূর্তি ইতিমধ্যেই বিদেশে গিয়েছে। বিদেশে পাঠানোর জন্য ১৫টি মূর্তির কাজ চলছে। এখানেও বরাত পাওয়া ৪০টি প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।' বিদেশে পাঠানোর জন্য গাড়িতে মূর্তি তুলে দিতে দিতেই শিল্পী মিন্টু পাল বলেন, 'পুজো শেষ হবার পরের বছরের জন্য বিদেশ থেকে বরাত এসে যায়। এখনই অনেক প্রতিমা পাঠানো শেষ।'

বিদেশের বরাত পাওয়া মূর্তির কাজই করেন শিল্পী কৌশিক ঘোষ। তাঁর তৈরি প্রতিমা ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছে মস্কোয়। তাঁর মন্তব্য, 'ইতালি, জামানি, কানাডা, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, রাশিয়ায় এখনও ১৫টি প্রতিমা গিয়েছে। পুজোর এক মাস আগে পর্যন্ত প্রতিমা যাবে।' তবে রথের অপেক্ষায় রয়েছেন শিল্পী বিশাল পাল। কিন্তু আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, 'মা আসতে এখনও কিছুদিন বাকি। কিন্তু আমাদের তো প্রস্তুতি সেরে রাখতেই হবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ অন্যান্য রাজ্যেও আমার প্রতিমা যায়। ৪০টি মূর্তি এখন থেকেই তৈরি শুরু করে দিয়েছি। রথযাত্রার সময় থেকে বায়না পাওয়া শুরু হবে। এবছর ব্যবসা ভালো হবে বলেই আশা করছি।' নামকরা থিমের পুজোগুলির বরাত আসা শুরু হয়ে গিয়েছে শিল্পী দীপঙ্কর পালের কাছে। বললেন, 'টালিগঞ্জ, বাগবাজার সর্বজনীনের মতো থিমের পুজোগুলির বরাত পেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।'

বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি দুর্গাপ্রতিমা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

লোকবল কম। শিল্পীরা এখন মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরগুলিতে চলে যাচ্ছেন। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখতে হয় বলে জানালেন কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক বাবু পাল। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে শিল্পীদের উপার্জন কম। তাই পূর্বপুরুষগতভাবে অনেকেই আর একই পেশায় আসেন না। তবে এখানে ১১ মাস কাজই থাকে। এবছর পুজো আগে। পয়লা বৈশাখ থেকে বরাত পাওয়া শুরু হয়েছে। কাজ শুরু হয়ে যায় সরস্বতীপুজোর সময় থেকে। গত বছর ৫৮টি প্রতিমা বিদেশে গিয়েছিল। এবছর এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকেই প্রায় ১০০টি প্রতিমার বায়না রয়েছে। তবে সংখ্যাটা আরও বাড়বে আশা করছি।'

এড়াতে গরম বেড়াতে মন

ছুটি এবং ছুটি। গরমের ছুটি। বাচ্চাদের স্কুলে। বড়রাও চাঁদিফাটা গরম এড়াতে ইতিউতি প্ল্যান করে ফেলেন এই সময়। গরম ছেড়ে আরামে যেতে কার না মন চায়! তবে এই গর্মি-সময়ে বেড়াতে গিয়ে সতর্ক কিন্তু থাকতেই হবে। বিশেষ করে মন ভালো করার জন্য ট্যুরে গিয়ে যদি শরীরটা খারাপ করে বসেন, তাহলে বেড়ানোর আনন্দ ষোলোআনা মাটি। কোন কোন বিষয় মাথায় রাখবেন, জেনে নিন চটপট।

সফট ড্রিংক নয়

সারাদিন ধরে নিয়মিত জল পান করুন, তাতে আপনার তৃষ্ণার মাত্রা যাই হোক না কেন। ঠান্ডা জলের একটি বোতল সঙ্গে রাখুন এবং সুযোগ পেলেই তা রিফিল করুন। খনিজ পদার্থের মাত্রা বজায় রাখার জন্য লবণ এবং চিনির ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়, ডাবের জল অথবা লেবুর শরবতও খেতে পারেন। এছাড়াও সফট ড্রিংক এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলো আমাদের সতেজ করে তোলার চাইতে শুষ্ক করে তোলে।

গরমের পোশাক

গরমের সময় আপনার পোশাক স্টাইলের জন্য নয়; এটি একটি বেঁচে থাকার কৌশল। সুতি বা লিনেন জাতীয় ঢিলেঢালা, হালকা কাপড় পরুন। হালকা রঙের পোশাক পরুন যা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। স্কার্ফ, ক্যাপ বা টুপি আপনার মাথা এবং ঘাড়কে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে একটি ছাতা সঙ্গে রাখুন। এমন সিন্থেটিক কাপড় এড়িয়ে চলুন যা তাপ শোষণ করে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।

পাবেন কীভাবে

তীব্র গরমে বেড়ানোর সময় ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এ সমস্যা যে কারোরই হতে পারে। এই সমস্যা আপনার বেড়ানোর আনন্দকে মাটি করে দিতে পারে। রাস্তার ফুচকা, স্ট্রিট ফুড কিংবা বিদেশের কোনও রেস্তোরাঁ—যেখানেই কিছু খান না কেন, অসাবধানতার কারণে ফুড পয়জনিংয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সমস্যা যখন আছে, সমাধানও নিশ্চয় আছে। বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেকে ফুড পয়জনিংয়ের হাত থেকে নিস্তার দিতে পারেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

১. বেশি করে জল খান

বেড়াতে গিয়ে ফুড পয়জনিংয়ের শিকার হলে বেশি বেশি জল খেয়ে শরীরকে আর্দ্র রাখুন। শরীরের ইলেকট্রোলাইটের চাহিদা পূরণ করুন। জল খেতে গিয়ে যদি বমি আসে, তাহলে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে জল খেতে পারেন।

২. খেতে হবে নরম খাবার

ফুড পয়জনিং হলে নরম খাবার খেতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খেতে যাবেন না। সম্ভব হলে কাঁচকলা ভর্তা দিয়ে ভাত খান। পারলে 'ব্রাট ডায়েট' অনুসরণ করে দেখতে পারেন। ব্রাট ডায়েট হল কলা, ভাত, আপেলের সস ও টোস্ট—এই চার ধরনের খাবার নিয়ে করা একধরনের ডায়েট। ডায়রিয়া হলে সাধারণত এই ধরনের ডায়েটে সুফল মেলে। নরম খাবারের সঙ্গে সঙ্গে লবণযুক্ত বিস্কুট (সল্টেজ বিস্কুট) খেতে পারেন। তবে, যা-ই খান, তা হতে হবে পরিমিত।

৩. ঘরোয়া প্রতিকার

খাদ্যের বিষক্রিয়ার সময় ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করাই মূল লক্ষ্য। তাই এই সময় আদা চা, দই বা প্রোবায়োটিক ক্যাপসুল খাওয়া জরুরি ও উপকারী। কারণ এগুলো শরীরে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।

৪. যা খাবেন না

কিছু কিছু খাবার ফুড পয়জনিংকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। তাই এই জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। তাই অ্যালকোহল, ক্যাফেইন বা সোডা জাতীয় পানীয় যেমন এনার্জি ড্রিংকস, কফির মতো পানীয়গুলি এড়িয়ে চলা উচিত। উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার যেমন অ্যাভোকাডো, ব্রকলি, মটরশুটি, পুরো শস্য, বাদামি চাল ইত্যাদি। এছাড়াও অতিরিক্ত ঝাল বা অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার ফুড পয়জনিং-এর সময় পেটে জ্বালার মতো অনুভব তৈরি করে। তাই এসব খাবার না খাওয়াই ভালো। এসময় পনির এবং আইসক্রিমের মতো দুধ থেকে তৈরি খাবারও এড়িয়ে চলুন।

৬. লক্ষণ পর্যবেক্ষণ

সংক্রমণের উৎসের ওপর ভিত্তি করে ফুড পয়জনিংয়ের লক্ষণ হতে পারে নানা রকম। ফুড পয়জনিং হলে সাধারণত তলপেটের মাংসপেশিতে ব্যথা করে। বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, ডায়রিয়া, দুর্বলতা, জ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য—এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি আরও কিছু লক্ষণও দেখা যায়। লক্ষণগুলি ঠিক কী কী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর মাত্রা কী রকম, সেদিকে ভালো করে খেয়াল রাখুন।

বিশ্রাম জরুরি

গরমে বেড়াতে গিয়ে কম খাওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কারণে শরীর খারাপ হলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হাঁটাচলা করবেন না। ফুড পয়জনিং হলে দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় টয়লেটেই কেটে যায়। তাই টয়লেটের বাইরে থাকার সময়টা যতটা পারা যায় বিছানায় থেকে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করুন। আর শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে কিনা, সে বিষয়েও খেয়াল রাখুন।

পিক হিট এড়িয়ে চলুন

সূর্যের রশ্মি সবচেয়ে বেশি থাকলে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। যখন সম্ভব হয়, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কাজ, এমনকী বেড়ানোর সময়ও বদলে ফেলুন। যখন রোদ ও গরম কমে আসবে, সেই সময় কাজ রাখুন।

সানস্ক্রিন

দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকা কেবল হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিই ডেকে আনে না; এটি আপনার ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। একটি ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন (এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি) ব্যবহার করুন, এবং প্রতি কয়েক ঘণ্টা পরপর পুনরায় লাগাতে ভুলবেন না।

ঠান্ডা থাকার ফান্ডা

গরমে রোমকূপের মুখ খুলে যায়, ফলে ঘাম হয় বেশি। তাই, বাইরে বের হলে যতটা সম্ভব সুরক্ষা নিয়েই বের হতে হবে। ত্বক ঠান্ডা রাখার জন্য বেশি বেশি জল পান করতে হবে। পরতে হবে ঢিলেঢালা পোশাক। ত্বক ঠান্ডা রাখবে, এমন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে রোদে যাবেন না। যদি যেতেই হয়, ছাতা, রোদচশমা, জলের বোতল, রুমাল, হ্যান্ডফ্যান, সানস্ক্রিনের মতো জিনিসগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করুন।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা

শুষ্ক ত্বক, এ সময় সাধারণ ত্বকের মতো হয়ে যায়। বিষয়টি অবশ্যই ভালো। অনেকে অভিযোগ করেন, ত্বকে বাড়তি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকটা সময় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাকা। আরেকটি হল কম জল পান। কখনও কখনও আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। গরম ভেবে ত্বকে ক্রিম না লাগানো বা যথাযথ যত্ন না নেওয়ার কারণেও সমস্যা দেখা দেয়। শুষ্ক ত্বকে দানা দানা হলে বা চামড়া উঠলে অ্যালোভেরা বা ঠান্ডা গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন।

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বেশি হয় এ সময়। এ ধরনের ত্বকে যেন তেল না জমতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ছবি তোলার আগে ভালোভাবে মুখটা মুছে নেন, ছবিতে যেন তেল চকচকে চেহারা ফুটে না ওঠে। অন্যান্য সময়েও এটা মাথায় রাখতে হবে। সকালটা শুরু করতে পারেন বরফ ব্যবহার দিয়ে। বিষয়টি কষ্টকর হলেও উপকারী। ১০ সেকেন্ড করে ৫-৬ বার চেহারা বরফের বোলে ডুবিয়ে রাখুন।

এই প্রথম সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে কানে

তিনি মিস ওয়ার্ল্ড। তিনি পর্দার রূপ কী রানি। তিনি অভিষেক ঘরনী। একইসঙ্গে 'কানের রানি'। তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। ২০০২ থেকে প্রতিবছর কানের লাল গালিচায় পা পড়ে তাঁর। কিন্তু এই প্রথম শাড়ি-সিঁদুরে তিনি সকলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন।

এ বছর ঐশ্বর্য রাইকে দেখা গেল মনীষ মালহোত্রার নকশা করা সোনালি পাড়ের আইভরি রঙের বেনারসিতে। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা টিস্যু কাপড়ের জমকালো ওড়না। শাড়ির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছিল অনেকখানি। উল্লেখ্য, 'দ্য হিস্ট্রি অব সাউন্ড' সিনেমার প্রিমিয়ারে দেখা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ২০০২ থেকে কানের লাল গালিচায় দেখা গেলেও এই প্রথম সিঁথিতে সিঁদুরসহ দেখা দিলেন তিনি। চুলগুলো দু-পাশে ছড়িয়ে এবং শাড়ির সঙ্গে বেশ মানানসই।

সিঁদুরের ভেতর দিয়ে যেন চলমান বিচ্ছেদের গুঞ্জনে 'ফুলস্টপ' দিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। সেইসঙ্গে, শাড়ি আর ওড়নার সঙ্গে হিরে, সোনা ও রুবি দিয়ে তৈরি নেকলেস লেয়ারিং করে পরেছিলেন তিনি। এই সাজও মনীশ মালহোত্রার জুয়েলারি থেকে তাঁর প্রাপ্তি।

ভক্ত ও সমালোচকেদের অনেকের মতে এটিই কানের গালিচায় ঐশ্বর্যর সর্বকালের সেরা লুক। অনেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন ঐশ্বর্যর এই সাজ দেখে। দেশের গর্বের কথা এভাবে ফ্যাশনের মাধ্যমে তুলে ধরাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বহু দেশপ্রেমী নেটিজেন।

টক দইয়ের অম্বল

যা যা লাগবে

টক দই ২ কাপ, ডুমো ডুমো করে কাটা বেগুন ১ কাপ, সর্ষে অল্প পরিমাণ, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, সর্ষের তেল অল্প।

যেভাবে তৈরি করবেন

ডুমো ডুমো করে কাটা বেগুন ভেজে তুলে রাখুন। দই অল্প জলে ভালোভাবে গুলে নিতে হবে। কোনও রকম দানা দানা ভাব যেন না থাকে। এরপর সর্ষে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজবাটা হালকা করে ভেজে নিতে পারেন। গোলানো দই ঢেলে দিন। লবণ ও চিনি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে নামিয়ে নিন। দই বেশি ফুটতে থাকলে ফেটে গিয়ে ছানা কেটে যাবে। সেদিকে লক্ষ রাখুন। আর এবার গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশনের পালা।

জমির পথে কৃষক। দূরে দেখা যায় প্রেমের তাজ। শুক্রবার।

রাহুলের নিশানায় মোদি-জয়শংকর

বিশেষ অধিবেশনের দাবি মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গরমাগরম বিবৃতির মধ্যেই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।' এর আগে বিশেষ অধিবেশের দাবি তুলেছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিলেন। যদিও তাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দেয়নি।

তৃণমূলনেত্রী এদিন যেভাবে তিনি তাঁর পোস্টে 'অন্য কেউ' শব্দের ওপর জোর দিয়েছেনে তাতে প্রশ্ন উঠেছে, এই 'অন্য কেউ'-টা কে তা নিয়ে। যদিও সেই সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টে কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তবে পর্যবেক্ষকদের একাংশের অনুমান, মমতার ইঙ্গিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকেই। কারণ, ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনিই। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে মোদির রক্ত নয়, সিঁদুর ভাষণের জবাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মোদিজি ফাঁপা ভাষণ দেওয়া বন্ধ করুন। শুধু বলে দিন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আপনি পাকিস্তানের কথায় ভরসা রাখলেন কেন? ট্রাম্পের সামনে মাথানত করে আপনি ভারতের হিতের বলি দিলেন কেন? শুধুমাত্র ক্যামেরার সামনে আপনার রক্ত গরম হয় কেন? আপনি ভারতের সম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেললেন!' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকেও ফের আক্রমণ করেন রায়বেরেলির সাংসদ। তাঁর তোপ, 'পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে রাখা হয়েছে? কেন কোনও দেশ পাকিস্তানের নিন্দায় আমাদের পাশে দাঁড়াল না? ট্রাম্পকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে বলেছিল কে? ভারতের বিদেশনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

> প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

রাহুলের এই আক্রমণের জবাবে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে ভারত ও তার সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল দুর্বল করার অভিযোগ তুলেছে। দলের নেতা গৌরব ভাটিয়া তাঁকে নিশান-ই-পাকিস্তান বলেও তোপ দেগেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘৃণা করতে গিয়ে রাহুল ১৪০ কোটি ভারতীয়কে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন তিনি। এরই মধ্যে জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়েডফুল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন। বার্লিনে শুক্রবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জয়শংকর। তিনি জানিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। ভারতকে পরমাণু হামলার ব্ল্যাকমেল করা যাবে না।'

এদিন কেন্দ্রের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোকে সমর্থন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে বিদেশ সফরে পাঠানো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি আগেও বলেছি, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেকোনো পদক্ষেপে সর্বদা কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।' ভারতের প্রতিনিধিদলগুলির একটি বর্তমানে জাপানে রয়েছে। তার সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি টোকিওর ইয়াসুকুনি মন্দিরে বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল এবং স্বাধীনতাসংগ্রামী রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাসবিহারী বসুর সমাধিস্থলের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসকে অনুরোধও করেছেন তিনি।

নিয়ম মেনে ঋণ, জানাল আইএমএফ

ভারতের নজর এবার এফএটিএফ-বিশ্বব্যাংকে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ঋণ মঞ্জুর করার আগে পাকিস্তানকে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে বলা হয়েছিল। তারা সব শর্ত মেনে পদক্ষেপ করেছে। সেই কারণে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী পর্যবেক্ষক সংস্থা এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে। জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করার কথা বিশ্বব্যাংকের। সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত।

সূত্রটি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনেই ভারতের তরফে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এফএটিএফের ধূসর তালিকায় থাকলে কোনও দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে বেশ কিছুদিনের জন্য এফএটিএফের ধূসর তালিকায় ছিল পাকিস্তান। ওই সময় আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ব্যাংকের মতো সংস্থা পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তান এফএটিএফের ধূসর তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর আর্থিক সংস্থাগুলি ফের তাদের ঋণ দিতে শুরু করেছে। যে ঋণের একাংশ ঘুরপথে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কাছে চলে যাচ্ছে বলে ভারতের অভিযোগ।

একনজরে

- বিশ্বব্যাংক ও এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে
- জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করার কথা বিশ্বব্যাংকের
- সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত
- পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্টায় দিল্লি
- শর্ত মানতে ঋণ পেয়েছে পাকিস্তান দাবি আইএমএফ-এর

সেই কারণে পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্ট চালাচ্ছে দিল্লি।

এদিকে পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে আইএমএফকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তারপরেও আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফে অবস্থান স্পষ্ট করা হল। আইএমএফের কমিউনিকেশনস বিভাগের ডিরেক্টর জুলি কোঝাক বলেন, 'পাকিস্তান যাবতীয় শর্ত পূরণ করেছে বলে আমাদের বোর্ড জানতে পেরেছে। একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কারের পথে হাঁটছে পাক সরকার। সব দিক বিবেচনা করে ওদের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। গত মে-তে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সেইমতো পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।'

দিনকয়েক আগে গুজরাটের ভুজে গিয়ে রাজনাথ সিং পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের অর্থ সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া। ওরা জঙ্গিঘাঁটিগুলি নতুন করে গড়ে তুলতে মাসুদ আজাহারকে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উচিত নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা।' তবে আইএমএফ যে ভারতের যুক্তি মানতে রাজি নয়, তা তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

রুশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে কানিমোঝির দল। মস্কোতে।

ড্রোন হামলায় পথে হল দেরি

মস্কো, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য ও পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বেরিয়ে বড়সড়ো ফাঁড়া এড়াল কেন্দ্রের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার মস্কোয় পৌঁছোয়। কিন্তু কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করার আগেই ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় মস্কোর ডোমোডেডোভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে মাঝ আকাশেই কানিমোঝিদের বিমানটি চক্কর কাটতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ ওই বিমানবন্দরে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকে। পরে অবশ্য ফাঁড়া কেটে যায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে সবুজ সংকেত পেয়ে কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করে। প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। বিমানবন্দর থেকে নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে সাংসদদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চেয়ার অফ দ্য স্টেট ডুমা কমিটি অন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স লিওনিদ স্লাতস্কির সঙ্গে দেখা করে প্রতিনিধিদলটি। কানিমোঝির দলটি রাশিয়ার পাশাপাশি গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া এবং লাটভিয়ায় যাবে।

মুনিরকে কটাক্ষ ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২৩ মে : পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ইতিহাসে আয়ুব খানের পর দ্বিতীয় ফিল্ড মার্শাল হিসেবে পদোন্নতি হয়েছে জেনারেল আসিম মুনিরের। তাঁর এই পদোন্নতিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারকেও বিঁধেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইমরান এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাশা আল্লাহ, জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি, ওঁকে রাজা উপাধি দিলেই বরং বেশি ভালো হত। কারণ, এখন দেশটা জঙ্গলের আইন অনুযায়ী চলছে। আর জঙ্গলে তো একজনই রাজা থাকেন।' ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করে গত মঙ্গলবার শাহবাজ শরিফের সরকার আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে নিয়োগ করে। ইমরান বুঝিয়ে দিয়েছেন, শাহবাজ শরিফ ক্ষমতায় থাকলেও দেশে সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন মুনিরই। পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে তাঁর কোনও গোপন বোঝাপড়া হয়নি বলেও দাবি করেছেন পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্যাপ্টেন। তবে পাকিস্তানের স্বার্থে সেনাবাহিনীকে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন তিনি।

বিধ্বস্ত কাশ্মীর দেখে ফিরলেন ডেরেকরা

তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ ওমরের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাক গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবস্থা খতিয়ে দেখে রীতিমতো ভারাক্রান্ত হৃদয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার অভিযোগও তোলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।'

আরও এক সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'আমরা গভীর শোক ও দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এই অঞ্চলের মানুষের ওপর যে দুর্দশা নেমে এসেছে, তা দেখে হৃদয় ভেঙে যায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি অসহায় এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই নিরীহ মানুষগুলো কেন ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাচ্ছেন না? সীমান্তে বসবাস করলেই কি এভাবে বারবার রক্ত দিতে হবে? জীবন-জীবিকা হারাতে হবে?' সাগরিকার কথায়, 'আমরা ইমতিয়াজ আহমেদের সঙ্গে দেখা করেছি, যিনি গোলার আঘাতে হাত হারিয়েছেন। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন, কিন্তু এখন আর কাজ করার মতো অবস্থায় নেই। তিনটি ছোট সন্তান আছে তাঁর, এখন তিনি কার্যত অসহায়।'

> রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

> বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**

তৃণমূলের পর শনিবার পুঞ্চে যাওয়ার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এদিন সেই সফরের কথা ঘোষণা করেছেন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর মার্কিন সফর কাটছাঁট করে দেশে ফিরে তিনি এর আগে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলায় এক আহতের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও তৃণমূলের প্রতিনিধিদের কাশ্মীরের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।' জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে ওমর বলেছেন, 'ওঁরা এখানে এসে মানুষের কথা শুনছেন এটা অত্যন্ত ইতিবাচক। এই কঠিন সময়ে কেউ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এই অনুভূতিটাই অনেক কিছু।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষের কথা শোনাটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। একেবারে সব সমস্যা মিটে যাবে এমনটা আমি বলছি না। কিন্তু সবার কথা শুনে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি।' শুক্রবার ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মানস ভুঁইয়ারা রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়...

শুক্রবার কাজিরাঙ্গায়।

ঝড়ে বিপন্ন যাত্রী বিমানকে আকাশসীমা ব্যবহারে বাধা পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ভারত-পাকিস্তান শত্রুতার আঁচ লাগল ঝড়ে বিপন্ন দিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী যাত্রীবাহী বিমানেও।

অপারেশন সিঁদুরের জেরে দুই প্রতিবেশীর তিক্ততা ক্রমশ বাড়ছে। সেই কারণে দুই দেশের আকাশসীমা ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার ইন্ডিগোর নয়াদিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী ৬ই-২১৪২ উড়ানটি মাঝ আকাশে তুমুল ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যেত। সেই সময় ওই বিমানে দুই শতাধিক যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাক গোলাবর্ষণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি দেখতে যাওয়া তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলও ছিল। পাঠানকোটের কাছে আকাশপথে বিপদের মুখে বিমানচালক জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন লাহোর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এটিসির কাছে। কিন্তু লাহোর এটিসি তাতে সায় দেয়নি। শেষমেশ ভারতীয় বায়ুসেনা ওই যাত্রীবাহী বিমানের মুশকিল আসান হিসেবে এগিয়ে আসে।

পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ইন্ডিগোর বিমানটিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রীনগর পর্যন্ত কন্ট্রোল ভেক্টরস এবং গ্রাউন্ডস্পিড আপডেট সহ রিয়াল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্স দেয় বায়ুসেনা। বিমানটি যাতে দুর্যোগের মধ্যেই নিরাপদে অবতরণ করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্যও করে বায়ুসেনা। দুর্যোগের কারণে বিমানটির সামনের দিকে (র‍্যাডোম) যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বায়ুসেনার সূত্রটি জানিয়েছে, পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি যে নোটাম অর্থাৎ নোটিশ টু এয়ারমেন (এ০২২০/২৫) জারি করেছিল তাতে ভারতের সমস্ত অসামরিক ও সামরিক বিমানের পাকিস্তানি আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিষয়টি শ্রীনগরগামী যাত্রীবাহী বিমানকে জানিয়ে দেয় বায়ুসেনার নর্দার্ন এরিয়া কন্ট্রোল। সেই সঙ্গে দিল্লি এরিয়া কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তারা।

তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি দেখে যাতে লাহোর এটিসি ওই বিমানটিকে আকাশসীমা ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় সেজন্য তাদের কন্ট্রোল ফ্রিকোয়েন্সিও দেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে বায়ুসেনার সাহায্যে শেষমেশ বড়সড়ো বিপদ এড়াতে সক্ষম হয় ওই উড়ানটি।

অ্যাপলকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : আমেরিকায় যে আইফোন বিক্রি করা হবে, তা আমেরিকাতেই বানাতে হবে। ভারত বা অন্য কোনও দেশে বানালে চলবে না। অন্য দেশে তৈরি আইফোন আমেরিকায় বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। ফের অ্যাপলকে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার ট্রাম্প জানান, তিনি অ্যাপলের কর্ণধার টিম কুককে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তিনি আমেরিকায় আইফোন বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই আইফোন আমেরিকাতেই তৈরি করতে হবে।

সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভারতে আর অ্যাপলের জিনিস তৈরি না করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন অ্যাপল কর্ণধার কুককে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি কুককে বলেছিলেন, 'আমি শুনছি আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করছেন। আমি চাই না আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করুন...। আমি টিমকে বলেছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছি। বছরের পর বছর ধরে আপনারা চিনে যে উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করেছেন, তা আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আপনারা ভারতে যে কারখানা তৈরি করছেন, তা আমাদের পছন্দ নয়। ভারত নিজেই নিজেদের খেয়াল রাখতে পারে এবং তারা বেশ ভালো ভাবেই চলছে।'

যদিও সূত্রের খবর, ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে অ্যাপলের আগে যা পরিকল্পনা ছিল, তা-ই রয়েছে। অ্যাপলের জিনিস তৈরির জন্য অন্যতম বড় উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে ভারতকেই পছন্দ করে এই আমেরিকান বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা।

অপারেশন সিঁদুরে সাহসিকতার স্বীকৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : শুক্রবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত বিএসএফ ইনভেস্টিচার সেরিমনিতে বাহিনীর ২৬ জন সদস্যকে পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ৪ জন পেলেন পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি, ২২ জন মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক।

অনুষ্ঠানে ডিজি বিএসএফ দলজিৎ সিং চৌধুরী অপারেশন 'সিঁদুর'-এ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কৃতিত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, পহলগাম হামলার পর বিএসএফ পশ্চিম সীমান্তে একাধিক ড্রোন হামলা রুখে দেয় এবং পাক সেনা ও রেঞ্জার্সের গোলা-গুলির জবাব দেয়। এতে এক বিএসএফ ও এক সেনা জওয়ান শহিদ হন, আহত হন সাতজন। ডিজি বিএসএফ জাতীয় নেতৃত্ব ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানান অপারেশন সিঁদুরে বিএসএফ-এর অবদানের স্বীকৃতির জন্য। তিনি আরও বলেন, ছত্তিশগড় ও ওডিশায় মাওবাদী দমনে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফ যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে তা প্রশংসনীয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'বিএসএফ সীমান্তে থাকলে দেশবাসী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।' তিনি আরও বলেন, 'সীমান্ত রক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিএসএফ-এর কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ব পালনের ধরন নিয়ে গবেষণা করলেই বোঝা যাবে কীভাবে বিশ্বের অন্যতম কঠিন সীমান্তে দায়িত্ব পালন করে বিএসএফ আজ বিশ্বের সেরা সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।' এই অনুষ্ঠানটি বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডিজি পদ্মবিভূষণ কেএফ রুস্তমজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর 'সৈনিক মনোভাব ও দূরদর্শী নেতৃত্ব'-এর কথা স্মরণ করে ডিজি বিএসএফ বলেন, 'এই গুণাবলির ফলে আজ বিএসএফ দেশের প্রথম সুরক্ষা পংক্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে গ্যালান্ট্রি পদক পান সাব-ইন্সপেক্টর অনুরাগ রঞ্জন, হেড কনস্টেবল আব্দুল হামিদ রাথর, কনস্টেবল অমরজিত সিং এবং কনস্টেবল নবজ্যোত সিং। মেরিটোরিয়াস সার্ভিস (চাকুরিরত) পুরস্কার পান, ড. আশিস কুমার (আইজি), রাজ কুমার নেগি (ডিআইজি), প্রদীপ চন্দ শর্মা (কমান্ড্যান্ট), সন্দীপ কুমার, প্রেম বিশ্বাস, অনিল কুমার, পবন কুমার (২ আইসি), মহিমা নন্দ মামগাইন, চরণজিত সিং প্রমুখ।

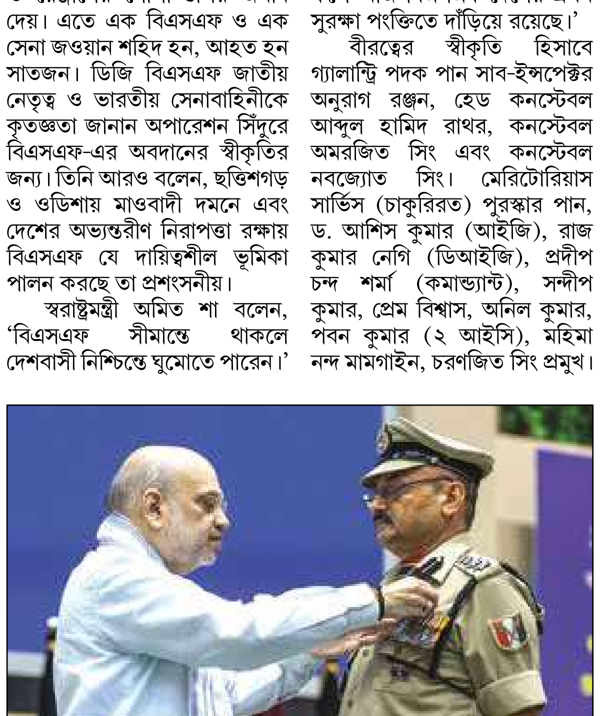

বিএসএফের অনুষ্ঠানে আধিকারিককে পুরস্কৃত করছেন অমিত শা।

জঙ্গি নেতার সুরে ভারতকে হুমকি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি যে হরিহর আত্মা সেটা ফের প্রমাণ করে দিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী। পাকিস্তানের ডিজি-আইএসপিআর (ডিরেক্টর জেনারেল ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস) সেদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ভারতের সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের জবাবে বলেছেন, 'আপনারা যদি আমাদের জল বন্ধ করে দেন তাহলে আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব।' এর আগে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল কুচক্রী তথা লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদও ভারতকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল, 'আপনারা যদি জল বন্ধ করে দেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব আর ওই নদীগুলি দিয়ে রক্ত বইবে।' সিন্ধু দিয়ে হয় জল বইবে নয়তো রক্ত প্রবাহিত হবে বলে ভারতকে তোপ দেগেছিলেন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিও।

পহলগাম হামলার জবাবে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানের বিকানেরে আরও একবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হবে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। অন্য কিছু নিয়ে নয়।' অপারেশন সিঁদুর এবং কূটনৈতিক প্রত্যাঘাতের জেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দু-দিন আগে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর, জল, বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনায় বসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশের ডিজি-আইএসপিআর যেভাবে জঙ্গি নেতার সুরে সুর মিলিয়ে ভারতকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাতে পাকিস্তানের চাল-চরিত্র-চেহারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ঘটনা হল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরীর বাবা সুলতান বসিরুদ্দিন মেহমুদ ছিলেন আলকায়দা সুপ্রিমো ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কাজেই পাকিস্তান যতই নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুক, হাফিজ সঈদ এবং পাক সেনাকর্তার একই সুরে ভারতকে হুমকি দেওয়া থেকে পরিষ্কার, জঙ্গিদের শেখানো বুলিই আওড়াচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

হার্ভার্ডে বিদেশি ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ

ভিসা বাতিল নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে ফাঁপরে ট্রাম্প

শর্ত ছিল হাফ ডজন

- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়ুয়াদের বেআইনি কার্যকলাপের সবরকম নথি, অডিও-ভিডিও ফুটেজ সহ জমা দিতে হবে
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সব তথ্য জমা দিতে হবে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের হুমকির সব তথ্য ও প্রমাণ জমা দিতে হবে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের অধিকারহরণ হয়েছে এমন ঘটনার সবরকম প্রমাণ জমা দিতে হবে
- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সব রেকর্ড জমা দিতে হবে
- হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচির অডিও বা ভিডিও ফুটেজ দিতে হবে

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেল ট্রাম্প প্রশাসনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা। বৃহস্পতিবারের ওই সিদ্ধান্তে প্রায় সাত হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে হয় অন্যত্র স্থানান্তরিত, নয়তো দেশ ছাড়তে হত। শুক্রবার সেই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল বস্টনের ফেডারেল কোর্ট।

হার্ভার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে উচ্চশিক্ষা জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কারণ, এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ডের মতো খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎসে জোর আঘাত আসত।

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে হার্ভার্ডের পরিচালন সমিতির প্রেসিডেন্ট অ্যালান এম গার্বার 'বেআইনি ও অযৌক্তিক পদক্ষেপ' বলেছিলেন। তাঁর মতে, ওই নিষেধাজ্ঞা মার্কিন সংবিধানের পুরোপুরি উলঙ্ঘন এবং এতে দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় হবে।

বিশেষ করে 'ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ' ঘিরে নানা বিতর্কের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তের পর ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য শর্ত দিয়েছিল, বিদেশি ছাত্রদের নির্দিষ্ট তথ্য ও নথি তিনদিনের মধ্যে জমা দিলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হতে পারে। যদিও তার আর দরকার হল না।

এদিকে হার্ভার্ড-ট্রাম্প বিতর্কের আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পুরোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে একটি মার্কিন আদালত। কোনও কারণ ছাড়াই বিদেশি পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার ভিত্তিতে দায়ের হওয়া একটি মামলায় আদালত জানিয়েছে, 'এভাবে ভিসা বাতিল করা যাবে না।' সেইসঙ্গে ট্রাম্পের সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে আটকে দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার ওকল্যান্ডের জেলা আদালতের বিচারক জেফরি এস হোয়াইট একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ভিসা দেখে কোনও বিদেশি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না। তাঁদের গ্রেপ্তার বা স্থানান্তরিতও করা যাবে না। যদি না কোনও ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সেক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের ভিসা বাতিল করারও আইনি অধিকার থাকবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

বৃহস্পতিবার আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর (ডিএইচএস) এক বিবৃতিতে জানায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'আমেরিকাবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদপন্থী বিক্ষোভকারীদের' আশ্রয় দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য তৈরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে কাজ করার অভিযোগও তোলা হয়েছে। ২০২৪ সালে এক চিনা আধাসামরিক গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলেও অভিযোগ। এই কারণে হার্ভার্ডের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন বাতিল করে 'স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম' (এসইভিপি) থেকে তাদের সার্টিফিকেশন বাতিল করা হয়।

হার্ভার্ডে বর্তমানে যে ৬,৮০০ বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন, তাঁদের মধ্যে ৭৮৮ জন ভারতীয়। এঁদের অনেকেই উচ্চতর ডিগ্রি বা ডক্টরাল প্রোগ্রামে রয়েছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপকে 'অবৈধ ও প্রতিহিংসামূলক' বলে আখ্যা দিয়ে মুখপাত্র জেসন নিউটন বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। তবে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ড ও গোটা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর।'

এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টি নোম হার্ভার্ডকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদেশি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য সরবরাহ করতে। হার্ভার্ড তা যথাযথভাবে না করায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। নোম এক চিঠিতে জানান, হার্ভার্ড যদি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভিডিও, অডিও সহ সব নথিপত্র সরবরাহ না করে, তবে তারা বিদেশি শিক্ষার্থী রাখতে পারবে না।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, হার্ভার্ড প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলন এবং সাম্য, মৈত্রী ও বৈচিত্র্যের নীতির বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের নির্দেশ অমান্য করেছে। এরই জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাবদ ২৬০ কোটি ডলার অনুদান কেটে নেওয়া হয়। একইসঙ্গে 'হার্ভার্ডের করমুক্ত সুবিধা বাতিল করা হবে' বলেও জানিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

একটি সরকারি অ্যান্টি-সেমিটিজম টাস্ক ফোর্সের দাবি, হার্ভার্ড ইহুদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থী বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর আরও দাবি করেছে, চিনের বিতর্কিত জিনজিয়াং অঞ্চলের 'প্রোডাকশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোর'-কে হার্ভার্ড প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই সংগঠন নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত। সূত্র হিসাবে ফক্স নিউজ ও কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের সভাপতি টেড মিচেল ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও নীচতা' বলে অভিহিত করে বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হবে।'

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : এসএসসির ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। শুক্রবার একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে তা বহাল রাখা হবে। এক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর আগে 'র‍্যাংক জাম্প' বা মেধাতালিকায় পিছনের দিকে থেকেও যাঁরা প্যানেলের ওপর দিকে থাকা প্রার্থীদের টপকে আগে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের পরীক্ষায় বসার

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আবেদনও খারিজ করে দিয়েছিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। এদিন শীর্ষ আদালত সেই অবস্থানই বজায় রেখেছে।

শুক্রবার নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের যে চাকরিহারা শিক্ষকরা আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁদের যুক্তি ছিল, তাঁরা সাদাখাতা জমা দিয়ে বা প্যানেলের বাইরে থেকে চাকরি পাননি। তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কিছু কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণে তাঁদের দাগিদের তালিকায় ফেলা যায় না। ফের পরীক্ষা হলে তাতে তাঁরা অংশ নিতে চান। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যাতে বেতন পান আবেদনকারীদের তরফে সেই অনুরোধও জানানো হয়েছিল।

আবেদনের বিরোধিতা করেন এসএসসি চাকরি দুর্নীতির মূল মামলার আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমরা। তাঁদের বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে তাঁরা চিহ্নিত অযোগ্যদের মধ্যে পড়ছেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর পরীক্ষায় বসা এবং বেতনের আবেদনটি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ছেদ টানার চেষ্টা!

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল বাংলাদেশের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মে : ভারত-বিরোধিতার রাস্তা থেকে সরতে নারাজ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত জিইয়ে রাখলে যে আখেরে বাংলাদেশের আমজনতার নাভিশ্বাস উঠবে, সেটা বুঝেও নয়া পদক্ষেপ করল টিম ইউনূস। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (জিআরএসই)-কে দেওয়া জাহাজ তৈরির বরাত বাতিল করেছে বাংলাদেশ।

'ওসান গোয়িং টাগ' গোত্রের জাহাজটি তৈরির জন্য ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীন জিআরএসই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। এই ধরনের জাহাজ অন্য বড় জাহাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। টাগ শিপ-এর বরাত জিআরএসইকে দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েকসপ্তাহ বাদেই কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই ভারত-বিরোধিতার পথে হাঁটতে শুরু করে। চিনে গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। বাংলাদেশকে সমুদ্রের অভিভাবক বলে দাবি করেন। আপত্তি জানায় ভারত।

দু'পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। পালটা ভারত থেকে সুতো আমদানিতে কড়াকড়ি করে ঢাকা। এরপর স্থলবন্দরগুলি দিয়ে বাংলাদেশের বস্ত্র ও প্যাকেটজাত খাবার রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের জাহাজ চুক্তি বাতিল। কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের নৌবাহিনী নাকি প্রতিরক্ষামন্ত্রক, কাদের আপত্তিতে এই পদক্ষেপ তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দিল্লির সাউথ ব্লকও এই নিয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে ২১ মে জিআরএসই বরাত বাতিলের কথা ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জকে জানিয়েছিল। সেদিন সংস্থার শেয়ারদর প্রায় ১০ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাজার বন্ধের সময় সেই ঘাটতি প্রায় পুরোটাই পুষিয়ে নিতে পেরেছে কলকাতা ভিত্তিক প্রতিরক্ষা সংস্থাটি।

জিআরএসই-র ওপর চুক্তি বাতিলের প্রভাব না পড়লেও ইউনূস সরকারের সিদ্ধান্ত যে দু-দেশের সম্পর্কে ফের ধাক্কা দিয়েছে, সে ব্যাপারে একমত কূটনৈতিক মহল। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নানাভাবে ভারতের অর্থনীতিকে চাপে ফেলার চেষ্টা করলেও তা কার্যত কোনও কাজে আসেনি। তবে ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল ও পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ির কারণে বাংলাদেশের বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বড় ধাক্কা খেয়েছে। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক নির্মাতা সংগঠন 'বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' ইউনূস সরকারকে চিঠি দিয়ে ভারতের কড়াকড়ি শিথিলের জন্য আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছে।

বণিক সংগঠনের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে,'স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক পণ্য সীমান্তে আটকে গিয়েছে। স্থগিত হয়ে গিয়েছে উৎপাদন। এতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে।... বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ রপ্তানি পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এর মধ্যে অধিকাংশই পোশাক। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে।' শিল্পপতিদের আবেদন, 'ভারতের নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশি পোশাক নির্মাতারা বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ভারত সরকারের কাছে অন্তত তিন মাস সময় চাইতে হবে। তাদের অনুরোধ করতে হবে।'

একনজরে

- টাগ শিপের জন্য জিআরএসই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়
- কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি
- জিআরএসই-র শেয়ারদর প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০ শতাংশ পড়ে গেলেও দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে

গরমে জলের অভাব মেটাতে পুকুর থেকে পানীয় জল তুলছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

দু'দিন বন্ধ আন্দামানের আকাশসীমা

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৩ মে : শুক্রবার ও শনিবার আন্দামান ও নিকোবরের আকাশসীমা দু'দিনের জন্য বন্ধ করা হল। জানা গিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য আকাশসীমা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, ২৩ ও ২৪ মে সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল করতে পারবে না। জানুয়ারিতে দেশে তৈরি ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। এপ্রিলে ২৫০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম একটি নতুন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছিল। এবার নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলদের সংস্থায় টাকা ঢেলেছিলেন নেতারা

ন্যাশনাল হেরাল্ডে নয়া দাবি ইডি'র

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির ফাঁসে শুধু সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি নন, গোটা কংগ্রেস দলটাকেই কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে ইডি। অন্তত আদালতে তাদের ভাবগতিক তেমনই। শুক্রবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ইডি দাবি করেছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের মালিকানাধীন ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেডে অনুদান বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা ঢেলেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আদালতে বলেন, ২০২২ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির নির্দেশে চারজন কংগ্রেস নেতা ৮০ লক্ষ টাকার বেশি অনুদান দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। রেবন্ত তখন অবশ্য তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হননি, সেইসময় তিনি কংগ্রেসের শুধুমাত্র একজন বিধায়ক ছিলেন। ইডির দাবি, কংগ্রেস নেতা জি অনিল কুমার ২০২২ সালের জুনে ২০ লক্ষ টাকা, প্রাক্তন বিধায়ক আলি সাব্বির ২০ লক্ষ টাকা, তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ পি সুদর্শন ১৫ লক্ষ টাকা এবং দলের তৎকালীন কার্যনির্বাহি প্রদেশ সভাপতি ২৫ লক্ষ দিয়েছিলেন ইয়ং ইন্ডিয়ানে।

একইভাবে কংগ্রেস নেতা পবন বনশল কর্ণাটকের নেতা ডিকে শিবকুমার ও ডিকে সুরেশকে আড়াই কোটি টাকারও বেশি অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিকে শিবকুমারের হাতে থাকা ন্যাশনাল এডুকেশন ট্রাস্ট ২ কোটি টাকা দিয়েছিল রাহুলের সংস্থায়। তিনটি কিস্তিতে পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা অমিত ভিজ ৩.৩ কোটি টাকা দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। এক বছরের ভিতর ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ইডি আদালতে দাবি করেছিল, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছিল ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড। অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডই ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রটি প্রকাশ করত।

ট্রাকের মাটি চাপা পড়ে মৃত সবজি বিক্রেতা

লখনউ, ২৩ মে : গাছের নীচে ঘুমোচ্ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা সুনীল কুমার (৪৫)। আচমকাই পেশায় সবজি বিক্রেতা সুনীলের ওপর ট্রাক ভর্তি কাদামাটি ফেলে দেয় পুরসভার একটি গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সবজি বিক্রির পর বাড়ির কাছেই গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। সেটাই কাল হল। তিন সন্তান নিয়ে দিশেহারা অবস্থা সুনীলের স্ত্রীর। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বরেলি পুরসভার ভূমিকা।

পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের সময় পুর আধিকারিকরা তাঁদের হুমকি দেন। সুনীল কেন গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আধিকারিকরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে এলাকার নালা পরিষ্কারের কাজ করছিল পুরসভা। বুলডোজারে কাদা-মাটি তুলে ট্রাকে করে নিয়ে ফেলা হচ্ছিল। সেই কাজের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাছের তলায় কেউ রয়েছেন কি না তা না দেখেই ট্রাক বোঝাই মাটি ফেলে দেন পুরকর্মীরা। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। প্রশাসন জানিয়েছে, যে পুরকর্মীদের গাফিলতিতে ঘটনাটি ঘটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পকসো মামলা দোষীকে সাজা থেকে রেহাই

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক ব্যক্তিকে সাজা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ মেনে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বেনজির রায় দেন। আদালত জানায়, এই মামলার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে 'সম্পূর্ণ ন্যায়' প্রতিষ্ঠা করতেই এমন সিদ্ধান্ত।

নাবালিকা ও তরুণের বেআইনি যৌন সম্পর্কের ঘটনাটি ঘটে যখন অভিযুক্তের বয়স ছিল ২৪ এবং মেয়েটির ১৫। পরবর্তীতে ওই তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং বিয়ে করেন অভিযুক্তকেই। বর্তমানে তাঁরা সুখে সংসার করছেন, একটি সন্তানও রয়েছে ওই দম্পতির।

বিচারপতিরা জানিয়েছেন, যদিও ওই ব্যক্তির 'আইন মোতাবেক' অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তথাপি আদালত তাঁকে কোনও সাজা দিচ্ছে না। কারণ, এই মামলায় যিনি ভুক্তভোগী, তিনি এখন ওই ব্যক্তির স্ত্রী শুধু তা-ই নয়, তিনি ওই ঘটনাকে আদৌ কোনও অপরাধ বলে মনে করেন না। তাঁরা মানসিকভাবেও পরস্পরের প্রতি নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। আদালত জানায়, 'নাবালিকা অবস্থায় মেয়েটি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সমাজ তাকে বিচার করেছে, আইনি ব্যবস্থা তাকে সাহায্য করতে পারেনি। পরিবারও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে তার স্বামীকে বাঁচাতে চাইছে।'

বিচারপতিরা বলেন, 'এই ঘটনা আমাদের আইনি ব্যবস্থার খামতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এই মামলায় আসল সমস্যাটা ছিল এর পরিণতি। মেয়েটিকে পুলিশ এবং আদালতের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে হয়েছে স্রেফ নিজের স্বামীকে বাঁচাতে।'

সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে, যেন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সংক্রান্ত মামলাগুলির দিকে

বিশেষ নজর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রায়ে যৌন শিক্ষা উন্নত করা, পকসো আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাধ্যতামূলকভাবে রিপোর্ট করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

ভুক্তভোগী তরুণীর আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন আছে বুঝে দশম শ্রেণির পরীক্ষার পর যাতে তিনি উপযুক্ত কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ পান বা পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, সেদিকেও নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই মামলাটি প্রথমে ওঠে ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানকার একটি বিতর্কিত রায়ে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। হাইকোর্টে তাঁর ২০ বছরের সাজাও খারিজ হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, কিশোরীদের যৌন আচরণ নিয়ে কিছু 'বিতর্কিত' মন্তব্যও করেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা। রায়ে বলা হয়, একজন কিশোরীকে 'নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে', কেন না এমন পরিস্থিতিতে 'তারই বেশি ক্ষতি হয়।'

এই মন্তব্যগুলি এতটাই বিতর্কিত হয়ে ওঠে যে, সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি হাতে নেয়। ২০২৪ সালের ২০ অগাস্ট সর্বোচ্চ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্তকে। তবে তখনই সাজা ঘোষণা না করে একটি কমিটি গঠন করে ভুক্তভোগী তরুণীর বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে।

সবদিক খতিয়ে দেখার পর আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, অভিযুক্তের বর্তমান পরিবার, ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থা এবং গোটা ঘটনার ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপট বিচার করে, অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা না করেই মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'এই ঘটনাটি আমাদের বিচারব্যবস্থাকে ভাবতে বাধ্য করছে কেবল আইন প্রয়োগ করলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না, প্রাসঙ্গিক বাস্তবতাও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।'

কোর্টের ভর্ৎসনা রাজস্থানকে

কোটায় আত্মহত্যা

> এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?
>
> **জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবন**
> *সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি*

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : রাজস্থানের কোটায় পড়ুয়া-মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। কেন বারবার কোটাতেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে শুক্রবার রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। কোটায় পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়তে থাকায় এদিন রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, 'এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?'

চলতি বছরে কোটায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জন ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন বলে আদালতে জানানো হয়। রাজ্য জানায়, তারা একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে এসব ঘটনা খতিয়ে দেখতে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলার শুনানি করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলায় গত ৪ মে খড়্গপুর আইআইটির এক ছাত্র (২২) আত্মঘাতী হন। ওই ঘটনায় ৮ মে এফআইআর করে পুলিশ। এফআইআর করতে পুলিশের কেন এত দেরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। পুলিশ তদন্তের অজুহাত দিলেও তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি বিচারপতিদের।

বিচারপতিরা বলেন, 'আমরা চাইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনতে পারতাম। তবে এখন তদন্ত চলছে দেখে আমরা আর কিছু বলছি না। তদন্ত যেন দ্রুত ও ঠিক পথে হয়, সেটাই চাইছি।' আরেকটি ঘটনায় এক 'নিট' পরীক্ষার্থিনী কোটায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকা অবস্থায় মারা যান। এই বিষয়ে এফআইআর না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট বলে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করেনি। সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারকে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পড়ুয়া আত্মহত্যা ঠেকাতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

ছন্দোবদ্ধ।। জলপাইগুড়িতে সৃজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান।

উপনিষদের আলোকে

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির সৃজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থা উদযাপন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। তবে চিরাচরিত প্রথায় নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় সুভাষ ভবনের নির্মল বসু মঞ্চে। পত্রিকা গোষ্ঠীর এবারের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের থিম ছিল 'উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ।' কবিগুরুর সৃষ্টিতে, তাঁর বিভিন্ন রচনায় উপনিষদ ও তার ভূমিকা ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য। রবীন্দ্রসংগীতের ওপর উপনিষদের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য মঞ্চস্থ হয় একাধিক সাংস্কৃতিক পরিবেশন। 'আলোকেরই ঝর্ণা ধারায়' গীতিআলেখ্যে দূরদর্শন শিল্পী সুনন্দা চক্রবর্তী উপনিষদের ভাবনায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। তাঁর 'রবীন্দ্র ভাবনায় বিদ্যাসাগর' - এক অনালোচিত, অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনা। ভিন্ন স্বাদের এই মনোজ্ঞ রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার সভাপতি গৌতম সোম ও রবীন্দ্র গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক। সূচনায় রবিবন্দনা নিবেদনে দেখা গেল নতুনত্বের চমক। কোনও উদ্বোধনী সংগীত নয়। আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য রূপারোপ এবং আবৃত্তির শেষে 'ঐ মহামানব আসে' গানে দলীয় নৃত্য প্রদর্শন- এক কথায় ছিল অনবদ্য। শিশুশিল্পীদের পাশাপাশি ছিল একক রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন। দুই শিশুশিল্পী প্রত্যাশা শীল ও আরভী মোদক নৃত্যকলায় সকলকে মুগ্ধ করে। একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রুদ্রাণী সরকার, শ্রেয়সী পোদ্দার এবং সচিতানন্দ ঘোষ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্য আলেখ্য- রবীন্দ্র ভাবনায় দেবী চৌধুরানি- আমি সেই প্রফুল্ল সেই দেবী চৌধুরানি। এক অসাধারণ পরিবেশন। দেবী চৌধুরানির ভূমিকায় নৃত্যে অংশ নেন দেবকন্য চন্দ, প্রফুল্লের ভূমিকায় রূপসা দত্তরায়, ভবানী পাঠকের ভূমিকায় অংশ নেন শিবম ঘোষ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায় ও শুভ্রজিৎ পোদ্দার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নিখুঁত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক।

–সাগরিকা দাশগুপ্ত

অনন্য অভিবাদন

ভিন্ন স্বাদ, আঙ্গিকে হাওয়াইন গিটারিস্ট অফ কোচবিহার কবিগুরুকে স্থানীয় পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার কলা আরাধনা ভবনের ঘরোয়া পরিবেশে বরণ করে নিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগীতশিল্পী সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুশিল্পী শৌনক দাস উদ্বোধনে 'আয় তবে সহচরী'র সুর তোলে গিটারে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে গিটারে রবীন্দ্র সুর বাজিয়েছেন রমা পাল, লীনা দাস, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, পম্পা চাকি, শীলা চক্রবর্তী, রুমা সাহা, সাথী দাশগুপ্ত, শুভাশিস চৌধুরী, প্রতিমা সাহা, সন্দীপা ঈশোর, নিবেদিতা গোস্বামী। যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে মূর্ত হয়ে ওঠেন সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, নীলা চৌধুরী, অজয় ধর, সঞ্চিতা চক্রবর্তী, গোপা দত্ত, সীমা মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। আবৃত্তি, কবিতা পাঠে মুগ্ধ করেন রুমা রায়, শিউলি চক্রবর্তী, নির্মল দে প্রমুখ। তালবাদ্যে, সহযোগী বেহালায় ছিলেন অনিলাভ পাল, কালীপদ সূত্রধর, রতন সাহা প্রমুখ। পরিমিত সঞ্চালনায় যথাযথ ছিলেন গৌতমী ভট্টাচার্য। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

ছিল কুইজও

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করল মেটেলি নিবেদিতা সংগীতালয়। এদিন মেটেলি বাজারের সংগীতালয়ের অফিসে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করা হয়। কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য এবং আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। সংগীতালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। তাতে দারুণ সাড়া পড়ে। *–রহিদুল ইসলাম*

নয়নে নাটক

উত্তরবঙ্গে নাটক নাকি সেভাবে আর নয়নের মণি নয়! এমনটা কিন্তু মোটেও নয়। শীতের সময়টায় তো বটেই, বছরের অন্যান্য সময়েও উত্তরবঙ্গে নাটকের প্রতি টানটা সবার ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া কয়েকটি নাটক নিয়ে এই কোলাজ প্রতিবেদন।

লড়াইয়ের নামই জীবন

যাযাবররা কীভাবে তাঁদের জীবন কাটান, কীভাবে তাঁদের সংসার চলে, সবই ধরা পড়ল 'ফাঁদ' নাটকে। কিছুদিন আগে মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সভাকক্ষে এই নাটকটি পরিবেশিত হয়। পরিবেশনায় ছিল পুরুলিয়ার নাটকের দল 'অহিরা'। বিলুপ্তপ্রায় শকুনের চামড়া জোগাড় করাকে কেন্দ্র করে নাটক এগিয়ে চলে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এই চামড়া প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা বলতে শকুন শিকার করলে দু'হাজার টাকা জরিমানা বলে খোদ পঞ্চায়েতের তরফেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অতএব মদনা নামে এক যাযাবরকে প্রধান টাকার টোপ দেন। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, বাবা অসুস্থ। মদনার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু অগ্রিম টাকা নিয়েও সে শকুন শিকারে ব্যর্থ। এরইমধ্যে অর্থাভাবে তার বাবা মারা যান। অন্য কোনও উপায় না পেয়ে বাবার

মাটিগাড়া বিডিও অফিসে পরিবেশিত নাটক 'ফাঁদ'-এর একটি দৃশ্য।

মৃতদেহকেই মদনা শকুন শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। মদনার ভূমিকায় খোদ নাটকের নির্দেশক দিব্যেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিকাশ মুখোপাধ্যায়, সুজয় দত্ত, শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোতোষ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সিংহ মহাপাত্র বেশ ভালো। নাটকটি লিখেছেন সুজয় দত্ত। আবহে অভিষেক রায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মঞ্চ, মাইক, আলো ছাড়াই সভাকক্ষে পরিবেশিত নাটকটি সবার মন জয় করে। অনায়াসে। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস গর্বের হাসি হাসছেন, 'বিডিও হিসেবে যখন পুরুলিয়ায় কর্মরত ছিলাম তখন এই নাটকের দলটির সঙ্গে পরিচয়। ওরা উত্তরবঙ্গে নাটক পরিবেশনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। সেই সুযোগ পেয়ে ওরা কিন্তু দারুণ করল।' *–খোকন সাহা*

কোচবিহারে কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসবে আয়োজক সংস্থার 'সিস্টেম' নাটকের একটি মুহূর্ত।

এক ডজন গল্প

উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় 'কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসব' বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া এবারের উৎসবও সবাইকে অনায়াসে মাতাল। রাজ্য সংগীত নাটক দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমির চেয়ারপার্সন হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় ও কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের হাত ধরে এবারের অনুষ্ঠানের সূচনা। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পরিবেশিত হয় খড়দহ থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের বহু প্রশংসিত নাটক 'কল্পনার অতীত'। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত প্রাচ্য কলকাতার মঞ্চসফল প্রযোজনা 'খেলাঘর'। উৎসবের তৃতীয় দিনে ছিল আয়োজক সংস্থা কম্পাসের নিজস্ব প্রযোজনা 'সিস্টেম'। অভিজিৎ তরফদারের গল্প অবলম্বনে এই নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন দেবব্রত আচার্য। আবহমানকাল থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রচলিত 'সিস্টেম'- কে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছে এই নাটক। চতুর্থ দিনে প্রযোজিত হয় দুটো নাটক। প্রথমে জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন পরিবেশন করেন 'জাতক' নাটকটি এবং তারপর নান্দনিক কলকাতা মঞ্চস্থ করে সানি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'আলাদিন'। উৎসবের পঞ্চম দিনের শুরুতে বহরমপুর রঙ্গভূমি মঞ্চস্থ করে রাজেন দাস নির্দেশিত নাটক 'মহাযুদ্ধের পরে'। তারপর মঞ্চস্থ হয় শিলিগুড়ি ইঙ্গিত প্রযোজনা আনন্দ ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'সন্ধ্যাবেলা'। ষষ্ঠ দিনে পরিবেশিত হয় ব্যারাকপুর ব্রাত্যজন প্রযোজনা ন্যান্সি অভিনীত একক নাটক 'অপরাজিতা আজও'। এরপর এগরা কৃষ্টিচক্র মঞ্চস্থ করে অনির্বাণ পয়ড়্যা নির্দেশিত নাটক 'এবং নন্দলাল'। অনুষ্ঠানের সপ্তম দিনে ছিল বালীগঞ্জ ব্রাত্যজন প্রযোজিত বিজয় মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'অর্ধাঙ্গিনী'। উৎসবের শেষ দিন চাকদহ নাট্যজন মঞ্চস্থ করে তাদের মঞ্চসফল প্রযোজনা সুদীপ্ত দত্ত নির্দেশিত নাটক 'মালা ও মলি'। এবারের উৎসবের প্রতিটা প্রযোজনাই যেন বুঝিয়ে দিয়েছে বিষয় নির্বাচন, নাট্য গবেষণায় কোচবিহারও সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে কলকাতাকে। এবছর 'কম্পাস সম্মাননা' প্রদান করা হয় নাট্যব্যক্তিত্ব বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যাভিনেতা অশোক ব্রহ্ম এবং নারায়ণ সাহাকে। উৎসবে কোচবিহারের ১০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'কম্পাস স্কলারশিপ'। *–দেবদর্শন চন্দ*

সাতে সাত

চালসা নাট্যোৎসব কমিটির উদ্যোগ এবং চালসা শালবনি সংঘ ও চালসা কালচারাল ফোরামের যৌথ সহযোগিতায় চালসা শালবনী সংঘ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এবারের উৎসব চতুর্থ বর্ষের। উৎসবে মোট সাতটি নাটক প্রদর্শিত হয়। উদ্যোক্তা কমিটির তরফে সনৎকুমার বসু জানান উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ৭টি নাট্যদল তাদের নাটক পরিবেশন করে। ২ মে জলপাইগুড়ি কলাকুশলী পরিচালিত 'ফারেনহাইট ৪৫১ ডিগ্রি', মালবাজার অ্যাক্টোওয়ালা পরিচালিত 'চল ফিরে যাই', ৩ মে চালসা কালচারাল ফোরাম পরিচালিত 'প্রণয় বিভ্রাট', শিলিগুড়ি ওপেন সিক্রেট পরিচালিত 'ঘরে ফেরার গান', হলদিবাড়ি নাট্যায়ন পরিচালিত 'লাঠি' এবং ৪ মে শিলিগুড়ি উত্তাল পরিচালিত 'গোপালের মা', পুরুলিয়া অহিরা গরজয়পুর পরিচালিত 'ফাঁদ' নাটক পরিবেশিত হয়। প্রতিটি নাটক দেখতেই দর্শকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। *–রহিদুল ইসলাম*

নাট্য উৎসবে পরিবেশিত চালসা কালচারাল ফোরামের 'প্রণয় বিভ্রাট' নাটকের একটি মুহূর্ত।

সাহিত্যসভা

পর্যাস সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ভাষা শহিদ দিবসকে সামনে রেখে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হল ইসলামপুরে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায়। কবি নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে ওই সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রেমানন্দ রায়, ডঃ সুনীল চন্দ, মহুয়া রুদ্র ও স্বপন গুহ নিয়োগী। ভাষা শহিদ বিষয়ে আলোকপাত করেন অতিথিবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্যে আয়োজক তথা পর্যাস পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন পোদ্দার এই বিশেষ দিনটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। এগারোজন ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান উপস্থিত সকলেই। এদিন ডঃ সুনীল চন্দকে দীভম সাহিত্য সম্মান তুলে দেন ভবেশ দাস। এই আসরে 'ঈশ্বর ভাবনা' নামে রঞ্জন সাহার একটি বই প্রকাশ হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। স্থানীয় ও বহিরাগত লেখকদের জন্য ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রসূন শিকদার।

–সুরমা রানি

সৃজন সাক্ষী

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে নৃত্য, অঙ্কন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোচবিহার সৃজনী আয়োজন করেছিল এখানকার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হাতের কাজ ও অঙ্কন প্রদর্শনীর। অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল কোচবিহার পাটাকুড়াস্থিত সৃজনীর নিজস্ব ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নবনীতা চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন কাকলি ভট্টাচার্য। সার্বিক পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সৃজনীর কর্ণধার ডঃ সোমা পালিত। তাঁকে সহযোগিতা করে অন্বেষা, সমাদৃতা, শ্রীময়ী, মহুয়া, লোপা, স্বাতী ও মিতা।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

শ্রদ্ধার্ঘ্য

অপূর্বকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রক্ষেপ পত্রিকার উন্মোচন হল আলিপুরদুয়ারের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে। পঞ্চম বর্ষের প্রথম এই সংখ্যাটি ভাষা শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যাও বটে। ১৩টি প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন। পবিত্র সরকার, আব্দুল মতিন আহমেদ, পার্থ সাহা, নিতাই পাল, তৃপ্তি বিশ্বাস সহ অন্যদের লেখা রয়েছে।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তরঙ্গ আসর

পুরোনো দিনের একটি বিখ্যাত সিনেমা হল 'আপ কি কসম'। তাতে রাজেশ খান্নার লিপে কিশোরকুমারের গাওয়া একটি গান রয়েছে। 'জিন্দেগি কে সফর মে গুজর জাতে হ্যায় জো মকাম ও ফির নহি আতে...।' গানটি লিখেছেন আনন্দ বক্সী, আর সুর দিয়েছেন রাহুল দেববর্মন। এই গান নিয়ে এত কথা বলার কারণ হল এটি বেহাগ রাগে চলচ্চিত্রায়িত একটি সুপারহিট গান। এই গানে বেহাগের যে রূপ ও রস তার সঙ্গে হিন্দুস্তানি রাগ সংগীতের আসরের বেহাগ রাগের রূপ মেলে না। সেখানে বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের একটি ধ্রুপদি মেজাজ থাকে। আর শিল্পী যদি হন দেশে এবং বিদেশে অনেক আসরে শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করে দেওয়া পণ্ডিত রোজী দত্ত (কলকাতা) তাহলে প্রত্যাশাও একটু বেশি থাকে। শিল্পী শিলিগুড়ির আসরে শ্রোতাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। ক'দিন আগে সঙ্গম মিউজিক কলেজের উদ্যোগে

শিলিগুড়িতে সঙ্গম মিউজিক কলেজের উদ্যোগে শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর।

শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর বসেছিল শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে। শিল্পী পরিবেশন করেন রাগ বেহাগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল। তাঁকে তবলায় সংগত করেন দেশে-বিদেশে সমাদৃত উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় তবলিয়া সুবীর অধিকারী। আর হারমোনিয়ামে সহায়তা করেন আশিস কংসবণিক।

ঘরোয়া পরিবেশে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিশুশিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পীদের পরিবেশনায় ছিল ত্রিতালে রাগ বেহাগ ও মিয়াঁ মল্লার, রাগ কৌশিক ধ্বনি, দাদরা তালে হোরি, উপস্বাস্থ্যের সংগীতে চৈতি ও মীরার ভজন। শিক্ষার্থী শিল্পীদের তবলায় সহযোগিতা করেছেন রাইমা ঘোষ, নবনীল বর্মন, সৌমিক সরকার, বাপ্পাদিত্য রায় ও ওম ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতে স্নাতকোত্তর সঙ্গম মিউজিক কলেজের কর্ণধার অর্চিতা সেন শিলিগুড়ি শহরে গত ২০ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের তালিম দিচ্ছেন। তাঁর অনেক শিক্ষার্থীই এখন সংগীত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সেদিন শিল্পীর নিবেদনে ছিল সন্ধ্যাবেলার যোগ রাগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল। আর এই নিবেদনে এই শিল্পী বুঝিয়ে দিয়েছেন সংগীত সাধনার জিনিস এবং তাতে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। অনুষ্ঠানে অন্য শিল্পীদের মধ্যে কোচবিহার থেকে এসেছিলেন অর্পিতা সরকার। তিনি একটি রাগপ্রধান পরিবেশন করেন। ছিলেন ডঃ সুতপা দত্ত এবং মধুমিতা দে সরকার। সুতপা একটি ঠুমরি এবং মধুমিতা মারু বেহাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তাঁদের পরিবেশনের আন্তরিকতা শ্রোতাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। সান্ধ্য আসরকে সুরের সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অরিত্র সেন।

- ছন্দা দে মাহাতো

বইটই

একরাশ আনন্দ

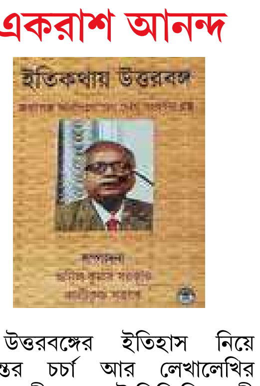

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চা আর লেখালেখির সুবাদে জীবনকালেই তিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। উত্তরবঙ্গের সেই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ নিজেই এবার বইয়ের পাতায়। ইতিকথায় উত্তরবঙ্গ/অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ সংবর্ধনা গ্রন্থ নামে এই বইটি সম্পাদনা করেছেন অনিলকুমার সরকার ও কালীকৃষ্ণ সূত্রধর। বইটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গুণী মানুষটির বিষয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ এবং শেষ ভাগে তাঁর নানা সম্মানপ্রাপ্তি ও সৃষ্টিসম্পদের হদিস। অভিজিৎ পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত এই বইটি চিরকালের জন্য সংগ্রহে রাখার।

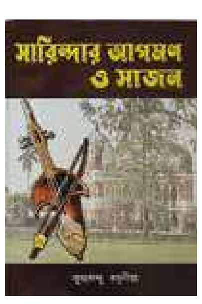

এবারে সারিন্দা

দোতারাকে নিয়ে তাঁর লেখা বইটি ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাতে অনেকটাই উৎসাহিত হয়ে কোচবিহারের সুবলেন্দু বসুনিয়া এবারে লিখে ফেলেছেন সারিন্দার আগমন ও সাজন। লোকসংস্কৃতির অঙ্গকে নিয়ে সুবলেন্দু যেভাবে কাজ করে চলেছেন তার জন্য কোনও তারিফই যথেষ্ট নয়। সারিন্দা নামক বাদ্যযন্ত্রটি কীভাবে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে চলেছে তা এই বইয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট। মঙ্গলাকান্ত রায়, নিরঞ্জন হালদার, অভেলা বর্মনের মতো বহু সারিন্দাবাদকও এই বইয়ের পাতায় ধরা দিয়েছেন। বহু ছবি এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে উপরি উপহার হিসেবে ধরা দেয়।

স্মৃতির তৃতীয়

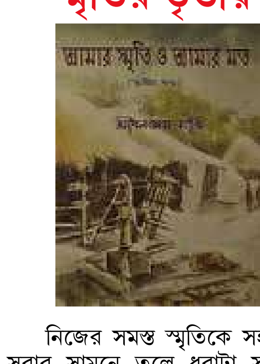

নিজের সমস্ত স্মৃতিকে সহজে সবার সামনে তুলে ধরাটা সহজ কাজ নয়। সেই সমস্ত স্মৃতিকে সহজে কাঁটাছেঁড়া করাটা আরও কঠিন। তবে কঠিন সেই কাজটাই খুব সহজে করে দেখিয়েছেন ধনঞ্জয় মাঝি। তাঁর লেখা আমার স্মৃতি ও আমার মত (তৃতীয় খণ্ড) বইয়ে। চাকরি না পাওয়ার পর মনে কতটা যন্ত্রণা হয়, আবার একটা চাকরি পেয়ে গেলে নিজের থেকেই সবার জন্য কত ভালো কিছু করার ইচ্ছে হয়; এই বইয়ের পাতায় পাতায় সাধারণ পাঠকেরই মনছবি। এই খণ্ডের অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে শারীরশিক্ষা। কীভাবে শরীর সুস্থসবল রেখে ভালোভাবে বাঁচতে হবে সেই দিশা দেখিয়েছেন লেখক।

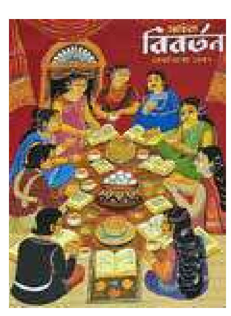

নববর্ষের প্রাপ্তি

'খেয়াল যখন বেহিসাবি, বাদল হাওয়ায়/ মন খারাপের আখরগুলো ছন্দ কুড়ায়।' লিখেছেন শর্মিলা ভট্টাচার্য। 'মন খারাপের আখরগুলো' নামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য বিবর্তন-এর নববর্ষ সংখ্যায়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে সাজানো উজ্জ্বল আচার্য সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা অন্যান্য বারের মতোই সুন্দর। জয়দীপ সরকারের লেখা প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ বুদ্ধিজীবী' পড়তে বেশ অন্যরকম। দেবাশিস চৌধুরী, শৌভিক বণিকদের মতো অনেকের লেখা অনুগল্পগুলি পড়তে বেশ। সুদর্শন সাহার লেখা গল্প 'বুঝেশুনে কমেন্ট করুন' অন্যভাবে ভাবায়। স্বাস্থ্য নিয়ে সম্পাদকের লেখাটি তথ্যবহুল। সৌজন্য চক্রবর্তীর আঁকা প্রচ্ছদটি তারিফযোগ্য।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

নজরে থাংকা

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পধারা হল থাংকা চিত্রকলা। এই চিত্রশিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর জটিলতা ও সূক্ষ্মতা। প্রতিটি থাংকা চিত্রে একটি কেন্দ্রীয় দেবতা থাকেন, যাঁর চারপাশে অন্যান্য চরিত্র ও প্রতীকের অবস্থান। শিলিগুড়িতে বেড়ে ওঠা শিল্পী অনিন্দিতা বিশ্বাস রায় এবারে এই শিল্পকে সবার সামনে তুলে ধরলেন। অনিন্দিতাজ ভিজুয়াল আর্ট স্টুডিও (এভিএ স্টুডিও)-র উদ্যোগে কিছুদিন আগে দার্জিলিংয়ে এই থাংকা চিত্রকলাকে নিয়েই অভিনব এক শিল্প শিবির আয়োজিত হল। আশপাশের বহু শিল্পীর পাশাপাশি, কলকাতা, দিল্লি, কেরল, বেঙ্গালুরুর বহু শিল্পী তাতে শামিল হয়েছিলেন। সেই শিবির শুধুমাত্র থাংকা চিত্রকলাকে নিয়েই আবদ্ধ থাকেনি তাতে আশপাশের নৈসর্গিক রূপ অধ্যয়নও অনায়াসে মিলে গিয়েছিল। শিবির দেখতে এসে অনেকেই তাতে দারুণভাবে মজলেন, উদ্যোক্তাদের প্রশংসায় ভরালেন। দেখেশুনে অনিন্দিতা আনন্দে ভাসছেন, 'এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। থাংকা চিত্রকলার সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্যকে উদযাপন ও সংরক্ষণ এবং দার্জিলিংকে অর্থবহ শিল্প অভিজ্ঞতার জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।'

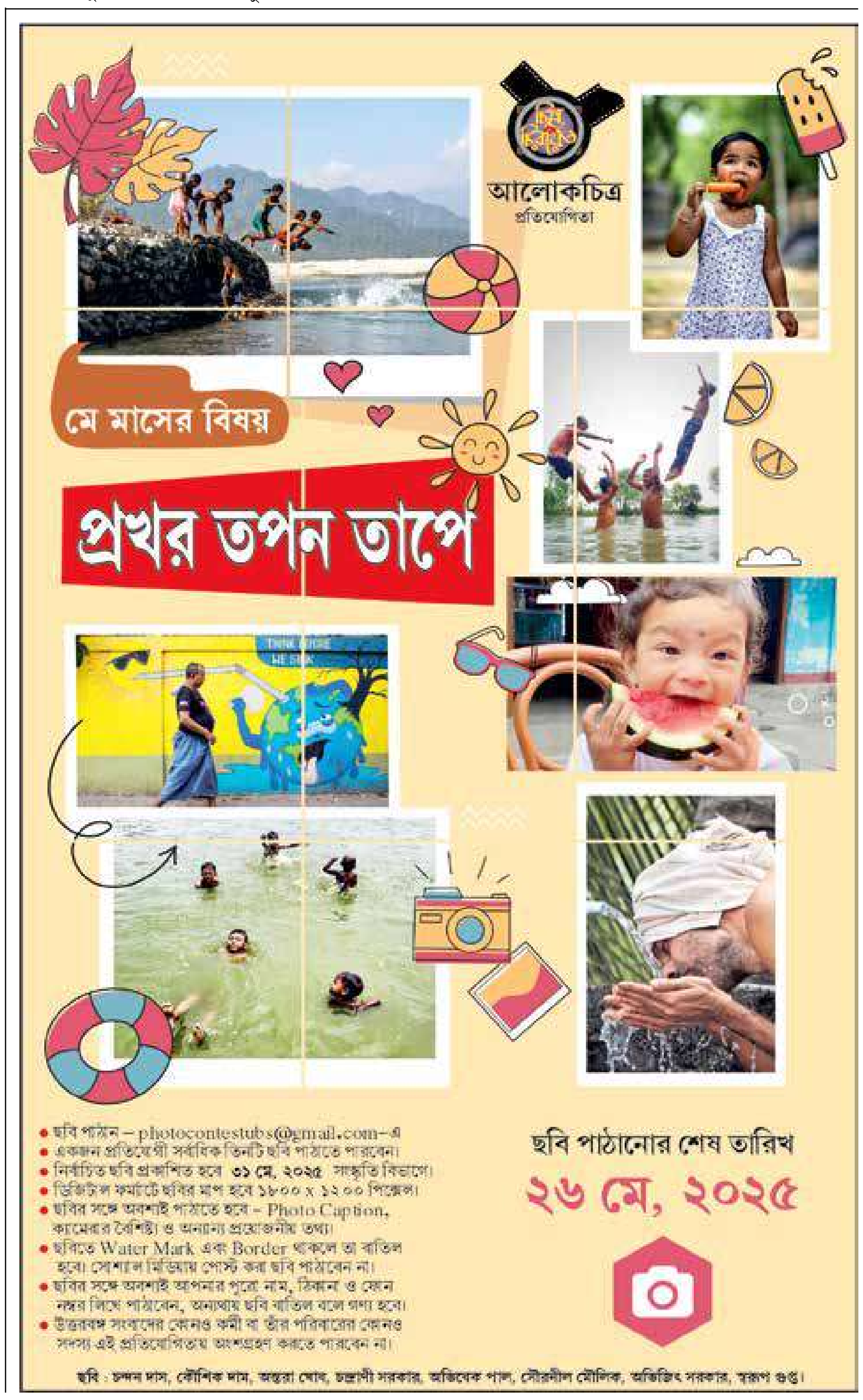

মীনাক্ষী-উদয়ন তর্জা

সিপিএমের কার্যালয় ভাঙচুর, ঝুলল তালা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা শহরে এক জনসভা থেকে ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনহাটা শহরে সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গতকাল সকাল থেকে মীনাক্ষীর ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে পালটা হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় তৃণমূল নেতৃত্বকে। অভিযোগ, তারই জেরে এদিন দল বেঁধে হাসপাতাল মোড়ে থাকা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানা থেকে একেবারে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সিপিএম কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের অভিযোগ, দিনহাটায় তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল শুক্রবার দুপুরে ভাঙচুর চালিয়েছে। দলীয় কার্যালয়ে তালাও মেরে দেয় তারা। এদিন তারা দলীয় পতাকাও নামিয়ে দিয়েছে, যা তৃণমূলের সংস্কৃতিকেই তুলে ধরছে। আমরা দিনহাটায় গিয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে থানায় অভিযোগ দায়ের করব।' পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনন্ত বলেন, 'পুলিশ এক্ষেত্রে কেবল দর্শকের ভূমিকাই বরাবর পালন করে আসছে। তবে এবার তাদের সঙ্গে কথা বলে আসা

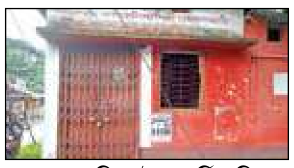

তালাবন্ধ দিনহাটার পার্টি অফিস।

হবে, যাতে কর্মীরা নিশ্চিন্তে দলীয় কার্যালয়ে কাজকর্ম করতে পারে।'

গতকাল মাথাভাঙ্গার জনসভায় উদয়নকে নিশানা করে মীনাক্ষী বলেন, 'উদয়নের মতো নেতা আমাদের পকেটে থাকেন। আর পুলিশের ছাতা তাঁদের মাথা থেকে সরলেই রাস্তায় বেরোতে পারবেন না।' শুক্রবার সকাল থেকে মীনাক্ষীর এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় রাজনৈতিক তর্জা। মন্ত্রীও মীনাক্ষীকে একহাত নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'যদি মীনাক্ষীর এই জোশ একইরকম থাকে তাহলে তিনি যেন পুলিশ ছাড়া একবছরের মধ্যে দিনহাটায় সভা করে যান।' এদিন সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীরা মীনাক্ষীকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন। দুপুর একটা নাগাদ সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় '২৬'-এর বিধানসভার আগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে গত মার্চ মাসে যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীকে হেনস্তার ঘটনার পরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দিনহাটায় সিপিএমের এই কার্যালয়টি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঠিক তার দেড় মাসের মাথায় ফের কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এসডিপিও ধীমান মিত্র জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

তৃণমূল নেতা সাবির সাহা চৌধুরী জানান, ভাঙচুরের বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই।

অপারেশন সিঁদুরকে 'যাত্রাপালা' বলে কটাক্ষ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভারত বিশ্বজুড়ে প্রচার শুরু করেছে। কোন পরিস্থিতিতে অপারেশন সিঁদুর চালাতে হল, তা তুলে ধরতে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেছে ভারতের প্রতিনিধিদল। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছে কেন্দ্র। ওই দলগুলির মধ্যে একটিতে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের অবিচল দায়বদ্ধতার কথা আমরা তুলে ধরেছি।' তিনি যখন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিদেশে প্রচার করছেন, সেই সময় তাঁর দলেরই একজন মন্ত্রী উদয়ন গুহ অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, উদয়ন অপারেশন সিঁদুরকে 'যাত্রাপালা'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। মন্ত্রীর পোস্টকে ঘিরে রাজনৈতিক মহল তো বটেই সাধারণ মানুষের মধ্যেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর এই কাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, উদয়ন গুহ এসব পোস্ট করে ভারতীয় সেনাকে অসম্মান করছেন।

যদিও অভিযোগ মানতে চাননি উদয়ন। তাঁর যুক্তি, 'আমি অপারেশন সিঁদুর বা ভারতীয় সেনাকে অসম্মান করিনি।' প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে উদয়ন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী একটি হাস্যকর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর শিরায় রক্ত নয়, সিঁদুর বইছে। সেটি উদ্দেশ্য করেই ওই পোস্ট করেছি। এখন সিঁদুর নিয়ে যাত্রাপালা করা হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানে বিকানেরে একটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বলেছেন, 'মোদির রক্ত গরম, আর এখন মোদির শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে।' উদয়নের দাবি, ওই ঘটনাকে কটাক্ষ করেই ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। শুক্রবার উদয়ন ফেসবুকে লেখেন, 'পদ্ম অপেরার এবছরের শ্রেষ্ঠ পালা রক্ত দিয়ে বেচি সিঁদুর। অভিনয়ে- কুমার নরেন, কুমারী নির্মলা, অমিত কুমার ও আরও অনেকে।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পোস্টটি ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ফেসবুকে কড়া সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই উদয়নের ওই পোস্টকে নেতিবাচক বলেছেন। দেশের প্রতি 'সম্মান' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেছেন, 'উদয়ন গুহ যখন চাপে পড়েন তখন তাঁর আসল রূপ বেরিয়ে আসে। কিছুদিন আগেই তিনি অপারেশন সিঁদুরের পক্ষে থেকে প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে নেমেছিলেন। আর এখন অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করছেন। উনি দ্বিচারিতা করছেন।' ফেসবুক পোস্টটি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় বলে এড়িয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি বলেছেন, 'উদয়ন ফেসবুকে কী পোস্ট করেছেন সেটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।'

অপারেশন সিঁদুর ও পাকিস্তানের সন্ত্রাস নিয়ে একদিকে যখন সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন উদয়নের ওই পোস্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

মন্ত্রীর কীর্তি

- সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের অবিচল দায়বদ্ধতার কথা আমরা তুলে ধরেছি
- অভিষেকের দলেরই একজন মন্ত্রী উদয়ন গুহ অপারেশন সিঁদুরকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন

ভেটাগুড়িতে রহস্যময় বাড়ি

মিলল বাংকার, চিন্তা পুলিশের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভেটাগুড়ি, ২৩ মে : ধানখেতের পাশে টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি বাড়ি। ভেতরে দুটো চালাঘর। আর পাঁচটা গ্রাম্য বাড়ির মতন আপাতসাধারণ ওই বাড়ির ভেতরেই গোপনে তৈরি হচ্ছিল বিশাল বাংকার। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, রাত হলেই বাড়িতে আনাগোনা শুরু হত বহিরাগতদের। যাতায়াত করত নানা ধরনের গাড়ি। দিনহাটার ভেটাগুড়ির সিঙ্গিজানি গ্রামের রহস্যময় ওই বাড়িটিই আপাতত পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার বাড়িটিতে অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি, অভিযানের সময় বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তারপর থেকে আরও জটিল হয়েছে রহস্য। ওই বাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে কি পাচারচক্রের কারবার চলছিল, নাকি করা হচ্ছিল নাশকতার ছক? অভিযানের চারদিন পরও তা খোলসা করছেন না পুলিশের কর্তারা।

ওই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে রাজি নন দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র। সব শুনে তাঁর উত্তর, 'এ বিষয়ে কিছু জানি না।' কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলে তিনিও 'ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলব' বলে ফোন কেটে দেন। পুলিশি অভিযানের পর থেকেই গোটা বাড়িটি ভাঙচুর হওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কারা বাড়িটিতে ভাঙচুর চালাল তা-ও

এই সেই রহস্যময় বাড়ি। -সংবাদচিত্র

স্পষ্ট নয়।

রহস্যময় বাড়িটি ভেটাগুড়ি পুলিশ ক্যাম্প থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত। পুলিশের নাকের ডগাতেই বেড়া বেঁধে বড় ছক কষা হলেও কেন কিছু টের পাওয়া গেল না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান প্রিয়াংকা সরকার দে'র কথা, 'পুলিশ বাড়িটিতে অভিযান চালানোর পর অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। বাড়িটিতে বিশাল বাংকার তৈরি করা হচ্ছিল। এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জেনেছি বাইরের লোকজনও বাড়িটিতে আসত।' প্রিয়াংকার স্বামী তৃণমূল নেতা গৌতম দে বলেন, 'পুলিশ তল্লাশির সময় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে বলেই শুনেছি। ভেতরে ভেতরে বড় কোনও পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে পারত। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি।'

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, রহস্যময় বাড়িটি মাস ছয়েক আগে তৈরি হয়েছিল। হোসেন আলি, তার দুই ছেলে হাসান, ওসমান এবং পরিবারের আরও দু'-তিনজন সদস্য সেখানে থাকতেন। কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকাতেও হোসেনদের একটি বাড়ি ছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে গাঁজা পাচার করতে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে গিয়ে ধরা পড়ে ওসমান। সে খবর জানাজানি হতে এলাকায় শোরগোল পড়েছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তাঁরা অভিযান চালায়। বাড়ির এক সদস্যকেও আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

সিঙ্গিজানির পঞ্চায়েত সদস্য মৌমিতা বর্মনের কথায়, 'তৈরির কিছুদিন পর থেকেই বাড়িটি সম্পর্কে নানা রহস্যজনক তথ্য জানা যাচ্ছিল। বাড়ির ভেতরে গাড়ি মেরামতির কাজ হত। নানা ধরনের গাড়ি রাত বাড়িটি থেকে বের হত। সম্প্রতি বাড়িটির চারদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। গ্রামের বাড়িতে সিসি ক্যামেরা দেখে প্রতিবেশীরাও অবাক হয়েছিলেন। পুলিশ অভিযানের পর জানলাম মাস দুয়েক ধরে বেশ কিছু বাইরের শ্রমিক কাজের জন্য আসত। তাঁরাই বাংকার তৈরির কাজ করছিল।'

সূত্রের খবর, দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ দল ভেটাগুড়িতে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি পুরোনো গাড়িও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। রহস্যময় ওই বাড়িতে মালদা, মুর্শিদাবাদ, কিশনগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের যাতায়াতের হদিস পেয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারাও বিশেষ দল এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। রহস্যময় বাড়ি থেকে বেআইনি কারবারে বাংলাদেশ-যোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা। পুলিশি অভিযানের পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও। দু'দিন আগেই শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক সভায় নাশকতা রুখতে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিন দিকে সীমান্ত ঘেরা দিনহাটা মহকুমার ভেটাগুড়িতে রহস্যবাড়িতে বাংকার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সাধারণের মধ্যে।

তথ্য সহায়তায়- অমৃতা দে

সরানোর চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অবশ্য শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অনেকে বলছেন, ইউনূসের পদত্যাগের জল্পনা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল চিন্তাটা মেনে। বিএনপি অবশ্য বৃহস্পতিবারই দাবি করেছিল, এর পিছনে নাটক আছে। আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ শুক্রবার দেশের একটি বেসরকারি চ্যানেলে বলেন, 'আমরা ইউনূসের পদত্যাগ দাবি করিনি। নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার বদলে উনি ইস্তফা দিতে চাইলে সেটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়।'

যদিও তাঁর বক্তব্য, 'একান্তই উনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে রাষ্ট্র তো বসে থাকবে না। বিকল্প খুঁজে নেবে।' শুক্রবার সকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ইউনূসকে পদত্যাগ করতে দেবেন না তাঁর অনুগতরা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ তৈয়াব ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'তাঁর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য অধ্যাপক ইউনূসের দরকার আছে।'

মুহাম্মদ ইউনূস নিজে কোনও মন্তব্য না করলেও সরকারের অবস্থান শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছেন আরেক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এই উপদেষ্টা বলেন, 'শুধু নির্বাচন করা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয়। প্রধান উপদেষ্টা সময় দিয়েছেন, ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। ওই সময়সীমার একদিনও এদিক-ওদিক হবে না। তবে শুধু সেটাই আমাদের দায়িত্ব নয়।'

ইউনূসের আস্থাভাজন রিজওয়ানার বক্তব্য, নির্বাচন ছাড়া আরও দুটি দায়িত্ব আছে তাঁদের কাঁধে। একটি সংস্কার, অন্যটি বিচার। জামায়াতে ইসলামিও ইউনূসের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই দলটির আমির শফিকুর রহমান বৃহস্পতিবার ইউনূসের পদত্যাগ চর্চার মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদল বৈঠক ডাকতে অনুরোধ করেছিলেন। শুক্রবার তিনি সরাসরি বলেন, 'ইউনূস থাকুন। সব দলের সঙ্গে কথা বলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন।' তিনি বরং সেনাপ্রধানকে উপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

'কুসংস্কার বিরোধী' দিবস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার হ্যামিল্টনগঞ্জে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও কালচিনি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে পালিত হল কুসংস্কার বিরোধী দিবস। এই উপলক্ষ্যে এদিন হ্যামিল্টনগঞ্জ হাইস্কুল থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রা হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শেষ হয়। সেখানে কুসংস্কার বন্ধ করতে পথসভা হয়।

কালচিনি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাতে এই আয়োজন।' উপস্থিত ছিলেন কালচিনি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি অরিন্দম বসু সহ অন্যরা।

হিমসাগর আম

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনিক বৈঠকের আগে তাকে চা দিয়েই স্বাগত জানানো হবে। প্রথম বৈঠকের পর তাঁকে একটি প্লেটে সুস্বাদু হিমসাগর আম কেটে দেওয়া হতে পারে। মঞ্চের ওপরই একটি ঝুড়িতে করে আম উপহার হিসেবেও দেওয়া হতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রীর কী কী খাদ্য পছন্দ তা জানতে বিজেপির নেতারা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যও নিচ্ছেন। ইন্টারনেট ঘেঁটে নানি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের খাবারের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপির এক জেলা স্তরের নেতা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে কী খাওয়াব, সেটা নিয়ে সত্যিই আমরা চিন্তিত। তবে তাঁর পছন্দের গুজরাটি পদ হিসেবে তাওয়া রুটি, ডাল, সবজি ও স্যালাড রাখা হবে।' পাশাপাশি সজনে ডাটা দিয়ে তৈরি ট্রামাস্টিক পরোটাও রাখার চিন্তাভাবনা চলছে। মেনুতে আমাদের এলাকার ঢেঁকিশাক রাখার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি।'

মোদি এর আগে ২০১৬ সালে বীরপাড়ায় রাজনৈতিক সভা করতে এসেছিলেন। সেবার নানা খাবারের সঙ্গে পাতে ছিল কচু দিয়ে তৈরি এক বিশেষ পদ। তবে প্রধানমন্ত্রী ওই সময় বীরপাড়াতে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন কি না, তা স্পষ্ট জানাতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব।

আগাম বর্ষায় শ্লথ

প্রথম পাতার পর

তাতে খরচ অনেকটাই বাড়বে। তাই ভাঙন ঠেকানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা।

আর দ্বিতীয়ত, যে কালভার্ট ও সেতুগুলোর নীচে ঢালাই হয়ে গিয়েছে সেগুলোর উপরে কাজ চলবে। ঢালাই জলের নীচে থাকলেও সেই কাজে খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। অগাস্ট মাস পর্যন্ত এভাবেই কাজ করবে ঠিকাদারি সংস্থা। প্রায় ৩০টি সেতু ও কালভার্টে ওইভাবে কাজ চলবে। তবে ১৫টি সেতু ও কালভার্টে কাজ করতে গেলে সমস্যা হবে। যদি বৃষ্টি কম থাকে এবং মাটি ফেলার সুযোগ থাকে তবে সেই কাজও হবে। তবে সেটার সম্ভাবনা খুবই কম।

ঠিকাদারি সংস্থার পরিকল্পনা ছিল, বর্ষায় যে সেতুগুলো নিয়ে বেশি সমস্যা হয় সেগুলোর দুই লেনের কাজ শেষ করার। তবে আগাম বৃষ্টিতে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা যাওয়ার রাস্তায় বেশ কয়েকটি সেতু ও কালভার্ট নিয়ে যে ভোগান্তি ছিল, এবছরও তা অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জল পাওয়া যেন

প্রথম পাতার পর

তবে স্থানীয়দের সম্মিলিত বাধায় পিছু হটেন। সাম্প্রতিককালে অবশ্য বাড়ি বাড়ি পানীয় জল দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে উত্তর অংশে। যদিও অনেক বাড়িতেই সংযোগ এখনও দেওয়া হয়নি।

প্রকল্পের কর্তাদের বক্তব্য, বীরপাড়ায় জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। পুরোনো পাইপলাইন ধীরে ধীরে পালটানো হচ্ছে। কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি এলাকায় নতুন পাইপলাইন বসানো হয়েছে। ভানুনগরে একটি, রেললাইনের দক্ষিণে বীরপাড়া চা বাগানের মাঠে আরেকটি জলাধার তৈরি করা হয়েছে। উত্তর অংশে বড় হাওদাতেও একটি রিজার্ভার তৈরি করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের নির্বাহী বাস্তুকার ধীরাজ মণ্ডল বলেন, 'চা বাগানের মাঠে প্রকল্পটির একটি পাম্প ইতিমধ্যেই চালু করে স্থানীয়দের জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। কয়েকদিন পর বীরপাড়ার সবক'টি রিজার্ভার জল তোলা শুরু হবে।' অবশ্য রবীন্দ্রনগর, শরৎ চট্টোপাধ্যায় কলোনি, পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের মতো এলাকাগুলিতে নতুন পাইপ বসিয়ে জল সরবরাহ করতে আরও দেরি হবে বলে জানান তিনি।

সাতপাকের সাক্ষী

প্রথম পাতার পর

এক ছাদের নীচে দুই বিশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে হতবাক দেখছিল অদৃষ্ট। সংস্কৃতির এক আত্মীয় শাশ্বতা কাওয়াড়ে বললেন, 'এই মুসলিম পরিবার আমাদের বিপদের দিনে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা আজীবন মনে রাখব। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান না থাকলে এটা সম্ভব ছিল না।'

বিয়ের পর অনুষ্ঠান যেন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। চার পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে ফোটো তুললেন, খাওয়াদাওয়া সারলেন, হাসলেন প্রাণভরে। দুই নবদম্পতির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ভাইরাল ছবি যেন কোনও বার্তা দিতে চাইছে। চুপ করিয়ে দিচ্ছে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখা মৌলবাদীদের। শব্দের থেকেও শক্তিশালী সেই মুহূর্ত।

মহসিনের বাবা ফারুখ কাজি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। তাঁর কথায়, 'সংস্কৃতী আমার মেয়ের মতোই। যেন মনে হচ্ছিল নিজের কন্যার বিয়ে হচ্ছে মঞ্চে।' সংস্কৃতির বাবা চেতনের গলাতেও সম্প্রীতির সুর, 'এটাই আমার দেশ। আমার ভারতবর্ষ। দুই ধর্মের দুই পরিবার একসঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে পারে যেখানে।'

সহমত হয়নি সব জেলা

জলপাইগুড়িতে স্থায়ী বেঞ্চ আনার প্রস্তাব

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মে : জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে তার আওতায় নিয়ে আসার দাবি নিয়ে জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনের ভিন্নমত পোষণ করছে। সরাসরি সমর্থনের বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চায়নি শিলিগুড়ি ও মালদা বার অ্যাসোসিয়েশন। কিছুটা হলেও বিরোধিতা করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশন। তবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের আইনজীবীরা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছে জলপাইগুড়ি বারের দাবিতে।

পাহাড়পুরে স্থায়ী পরিকাঠামোতেও কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালুর তৎপরতা শুরু করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু স্থায়ী পরিকাঠামোয় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালুর দাবিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনকে একজোট করতে শুক্রবার বৈঠক ডাকে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন।

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ আমরা চাই না। উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়েই স্থায়ী পরিকাঠামোতে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ চাই। বর্তমানে অস্থায়ী পরিকাঠামোয় সার্কিট বেঞ্চ চালু আছে। আমরা স্থায়ী পরিকাঠামোয় দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলাকে নিয়েই স্থায়ী বেঞ্চ চাই।'

কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলার স্বার্থে স্থায়ী বেঞ্চ চাই। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।' আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ

আমরা উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলার স্বার্থে স্থায়ী বেঞ্চ চাই। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

আবদুল জলিল আহমেদ
সভাপতি, কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশন

মজুমদার বলেন, 'জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু হলেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার মানুষ আইনি পরিষেবা পাবেন। আমরা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবির সঙ্গে একশো শতাংশ সহমত পোষণ করছি।' তবে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্দীপ দাস বলেন, 'আমার কাছে এ ব্যাপারে এখনও কেউ কিছু বলেননি। তাই কিছু বলতে পারব না।' শুক্রবার আদালত হয়েছে ৮ দিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। ছুটির মধ্যেই জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের থেকে অন্যান্য বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হবে। সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন। জেলা বারের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার বলেন, 'শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার নিয়ে যখন প্রথম সার্কিট বেঞ্চ হয় তখন আমরাও চেয়েছিলাম উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর ওই সার্কিট বেঞ্চের আওতায় আসুক। কারণ, উত্তর দিনাজপুরের মানুষের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে মামলা লড়তে ভীষণ সমস্যা হয়। আমরা গ্রীষ্মাবকাশের পর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে আবেদন করব মহকুমা ও জেলা আদালতকে জলপাইগুড়ি বেঞ্চের অধীনে নিয়ে আসার জন্য। এর ফলে বিচারপ্রার্থীরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই আইনজীবীরাও হবেন।'

রাতের আকাশে ড্রোনে আতঙ্ক

ডোমকল, ২৩ মে : বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের রাতের আকাশে উঁকি দিচ্ছে ড্রোন। ঘটনার কথা চাউর হতেই দেশের 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসেবে স্বীকৃত নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী এলাকায় শোরগোল পড়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ডোমকল মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।

কিরীটেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরীটেশ্বরী গ্রামে ৫১ পীঠের এক পীঠ অবস্থিত। এলাকায় প্রচুর প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সে কারণে এখানে প্রতিদিন জেলা তো বটেই জেলার বাইরে থেকেও বহু ভক্ত আসেন। বছর দুয়েক আগে দেশের পর্যটনমন্ত্রকের তরফে সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা দেওয়া হয় কিরীটেশ্বরীকে। এই গ্রামে রাতের আকাশে ড্রোন উড়তে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত।

এ বিষয়ে শুক্রবার স্থানীয় তরুণবিকাশ দাস বলেন, 'রাতে লক্ষ করি কিরীটেশ্বরী মন্দিরের ওপর ড্রোন উড়ছে। পরে নারকেলবাড়ির দিকে চলে যায়। মোবাইলে জুম করে দেখি ড্রোনটি সাধারণ নয়। বিষয়টি আমরা স্থানীয় থানায় জানিয়েছি।'

কিরীটেশ্বরী মন্দির কমিটির সহ সম্পাদক বাপি দাস বলেন, 'ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত পুলিশের।' মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রীত সিংয়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানার পরই পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল পেলেন জীবনকৃষ্ণ

কোচবিহার, ২৩ মে : রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল পেলেন কোচবিহারের বাসিন্দা জীবনকৃষ্ণ সরকার। তিনি বিএসএফের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর। শুক্রবার দিল্লির বিজ্ঞানমঞ্চে দেশের প্রতি তাঁর আত্মত্যাগ এবং সাহসী কর্মজীবনের জন্য জীবনকৃষ্ণ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই মেডেল প্রদান করেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এদিন কোচবিহারের চকচকায় সরকার বাড়িতে এবং এলাকায় খুশির হাওয়া। বাড়িতে চলছে মিষ্টিমুখের পর্ব। জীবনকৃষ্ণ ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর বিএসএফের কনস্টেবল পদে যোগ দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। ৪২ বছরের কর্মজীবনে তিনি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, জম্মু-কাশ্মীর সহ বিভিন্ন এলাকায় কাজ করেছেন। এরপর ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে।

মিলে আগুন

কুমারগ্রাম, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক চাষ মিলে আচমকা আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই তাঁরা পুলিশ এবং দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারবিশা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। তাঁদের ধারণা, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিদ্যুতের লাইন সহ কাঠ চেরাই মিলের পরিকাঠামো এবং যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয়েছে।

নয়া দার্জিলিং হবে রঙ্গারুন চা বাগান

প্রথম পাতার পর

এর আগে দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ের দিকে হটিতে বেরিয়ে 'এদিককেও শহরটা বাড়তে পারে' বলে মন্তব্য করেছিলেন। সেয় সমাপ্ত শিলিগুড়ি সফরে প্রতিটি সভা থেকে নয়া দার্জিলিং গড়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। যানজটে অবরুদ্ধ হচ্ছে রাস্তাঘাট। তাই নতুন দার্জিলিং তৈরির জন্য আমি অনীতদের (অনীত থাপা) এখনই পদক্ষেপ করতে বলব। জিটিএ, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন বসে একটা রুটম্যাপ ঠিক করুক।'

এরপরেই সক্রিয় হন অনীত। দার্জিলিং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে রঙ্গারুন চা বাগান এলাকায় নতুন উপনগরী তৈরির কথা প্রাথমিকভাবে ভাবা হয়েছে। রয়েছে সেখানে প্রচুর হোমস্টে, কটেজ তৈরির পরিকল্পনা। চারদিকে চা বাগানে ঘেরা এই অঞ্চলে উপনগরী তৈরি হলে দার্জিলিংয়ের ভিড় অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন গন্তব্য নিয়ে পর্যটকদের আগ্রহ বাড়বে স্বাভাবিকভাবেই।

আলোচনার মাধ্যমে ব্যবসায়ী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত নিতে খুব তাড়াতাড়ি জিটিএ'র তরফে একটি সভা ডাকা হবে, জানিয়েছেন জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক বছরের মধ্যে কোনও বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে উপনগরী নির্মাণ শুরু হতে পারে। রাস্তাঘাট সহ বাকি পরিকাঠামো তৈরি করবে জিটিএ।

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি

প্রথম পাতার পর

দূতাবাসের দ্বিতীয় কূটনীতিক এহসান-উর-রহিমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ভারত।

দানিশ নামে পরিচিত ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে। প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থান সফরের দিন আবার জানা গেল, নেপালি বংশোদ্ভূত এক পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে একটা বড় নাশকতা ভেস্তে দেওয়া গিয়েছিল। আনসারুল মিয়াঁ আনসারি নামে ওই গুপ্তচর কিন্তু ধরা পড়েছিল অন্তত দু'মাস আগে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাঁচিতে আখলাক আজম নামে অপর একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই পুরোনো ঘটনাগুলি সামনে আনা হল এতদিনে।

কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে ৪০ জন জঙ্গিকে যে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, সেই খবর এতদিনে বিএসএফের এক ডিআইজি সংবাদমাধ্যমকে জানালেন। ইতিমধ্যে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচারের পোস্টারে ছয়লাপ হয়েছে যুদ্ধবিমানের পাইলটের বেশে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি। যুদ্ধের আবহই বটে। কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা শুনে কী করবেন আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ। রাজস্থান না হয় পাকিস্তান সীমান্তে। যুদ্ধ উত্তেজনার আঁচ নিত্য থাকে সেখানে। কিন্তু পাক সীমান্ত থেকে এতদূরে উত্তরবঙ্গের সেই আঁচ তততা নেই। তাহলে হঠাৎ আলিপুরদুয়ারে কিংবা উত্তরবঙ্গকে সেই আঁচে সেঁকার পিছনে কি তবে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের বঙ্গে সম্মানের পরীক্ষায় উতরানোর কৌশল? যে পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের মাটি। লোকসভার ফল যত ভালোই হোক, যে মাটিতে বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মের ফলন উৎকৃষ্ট নয়, মোটামুটি।

উত্তরের আট জেলার ৫৪ আসনের মধ্যে ২০২১-এর ভোটে ২৫টি বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ফল ধরে রাখা যায়নি। মোদি যেখানে জনসভা করবেন, সেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ঘাসফুলে জমিতে ঝাঁপ দিয়েছেন। তাছাড়া পদ্মফুলের যত্নআত্তি করার লোকের বড় অভাব। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে ভেবে দেখতে হয়, গোপাল সাহা কোন কেন্দ্রের বিধায়ক! আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, জুয়েল মুর্মু, কৌশিক রায়, বুধরাই টুডু প্রমুখকে কোথাও দেখেন?

আন্দোলন দূরের কথা, কোনও কর্মসূচিতে? এঁরা সবাই কিন্তু বিজেপি বিধায়ক। শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর নামডাক আছে। কিন্তু তাঁকে ইংরেজবাজারে দেখা যায় না। নিখোঁজ পোস্টার পড়ে। শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি লেখায় কিংবা দরবার করায় সক্রিয় বটে। কিন্তু আন্দোলন করতে গেলে দল তাঁর পিছন টেনে ধরে। পাহাড়ের বিধি বরাবরিকে তো আবার বিজেপি বিধায়ক কি না, মাঝেমধ্যে ভ্রম হয়। নীরজ জিম্বার তৎপরতা কেউ টের পান? কিন্তু উত্তরবঙ্গ মুখ ফেরালে পদ্ম ফলনে সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা। তার ওপর উত্তরবঙ্গের সমস্যার শেষ নেই। আলিপুরদুয়ারে চা বলয়ের প্রাণকেন্দ্র। সংকটে চা শিল্প। মজুরি এত কম যে, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে অনেক চা শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন বেশি পারিশ্রমিক রোজগারে। মালদা থেকে কোচবিহার- গ্রাম উজাড় করে বেকাররা এখন অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। জলপাইগুড়িতে চা নিলামকেন্দ্রের উদ্বোধন আজ হচ্ছে, কাল হচ্ছে বলে ঝুলে আছে।

গত এক সপ্তাহে দু'দিন উত্তরবঙ্গে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উন্নয়নের দিশা, আন্দোলনের ডাক পরের কথা, এমন কিছু বললেন না, যা সবাকে শিরোনাম হয়। তাঁর দুটি কর্মসূচি ছিল তিরঙ্গা যাত্রা। সেই যুদ্ধের তাপ ছড়ানো আর কী! জঙ্গি দমন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সরকারের। কিন্তু কর্মসংস্থান, দু'মুঠো অন্নের সংস্থান তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়। তবে যুদ্ধের তাপ উসকে উঠলে জীবন-জীবিকা-খিদের মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া যায় বৈকি। তৃণমূলের ওপর ক্ষুব্ধ মানুষ ফি বছর ইভিএমে পদ্ম ছাপে বোতাম টেপেন। কিন্তু তৃণমূল বিরোধিতার হাওয়ায় ভোটে জিতে উত্তরবঙ্গে বিজেপির এত সংখ্যার জনপ্রতিনিধিরা করেনটা কী? রাজবংশী জাতিসত্তা উসকে দিয়ে যে ফায়দা বিজেপি তুলেছিল ২০১৪ সালে, তা ক্রমশ ফিকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত না করে বাগানে বাগানে হনুমান মন্দির, রাম মন্দির গড়ে আদিবাসী সমর্থন আদায়ের তাৎক্ষণিক লাভের গুড়ে এখন পিঁপড়ে ধরেছে।

সাংগঠনিক খামতি, নেতা-জনপ্রতিনিধিদের অপদার্থতা ইত্যাদি সব ঢেকে রাখতে আপাতত তাহলে যুদ্ধের দামামাই অস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। মোদির আলিপুরদুয়ার সফর তাহলে সেই কারণেই?

নিজস্ব পার্টি অফিস নেই তৃণমূলের

বাকিদের একাধিক

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আলিপুরদুয়ার বিধানসভার বিধায়ক তৃণমূলের। আলিপুরদুয়ার পুরসভাও তৃণমূলেরই দখলে। অথচ জেলা সদরে তৃণমূলের নিজস্ব কোনও পার্টি অফিস নেই! জেলা পার্টি অফিসটাও চলছে ভাড়াবাড়িতে।

২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যের কুর্সি দখল করলেও তাবড়-তাবড় নেতা, বিধায়করা এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলায় নিজস্ব জেলা কার্যালয়ও গড়ে তুলতে পারেননি। ২০১৪ সাল থেকে শাসকদল তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা কার্যালয়টি চলছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র শিশু উদ্যানের পাশে সংঘশ্রী ক্লাবের ঘর ভাড়া নিয়ে।

সংগঠনের দিক দিয়ে দেখলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অফিস হল টাউন ব্লক অফিস। সেটিও টাউন ব্লক কমিটির সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের একটি দোকানঘরে অবস্থিত।

এবার অন্য দলগুলির দিকে তাকানো যাক। আলিপুরদুয়ার জেলা সদরে সিপিএমের একটি এরিয়া অফিস, শ্রমিক-কৃষক ইউনিয়নের একটি অফিস ও জেলা কার্যালয় মিলিয়ে মোট তিনটি নিজস্ব পার্টি অফিস রয়েছে। এছাড়া ব্লক ও অঞ্চল স্তরেও সিপিএমের একাধিক নিজস্ব পার্টি অফিস রয়েছে।

১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্টে জেলা কংগ্রেসের নিজস্ব কার্যালয় সহ জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে কংগ্রেসের ব্লক ও অঞ্চল অফিস রয়েছে। অন্যদিকে, অমর টকিজ সিনেমা হলের পাশে পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে আরএসপির নিজস্ব জেলা কার্যালয়। এছাড়া জেলার সমস্ত ব্লকেই আরএসপির কার্যালয় রয়েছে।

২০১৮ সালে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি জেলা কার্যালয় তৈরি করার জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ ডেসিমাল জমি কিনেছে। দলীয় সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সেই জমিতে নিজস্ব বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু করবে গেরুয়া শিবির। বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলের জেলায় নিজস্ব কার্যালয় থাকলেও শাসকদলের কিন্তু নেই।

শাসকদলের বর্তমান জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক মেনে নিয়েছেন যে, একটি ক্লাব ভাড়া নিয়ে জেলা কার্যালয় চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। দ্রুত রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে নিজস্ব জেলা কার্যালয় তৈরির ব্যবস্থা করব।' তবে তাঁর সাফাই, 'আমি মাত্র বছর তিনেক ধরে জেলা সভাপতির দায়িত্বে রয়েছি। আগের সভাপতিরা কী করেছেন বলতে পারব না। তবে আমি নিজে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেব।'

২০১১ সালে বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে পালাবদলের পর ক্ষমতায় আসে জোড়াফুল শিবির। ঘাসফুল ক্ষমতায় আসার পর দলের প্রথম জেলা সভাপতি পদে বসানো হয় সৌরভ চক্রবর্তীকে। প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ বলেন, 'দল ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালে আমার নিজস্ব অফিসের জন্য ওই ক্লাব ভাড়া নিয়েছিলাম। পরে সেটাই ধীরে ধীরে জেলা কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে।'

সৌরভের পরে দলের পরবর্তী জেলা সভাপতি ছিলেন মোহন শর্মা। বর্তমানে তিনি বিজেপিতে। মোহনের পর জেলা সভাপতি করা হয় মৃদুল গোস্বামীকে। বর্তমানে তিনি জেলা পরিষদের মেন্টর। মৃদুলের পর দল প্রকাশকে দায়িত্ব দিয়েছে। এখন দেখার, তিনি জেলা সদরে দলের কোনও নিজস্ব জেলা অফিস গড়ে তুলতে পারেন কি না।

ভাড়াবাড়িতে চলছে ঘাসফুলের কার্যালয়।

ভাড়া করা

- ২০১৪ সাল থেকে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা কার্যালয়টি চলছে একটি ক্লাবঘর ভাড়া নিয়ে
- সেটি সৌরভ চক্রবর্তী নিজের অফিসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন
- ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্র শিশু উদ্যানের পাশে সেই ঘরে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে দলের

> **আমরা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। দ্রুত রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে নিজস্ব জেলা কার্যালয় তৈরির ব্যবস্থা করব।**
>
> – প্রকাশ চিকবড়াইক
> *জেলা সভাপতি, তৃণমূল*

নালা-রাস্তা সমান। ফালাকাটায় দুর্ভোগের ছবি। - সংবাদচিত্র

অল্প বৃষ্টিতেই উপচে পড়ছে নিকাশিনালা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ মে : বর্ষা শুরু না হলেও গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছেই, আর তাতেই উপচে পড়ছে ফালাকাটা শহরের নিকাশিনালা। শহরের যেদিকেই নজর যাবে, সেদিকেই শুধু আবর্জনা আর আবর্জনা। কয়েকটি ওয়ার্ডে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, বাসিন্দাদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে হচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসী।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'শহর পরিষ্কার রাখার মতো কোনও ফান্ড আমরা এখনও পাইনি। তা সত্ত্বেও পুরসভার নিজস্ব ফান্ড থেকে নালা, জঞ্জাল পরিষ্কার করা হচ্ছে। বর্ষার মধ্যেও এই কাজ করা হবে।'

চেয়ারম্যান শহর পরিষ্কার রাখার কথা বললেও বাসিন্দারা কিন্তু তা মানতে চাননি। ফালাকাটা নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক বাপন গোপ বলেন, 'গোটা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। একাধিক জায়গায় নালা উপচে আবর্জনা গিয়ে রাস্তায় পড়ছে। পুরসভা এসব দেখে না।' নাগরিক পরিষেবা নিয়ে পুরসভার কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা বলেছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

শুক্রবার সকাল থেকেই শহরের নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ শুরু হয়। জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে নাগরিকরা নালার জড়ো হয়ে থাকা আবর্জনা নিয়ে কথা বলতে থাকেন। নাগরিকদের থেকে এমন কথা জেনেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে এদিন খোঁজ নেওয়া হয়। শহরের বেশিরভাগ ওয়ার্ডেরই এই অবস্থা।

জংলা কালীবাড়ি রোড, সুভাষপল্লি, হাটখোলা, দেশবন্ধুপাড়া, বাবুপাড়া সহ শহরের এমন কোনও এলাকা বাদ যায়নি যেখানে নিকাশির বেহাল অবস্থার ছবি দেখা যায়নি। পুরসভার যে এলাকায় পাকা নালা আছে, সেইসব জায়গাতেই বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় তো বেহাল নিকাশিনালার জন্য নাগরিকদের যাতায়াতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ফালাকাটা হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্সে আসা ইন্দ্রজিৎ রায়ের কথায়, 'প্রতিদিন জংলা কালীবাড়ির রাস্তা দিয়ে হাটখোলায় আসি। কিন্তু নালার আবর্জনা রাস্তার উপর এসে পড়ছে। এই রাস্তা দিয়ে এখন আসাই যায় না।' একই কথা বললেন সঞ্জয় সূত্রধর।

পুরসভা সূত্রে খবর, শহর পরিষ্কার রাখতে রাজ্য থেকে যে টাকা পাওয়ার কথা তা বিগত কয়েক মাস ধরে বন্ধ। পুরসভা নিজস্ব ফান্ড থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করাচ্ছে। এর জন্য সব ওয়ার্ডেই নাকি শ্রমিক নেওয়া হয়েছে। তাঁরাও নিয়মিত নালা, জমা জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন। কিন্তু পুরসভার এমন সাফাইয়ের পরও কেন সমস্যা থেকে যাচ্ছে? প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী।

গাড়ির দাপটে ঢোকা মুশকিল হাসপাতালে

দাঁড়িয়ে থাকে অ্যাম্বুল্যান্স

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : সকাল সাড়ে দশটা। হাসপাতাল চৌপথি থেকে জেলা হাসপাতালের দিকে ছুটে আসছে একটি অ্যাম্বুল্যান্স। ভেতরে শুয়ে এক প্রবীণ রোগী, সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু হাসপাতালের গেটের ঠিক ১৫০ মিটার আগেই যেন দৃশ্যপট বদলে গেল। রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে টোটো, বাইক, চারচাকা গাড়ি। তার ফাঁকে অল্প অল্প জায়গা খুঁজে দাঁড়িয়ে লোকজন। আর মাঝখানে অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভেতরে উদ্বিগ্ন চোখ, বাইরে পথ আটকে অচল শহর। প্রায় তিন থেকে চার মিনিট রাস্তা ঠাসা থাকায় এগোতে পারেনি গাড়িটি। শেষে লোকজন সরিয়ে কোনওরকমে হাসপাতালের মূল গেট পেরোল অ্যাম্বুল্যান্সটি।

জেলা হাসপাতালের প্রবেশপথ ধরে যে সরু রাস্তাটি হাসপাতালে যায় সেটি প্রায় রোজই এমন 'অবরুদ্ধ' থাকে। কারণ, অবৈধ পার্কিং। রাস্তাটি প্রায় ১৫-১৮ ফুট চওড়া। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বাইক, চারচাকা, টোটো, এমনকি কখনও কখনও পণ্যবাহী গাড়িও। হাসপাতালের ভিতরে পার্কিংয়ের জায়গা থাকলেও সেখানে অনেকে যান না। কারণ হিসেবে সামনে আসে 'টাকা দিতে হবে' যুক্তি। সামনের দোকানের কর্মচারী তো বলেই দিলেন, 'আমি এখানে চাকরি করি, বাইকটা তো দোকানের সামনেই রাখব।' আরেকজন টোটোচালকের বক্তব্য, 'এই তো একটু দাঁড়িয়ে কাজ সেরে চলে যাব।' কিন্তু সমস্যাটা হালকা নয়। এই 'একটু'র সংখ্যা যখন কয়েকশো, তখনই তৈরি হচ্ছে যানজট।

হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় অনুপ ঘোষ বললেন, 'বাবার শ্বাসকষ্টের সমস্যা, এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল কয়েক মিনিট। এই সময়টুকুও গুরুত্বপূর্ণ।' স্থানীয় ব্যবসায়ী নিরঞ্জন দেবনাথ অবশ্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইছেন। তাঁর কথায়, 'প্রশাসনের উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা যানজটমুক্ত রাখার জন্য নির্দিষ্ট পার্কিং আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা।'

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, 'জেলা হাসপাতালের প্রবেশপথ ঘিরে যে যানজট হচ্ছে তা আমরা নজরে রেখেছি। সকলকে পার্কিং সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। তবে কেউ ইচ্ছে করে নিয়ম ভাঙলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।'

জেলা হাসপাতালের সামনের রাস্তা এভাবেই অবরুদ্ধ থাকে রোজ।

বেহাল বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন রোড। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

স্টেশন রোড গর্তে ভরা নরকযন্ত্রণা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৩ মে : বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটি বছরের পর বছর বেহাল। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ওই রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ফাটা পাইপের জলে সারাবছরই ভরে থাকে গর্তগুলি। বৃষ্টিতে ওই জায়গাটি আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি রেলমন্ত্রকের জমিতে থাকায় সেটি মেরামতে পদক্ষেপ করতে পারছে না পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। রেলমন্ত্রকের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা। এদিকে রাস্তা বেহালে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে দুষছে রেলমন্ত্রক।

গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত হলেও গঠন প্রকৃতিতে বীরপাড়া আদতে শহর। দলগাঁও রেলস্টেশনে দিল্লিগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস, শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, রাজস্থানগামী কবিগুরু এক্সপ্রেসের স্টপ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক সহ ফালাকাটা ব্লকের একাংশের বাসিন্দারা নির্ভর করেন দলগাঁও রেলস্টেশনের ওপর। আবার ওই রাস্তা দিয়েই বীরপাড়ার সুভাষপল্লি, কলেজপাড়ার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। সমস্যায় ভানুনগরের বাসিন্দারাও। বছরের পর বছর ধরে এবড়োখেবড়ো রাস্তা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা। বীরপাড়ার সঞ্জয় জৈন বলছেন, 'ওই রাস্তা দিয়ে চলাই মুশকিল। রাস্তাটি মেরামতে রেলমন্ত্রকের অনেক আগেই পদক্ষেপ করা উচিত ছিল। প্রতিদিন রেলযাত্রী ছাড়াও বীরপাড়ার কয়েক হাজার মানুষকে ওই রাস্তায় সমস্যা পোহাতে হচ্ছে।'

সমস্যায় রাস্তা লাগোয়া দোকানের মালিকরাও। রাস্তা ঘেঁষেই উমেশ ঠাকুর, বংশরাজ প্রধানদের দোকান। তাঁরা জানান, দোকানের সামনে সারাবছর রাস্তায় থইথই করে জল। কোনও যানবাহন গেলেই নোংরা জল ছিটকে দোকানে ঢোকে। অনেক সময় জলকাদায় আছাড় খেয়ে পড়েন সাইকেল ও মোটরবাইক চালকরাও। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পথচারীরা। ওই রাস্তার পাশেই বসে লটারির টিকিট বিক্রি করেন সুমিত্রা দেবী শা। তাঁর কথায়, 'হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। অথচ বছর দশেক ধরে রাস্তাটি মেরামতে উদ্যোগ নেই। রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করাই মুশকিল। যানবাহন যাতায়াত করলেই কাদা ছিটকে পড়ে।'

কলেজপাড়ার বাসিন্দা টোটোচালক অসীম সরকারের বক্তব্য, 'বড় বড় গর্তে অনেক সময় টোটো উলটে পড়ছে।' দলগাঁওয়ের স্টেশন সুপার রাজেশ কুমার বলছেন, 'রাস্তা নিয়ে রেলমন্ত্রক সমীক্ষা করেছে। শীঘ্রই রাস্তা পুনর্নির্মাণের কাজ হবে। কিন্তু রাস্তা ভেঙেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ফাটা পাইপের জল জমে থাকায়। পাইপ মেরামত না করা হলে রাস্তাটি পুনর্নির্মাণ করেও লাভ হবে না।' জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর জানিয়েছে, বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় ফাটা পাইপ মেরামত করা হচ্ছে।

হয়রানি

- মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক সহ ফালাকাটা ব্লকের একাংশের বাসিন্দারা নির্ভর করেন দলগাঁও রেলস্টেশনের ওপর
- ওই রাস্তা দিয়েই বীরপাড়ার সুভাষপল্লি, কলেজপাড়ার বাসিন্দারা যাতায়াত করেন
- বছরের পর বছর ধরে এবড়োখেবড়ো রাস্তা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

২৮ দফা দাবি

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : আলিপুরদুয়ার জেলার পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়ন (নর্দার্ন মেকানিক্যাল ডিভিশন কমিটি) শুক্রবার স্মারকলিপি দিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৫ দফা এবং ১৩ দফা দাবি নিয়ে পিএইচই-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও জল জীবন মিশন আলিপুরদুয়ার ইউনিটের কর্মকর্তাদের কাছে আলাদা আলাদা স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

তাদের অভিযোগ, অপারেটরদের কাজের সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় ন্যায্য পারিশ্রমিক মিলছে না। পাশাপাশি কাজের নিরাপত্তাও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। ছাঁটাইয়ের হুমকি ও মজুরি বন্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে। সংগঠনের সম্পাদক গণেশ নন্দী বলেন, 'পরিকাঠামোর অভাবে অপারেটররা দিনের পর দিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। অথচ তাঁদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আর চলতে পারে না।' তারা জানিয়েছে, স্থায়ী নিয়োগ, পানীয় জল সরবরাহের নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে। হুঁশিয়ারি, দাবি না মানা হলে আন্দোলন হবে।

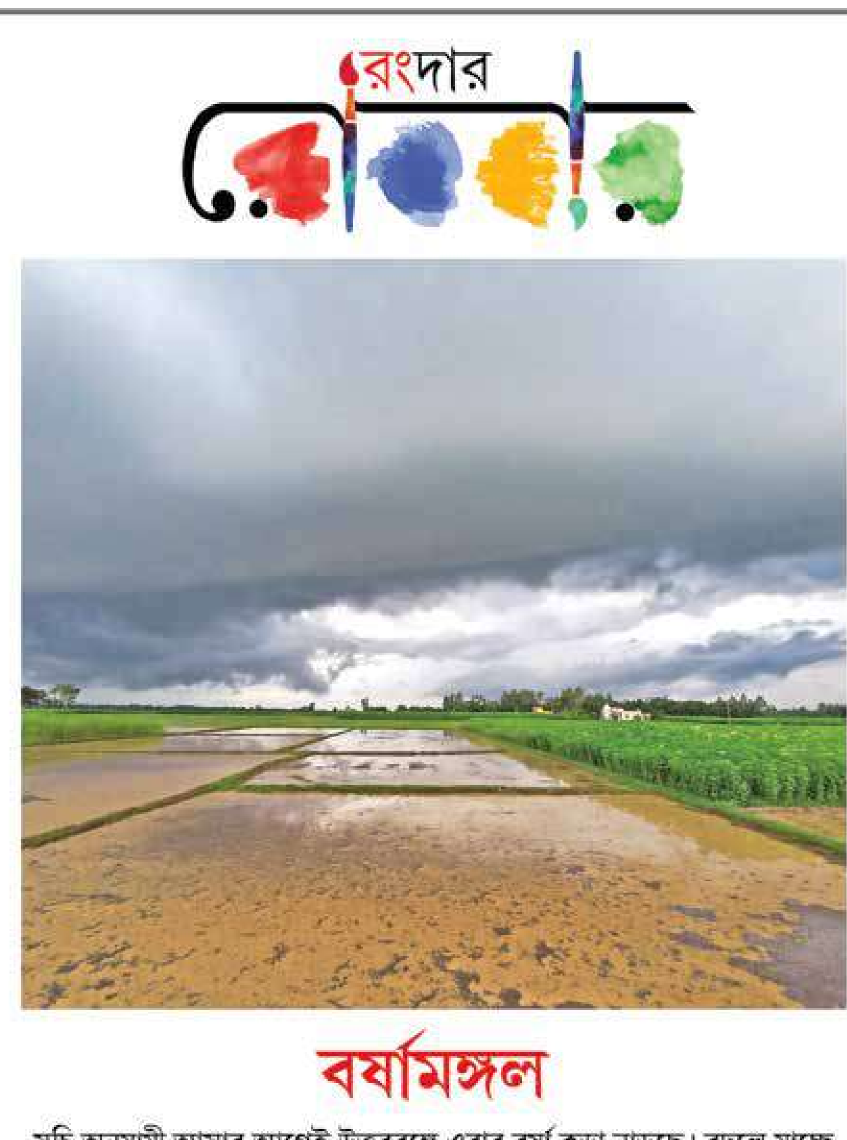

বর্ষামঙ্গল

সূচি অনুযায়ী আসার আগেই উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষা কড়া নাড়ছে। বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র, তাকে ঘিরে আমাদের সমস্ত অনুভূতিও। বর্ষার এই বদলে চলা ছবিকে নিয়েই এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, দেবদূত ঘোষঠাকুর ও রঙ্গন রায়
ছোটগল্প শুভময় সরকার ও জয়দেব সাহা
ফুড ব্লগ শুভ সরকার
কবিতা মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সরকার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, বিভা দাস ও ছবি ধর

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

নজরুলের জন্মজয়ন্তীতে সপ্তাহভর অনুষ্ঠান

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : বাংলায় ১১ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ২৬ মে, সোমবার জন্মদিন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। তবে ইংরেজি ক্যালেন্ডার হিসেবে ২৪ মে, শনিবার তাঁর জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে। এক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠান চলবে। কয়েকদিন আগেই পার হয়েছে রবীন্দ্র জয়ন্তী। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান চলেছিল কয়েকদিন ধরে। নজরুল জন্মজয়ন্তীও একইভাবে পালন করা হবে আলিপুরদুয়ার শহরের নানা জায়গায়। নাচ, আবৃত্তির মহড়া চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই।

সোমবার প্রভাত সংঘ মোড়ে সকালে নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নজরুল চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে। নজরুলমূর্তিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, প্রদীপ প্রজ্বলন, উদ্বোধনী সংগীত অনুষ্ঠান রয়েছে। তেমনি একক ও সমবেতভাবে সংগীত, আবৃত্তি, আলোচনার নানা অনুষ্ঠান আছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৪০ জন অংশ নিতে চলেছে। আহ্বায়ক বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারেও নজরুল জন্মজয়ন্তী হচ্ছে।' জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানে নাচ, গান, আলোচনা রয়েছে। বিশিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন সেখানে।

শুধু জন্মজয়ন্তীর দিন নয়, তার আগে ও পরেও বেশকিছু অনুষ্ঠান রয়েছে। 'চতুরঙ্গ' সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে কোর্ট ব্যবসায়ী সমিতি হলে রবিবার 'প্রথম বর্ষ রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব' উপলক্ষ্যে অঙ্কন, কবিতা, সংগীত ও নৃত্যের প্রতিযোগিতা রয়েছে। পাশাপাশি সন্ধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। প্রায় ৩০০ জন অংশ নিতে চলেছে বলেন জানান সম্পাদক শীলা রায়। সেই সঙ্গে সন্ধ্যায় 'সম্পূর্ণা'র আয়োজনে সম্মিলনি ক্লাব চত্বরে রবীন্দ্র-নজরুল অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানে আবৃত্তি, গান সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। এছাড়া, পুরসভা হলে 'সৃষ্টিলোক' আবৃত্তি ক্লাসের উদ্যোগে 'আবৃত্তি প্রবাহ' অনুষ্ঠান রয়েছে। কবি নজরুল ইসলামের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকান্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা-আবৃত্তি থাকছে। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী', 'ডাকঘর' শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ হবে।

শনিবার রুদ্রাক্ষ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের উদ্যোগে 'রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী' অনুষ্ঠান হবে নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে। সেখানে পর্যায়ভিত্তিক রবীন্দ্রনৃত্যের পাশাপাশি নজরুলনৃত্য, আলোচনা থাকছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে প্রদর্শনীও হতে চলেছে।

গানের মহড়া চলছে। আলিপুরদুয়ারে। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

অধিনায়ক হওয়ার অপেক্ষায় শুভমান

শুভমান গিলের জমানায় ঋষভ পন্থের ভূমিকা কী হবে? জানতে শনিবার চোখ থাকবে মুম্বইয়ে দল নির্বাচনি বৈঠকে।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মে : জল্পনার আজ শেষবেলা। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার।

তারপরই শনিবার দুপুর দেড়টায় মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে প্রবল আগ্রহ। যার নেপথ্যে দুইটি নাম, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। 'রোকো' জুটির অবসরের পর বিলেতের মাটিতেই প্রথমবার টেস্ট খেলতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ফলে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। শুধু তাই নয়, রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। যদিও ভারতীয় টেস্ট দলের নয়া নেতার দৌড়ে সবার আগে শুভমান গিল। মনে করা হচ্ছে, তাঁর অধিনায়ক হওয়া নেহাতই সময়ের অপেক্ষা। যদিও শেষবেলায় জসপ্রীত বুমরাহ সমানে টক্কর দিয়ে চলেছেন শুভমানকে। সমস্যা একটাই, চোটপ্রবণ বুমরাহ পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে পারবেন কি না, সেটা কারোর জানা নেই। তাই বুমরাহ বনাম শুভমান লড়াই এখন তুঙ্গে।

রোহিত-বিরাটের অবসরের পর যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন, চার নম্বরে কে ব্যাট করবেন- এমন নানা বিষয় নিয়েও রয়েছে আগ্রহ। কাল ইংল্যান্ড সফরের দল ঘোষণার পরই হয়তো ছবিটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে লন্ডনের বিমানে ওঠার দৌড়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে তৈরি রয়েছে তুমুল ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি অংশের দাবি, সামি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন না। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর থেকে কোনও টেস্ট খেলেননি সামি। ফিট হয়ে মাঠে ফেরার পর টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়ার আগে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছিলেন সামি। কিন্তু সেটা কি সামির ফিটনেসের অবস্থান বোঝার জন্য যথেষ্ট? জল্পনা চলছে। রাতের দিকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'সামির ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজে পুরো সময় ফিট সামিকে পাওয়া যাবে কি না, স্পষ্ট নয়। বুমরাহর জন্যও একই কথা বলতে হবে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট যদি বুমরাহর জন্য একটা ফ্যাক্টর হয়, তাহলে সামির জন্যও সেটা থাকবে।'

সামি শেষপর্যন্ত লন্ডনের বিমানে না উঠলে নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খাবে টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিং শক্তি। যদিও বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের ইংল্যান্ড সিরিজের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। অলরাউন্ডার হিসেবে শার্দূল ঠাকুরও থাকবেন দলে। প্রয়োজনে তিন বা চার নম্বর পেসারের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে সামিকে ইংল্যান্ড সফরের দলে না রাখা হলে অভিজ্ঞতার বিচারে ভারতীয় দলের বোলিং শক্তি কমতে বাধ্য। বোলিংয়ের পাশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, লিডসে প্রথম টেস্টে জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের ওপেন করার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁকেই বিলেত সফরে রোহিতের পরিবর্ত ওপেনার হিসেবে ভাবা হচ্ছে।

লোকেশ যদি যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে দলের মিডল অর্ডারের ছবিটা কেমন হবে? হবু অধিনায়ক শুভমান তিন নাকি চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন? স্বপ্নের ফর্মে থাকা বি সাই সুদর্শনকে কি তিন নম্বর জায়গা ছেড়ে দেবেন শুভমান? কোহলির ফেলে যাওয়া চার নম্বরে কে ভরসা দেবেন দলকে? করুণ নায়ার, শ্রেয়স আইয়ারদের (সম্ভাবনা কম) মতো বেশ কিছু নাম ভাসছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। কিন্তু কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। রবীন্দ্র জাদেজা নিশ্চিতভাবেই স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন দলে। জোড়া উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেলকে নিয়েও সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবের ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা প্রায় নিশ্চিত। রাতের দিকের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার একজন বাঁহাতি জোরে বোলার বিলেত সফরে নিয়ে যেতে চাইছেন। অর্শদীপ সিংয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে স্কোয়াডে ঢুকে পড়ার।

শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড সফরের ভারতীয় দলের ছবিটা যেমনই হোক না কেন, রোহিত-বিরাট পরবর্তী পর্বে 'নয়া' ভারতের বোধন শনিবারই হয়ে যাচ্ছে।

আজ মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা ■ অনিশ্চিত সামি

প্রশ্ন
যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী ওপেনার ও চার নম্বর ব্যাটার।

সংশয়
বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলার পরও মহম্মদ সামির ফিটনেস।

পেসার
জসপ্রীত বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা।

অলরাউন্ডার
শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা।

নিশ্চিত
উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল।

সম্ভাবনা
বাঁহাতি জোরে বোলার হিসেবে অর্শদীপ সিং।

একান্ত সাক্ষাৎকারে

রিচা ঘোষ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে।

লর্ডসে নামার সময় মনে পড়বে
সৌরভের কথা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ছুটি প্রায় শেষ। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা হয়ে রিচা ঘোষ পৌঁছে যাবেন বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে। সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবেন। তারপরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশের মাটিতে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। ব্যস্ত ক্রিকেট সূচির মধ্যে মাসপাঁচেক হয়তো বাড়ি ফেরাই হবে না। তাই ব্যাগ গোছানোর সঙ্গে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে পরিবার ও চেনাপরিচিতদের আবদার রক্ষা করে যেতে হচ্ছে রিচাকে। এর মধ্যেই তিনি সময় করে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন। যেখানে উঠে এসেছে লর্ডস নিয়ে তাঁর নস্টালজিয়ার কথা। জানিয়েছেন, ১৯ জুলাই লর্ডসে সিরিজের চতুর্থ টি২০ ম্যাচ খেলতে নামার সময় তাঁর মনে পড়বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা।

লর্ডস আবেগ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে। আমাদের ড্রেসিংরুমেও লর্ডস নিয়ে কথা শুনেছি। এর আগে ইংল্যান্ডে গেলেও জাতীয় দলের হয়ে লর্ডসে নামা হয়নি। তবে দ্য হান্ড্রেডে খেলার সময় লর্ডসে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনই ওখানকার পরিবেশ, লর্ডসের অনার্স বোর্ড আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

অনার্স বোর্ডে নাম

না, সেই রকম কোনও পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি না। আমার কাছে দলের জয়, আমাকে টিম ম্যানেজমেন্টের দেওয়া দায়িত্বপালনই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। আমি হার্ড হিটার ব্যাটার। স্বাভাবিকভাবেই বিগ হিট নেওয়ার দায়িত্ব থাকে আমার ওপর। তাই সেটা করার সঙ্গে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম উঠলে অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে দলের হার আমার সহ্য হবে না।

ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ

এটা আমার চতুর্থ ইংল্যান্ড সফর হতে চলেছে। জাতীয় দলের হয়ে তৃতীয়। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি ওখানে বল একটু বেশি নড়াচড়া করে। কিন্তু পরিবেশ ও পিচের বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আমার রান পেতে সমস্যা হবে না। এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে দ্য হান্ড্রেডে খেলার জন্য ৯ বছর ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব সামলানো হিদার নাইট আমাকে প্রস্তাব দেওয়ায়।

অধরা বিশ্বকাপ

সিনিয়ার পর্যায়ে আমার পঞ্চম বিশ্বকাপ হতে চলেছে। একবার ট্রফি হাতে নেওয়ার ইচ্ছা তো আছেই। গোটা দলই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের মাটিতে খেলার অ্যাডভান্টেজ আমাদের সঙ্গে থাকছে।

ফিনিশিং সমস্যা

শেষ কয়েকটা বিশ্বকাপে কাছাকাছি পৌঁছেও ট্রফি আসেনি আমাদের। ম্যাচ সিমুলেশনে আমরা ফিনিশিং নিয়ে খাটছি। এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বোলার কে, সেদিন তাঁর ফর্ম কেমন চলছে, নিজে এবং পার্টনার কেমন ছন্দে রয়েছে - পরিকল্পনা তৈরিতে সবকিছুর ওপর নির্ভর করতে হয়।

বড় সুযোগ বাকিদের জন্য, বলছেন গম্ভীর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে নকিংয়ের জন্য চলেছেন বিরাট কোহলি। লখনউয়ে শুক্রবার।

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের শূন্যস্থান পূরণের কাজটা কঠিন। কিন্তু সেটাই এখন চ্যালেঞ্জ। রোহিত-কোহলি জুটির অনুপস্থিতি দলের বাকিদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ।

রোহিত-বিরাটরা ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন কি না, সময় বলবে। তার আগে আমাদের সামনে রয়েছে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ।

একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন খেলা থেকে অবসর নেবে, সেটা একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তকে সবসময় সম্মান করা উচিত।

রাত পোহালেই টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের দল ঘোষণা। শনিবার দুপুর দেড়টায় মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে 'নয়া' ভারতীয় দলের জন্ম হবে। সেই দলের কোচ হিসেবে আজ সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। সেই সাক্ষাৎকারে নরমে-গরমে গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার 'বস'। গম্ভীর বলেছেন, 'আমরা দুজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়া ইংল্যান্ডে খেলতে নামব। কাজটা হয়তো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, এমন পরিস্থিতি বাকিদের জন্য সুযোগ। বাকিরাও এবার এগিয়ে এসে বলুক, আমরা তৈরি।'

মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন।

রোকোহীন ভারতীয় ক্রিকেট

মাঝে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে এর আগে কখনও রোহিত-বিরাট নিয়ে মুখ খোলেননি টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। আজ প্রথমবার 'রোকো' জুটিকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গম্ভীর বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন অবসর নেবে, এই ব্যাপারে কারও কিছু বলার থাকতেই পারে না। সিদ্ধান্তটা একেবারেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুবাদে একজন ক্রিকেটার ভালোই বুঝতে পারে কখন থামতে হবে।' মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে চোটের কারণে ভারতীয় দলে ছিলেন না জসপ্রীত বুমরাহ। বাকিরা তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন। টিম ইন্ডিয়াও সফল হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরেও তেমনই কিছু দেখার অপেক্ষায় কোচ গম্ভীর।

টেস্ট ছাড়লেও বিরাটরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি এখনও। 'রোকো' জুটি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান। কিন্তু চাইলেই কি তাঁরা পারবেন? স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দেননি কোচ গম্ভীর। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, '২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। সেটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপাতত।'

অবসর নিয়ে প্রশ্ন বেঙ্গসরকারের

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা উত্তর পর্বে প্রথম টেস্ট সফর।

তাও একেবারে বিলেতের মাটিতে। ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তরুণ ভারতীয় দল কীভাবে চ্যালেঞ্জ সামলায়, আশা-আশঙ্কার দোলাচল। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই বিরাট-রোহিতদের অবসরের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ বেঙ্গসরকার।

লর্ডসে একমাত্র বিদেশি ব্যাটার হিসেবে টানা তিন টেস্টে শতরানের মালিকের মতে, ইংল্যান্ড সফরের পরই দুই তারকা অবসর নিতে পারত। রোকো-র সিদ্ধান্তে তিনি অবাক। এক সাক্ষাৎকারে বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।'

> দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

অধিনায়ক রোহিত ৭ মে অবসর নেন। ইংল্যান্ড সফরে রোহিতকে ঘিরে টানাপোড়েন ছিল। এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। কয়েকদিনের মধ্যে অবাক করে একই পথে বিরাটও। দশ হাজার টেস্ট রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৭৭০ রান আগে থামার সিদ্ধান্ত নেন। বেঙ্গসরকারের কথায়, অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে বিরাট-রোহিত সাফল্য পেয়েছেন। সেদিক থেকে দলের জন্য বড় ক্ষতি। তবে দুই তারকার বিদায় নতুনদের সামনে সুযোগ এনে দিচ্ছে। আশাবাদী, বাকিরা তা কাজে লাগাতে সমর্থ হবেন।

সম্ভাব্য বিকল্প কে বা কারা হতে চলেছে, সেই প্রসঙ্গে ঢুকতে নারাজ বেঙ্গসরকার। দায়িত্বটা ছাড়লেন নির্বাচকদের ওপর। প্রাক্তনের যুক্তি, ঘরোয়া ক্রিকেটে কড়া নজর রয়েছে নির্বাচকদের। তারাই এই ব্যাপারে কিছু বলা বা পদক্ষেপ করার পক্ষে উপযুক্ত। তবে শ্রেয়স আইয়ারের নামও ভাসিয়ে দিলেন। বেঙ্গসরকারের যুক্তি, শ্রেয়স ভালো ব্যাটার। অভিজ্ঞও। বিরাটদের শূন্যতা পূরণে মিডল অর্ডারে আদর্শ হতে পারে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক।

বিরাট-রোহিতদের ঘিরে শূন্যতা তৈরি হলেও বেঙ্গসরকারের বিশ্বাস, তরুণ ব্রিগেডের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার রসদ রয়েছে। প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে। টিম ইন্ডিয়ার সামনে ভালো সুযোগ থাকবে বিলেতের মাটিতে বিজয়পতাকা ওড়ানোর। তবে লক্ষ্যপূরণে প্রথম দুই টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ, গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করে দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের কর্নেল। পাশাপাশি বিশ্বাসও রাখছেন, ইংল্যান্ড সফরে নতুন তারকা জন্ম নেবে। ভারতীয় দল সফল হবে।

বার্সার সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধি রাফিনহার

মাদ্রিদ, ২৩ মে : বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। ২০২৮ পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির হয়ে খেলবেন তিনি।

চুক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পর রাফিনহা জানিয়েছেন, বার্সাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চান। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের পরিবারকে সবসময় বলি, বার্সাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চাই। চেষ্টা করব আগামীদিনে বার্সার জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার।' আসন্ন মরশুমে বার্সেলোনার পাঁচজন অধিনায়কের তালিকাতেও নাম রয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান তারকার। এই প্রসঙ্গে রাফিনহা বলেছেন, 'আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। যখন বার্সায় যোগ দিয়েছিলাম, তখনকার তুলনায় এখন আমি অনেক পরিণত। আমার একটাই লক্ষ্য, এই ক্লাবের জার্সিতে আরও অনেক খেতাব জিততে চাই।'

২০২২ সালে লিডস ইউনাইটেড থেকে ন্যু ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন রাফিনহা। প্রথম দুই মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু চলতি মরশুমে বার্সেলোনার দুরন্ত সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারিগর রাফিনহা। এখনও পর্যন্ত ৫৬ ম্যাচে ৩৪ গোল ও ২৫টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। দলকে জিতিয়েছেন লা লিগা, কোপা ডেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ। ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল ও প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন রাফিনহা।

কেক খাইয়ে বৈভবকে সংবর্ধনা জানালেন বন্ধু, পরিবারের লোকেরা।

গণ সংবর্ধনা নিয়ে বাড়িতে বৈভব

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : আইপিএলে সবার মন জিতে ঘরে ফেরা। ঘরের ছেলে বৈভব সূর্যবংশীর যে ঘরে ফেরাকে রঙিন করে রাখলেন তার ভক্তেরা। বিহারের তাজপুরে নিজের গ্রামে ফেরা বৈভবকে ঘিরে কার্যত উৎসব। বন্ধুবান্ধব, গোটা গ্রামের লোক স্বাগত জানান তাঁদের ক্রিকেট নায়ককে। রাজস্থান রয়্যালস সেই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছে সমাজমাধ্যমে।

এর মধ্যেই বিহার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে বৈভবের কোচ অশোক কুমার চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। জানান, আগামী ২ বছরের মধ্যে তাঁর ছাত্র ভারতীয় সিনিয়ার দলে খেলবে। বলেছেন, 'একার হাতে ম্যাচ জেতানোর মানসিকতা রয়েছে ওর মধ্যে। কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়, বিক্রম রাঠোর স্যরকে পাচ্ছে। গত তিন মাস ওঁদের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যা আরও এগিয়ে দেবে ওকে। আমার বিশ্বাস, ২ বছরের মধ্যে ভারতীয় টি২০ দলে জায়গা করে নেবে বৈভব।'

শেষ চারে শ্রীকান্ত

কুয়ালা লামপুর, ২৩ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সেমিফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ২৪-২২, ১৭-২১, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফ্রান্সের টোমা পোপোভকে। জয়ের পর শ্রীকান্ত বলেছেন, 'আমি অনেকদিন পর একটানা এত ম্যাচ জিতলাম। আশা করছি এই ছন্দ ধরে রাখতে পারব।' সেমিফাইনালে জাপানের উসি তানাকার মুখোমুখি হবেন শ্রীকান্ত। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। তাঁরা হেরে গিয়েছেন চিনের জিয়ান ঝেন ব্যাং-ওয়েই ইয়া জিনের কাছে।

নয়া ফুটবল মরশুমের ক্যালেন্ডারে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে ভাবনাচিন্তাই করুক না কেন, ডুরান্ড কাপ দিয়েই শুরু হতে চলেছে আগামী মরশুম। ফলে এআইএফএফের দেওয়া ক্যালেন্ডারে করতে হচ্ছে রদবদল।

গত মরশুম থেকেই ফেডারেশন কর্তারা চেষ্টা করছেন ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ আবার ফিরিয়ে আনতে। তাঁদের ভাবনায় ছিল, এবার মরশুম শুরুই করা হবে এই ফেডারেশন কাপ দিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা সম্ভব হচ্ছে না কিছু রাজনৈতিক এবং সরকারি বাধ্যবাধকতায়। ডুরান্ড কাপই হবে প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট। যা আগে ১৮ জুলাই থেকে শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর উদ্বোধনের দিন পিছিয়ে সম্ভবত ২৩ তারিখ করা হচ্ছে। কারণ ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের বড় অনুষ্ঠান থাকে কলকাতায়। ফলে নেতা-মন্ত্রী তো বটেই, পুলিশ-প্রশাসনও এতে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু কলকাতাতেই উদ্বোধন, তাই তারপর একদিন বাদ দিয়ে ডুরান্ড শুরু করার ভাবনায় আয়োজকরা। অগাস্টের ২২ কী ২৩ তারিখ শেষ হবে ডুরান্ড। ফেডারেশন এখন চেষ্টা করছে আইএসএল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু করিয়ে মাঝের সময়টা ফেডারেশন কাপ করাতে। আইএসএল কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নাকি এফএসডিএলকে অনুরোধও জানাবে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও থাকছে। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, কিছুতেই কোচেরা আইএসএল শুরুর আগে রাজি হবে না পরপর দুটি টুর্নামেন্ট খেলতে। একান্তই তাঁরা রাজি না হলে ফেডারেশন বা সুপার কাপ, যাই হোক না কেন, সেটা জানুয়ারির ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতেই নিয়ে যাওয়া হবে।

সমস্যা অবশ্য এতেই থেমে থাকছে না। এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি-র টুর্নামেন্ট খেলবে। যার মধ্যে গোয়ার প্লে-অফ অগাস্টেই পড়ার কথা। তাই তারা ডুরান্ড কমিটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, গোয়ার গ্রুপ লিগের ম্যাচ যাতে ওই মাসের শুরুর দিকেই দিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কারণে যদি ফেডারেশন কাপ অগাস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় তাহলে গোয়া যোগ্যতা অর্জন করলে তাদের এবং মোহনবাগানের পক্ষে এই টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দেওয়াই সমস্যা হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলির জন্য। সবমিলিয়ে ক্যালেন্ডার নিয়ে সবটাই এখনও অবিন্যস্ত অবস্থায় আছে। শুধুমাত্র ডুরান্ড দিয়ে মরশুম শুরু করাটা নিশ্চিত।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। তারা সেমিফাইনালে ২-০ গোলে হারাল সার্দার্ন সমিতিকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও সন্ধ্যা মাইতি। অপর সেমিফাইনালে শ্রীভূমি এফসি মুখোমুখি হয়েছিল সুরুচি সংঘের। ৫৭ মিনিট পর্যন্ত খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। তারপর প্রবল বৃষ্টির কারণে আর খেলা হয়নি। অসম্পূর্ণ ম্যাচটি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনাল ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে আইএফএ।

মোহনবাগানের নির্বাচন হয়তো ২২ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : শনিবারই সম্ভবত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি জানাবে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের আসন্ন নির্বাচনের তারিখ। তার আগেই মোটামুটিভাবে যা জানা যাচ্ছে তাতে ২২ জুন হতে পারে এই অতি আলোচিত নির্বাচন।

আগেই অসীমকুমার রায় জানান, তাঁরা জুন মাসের দ্বিতীয় বা খুব দেরি হলে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। সেই অনুযায়ী ২২ জুন রবিবার দিনটিকেই বেছে নেওয়া হবে এই নির্বাচনের জন্য। ঐতিহ্যশালী টাউন হল বা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে কোনও একটির কথা ভাবা হলেও যা খবর তাতে হয়তো টাউন হলকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে। এবার সচিব দেবাশিস দত্ত এবং বিরোধী শিবির বলে পরিচিত সৃঞ্জয় বসু গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচনি প্রচার ঘিরে চাপানউতোর তুঙ্গে। নির্বাচনের দিনক্ষণ জানানো হলে, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। আগামী ২ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র তোলা এবং ৩ তারিখ পর্যন্ত জমা করার সময়সীমা শনিবারই হয়তো ধার্য করবেন বিচারপতি।

এদিকে, শনিবার সিএবি পরিচালিত জেসি মুখার্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

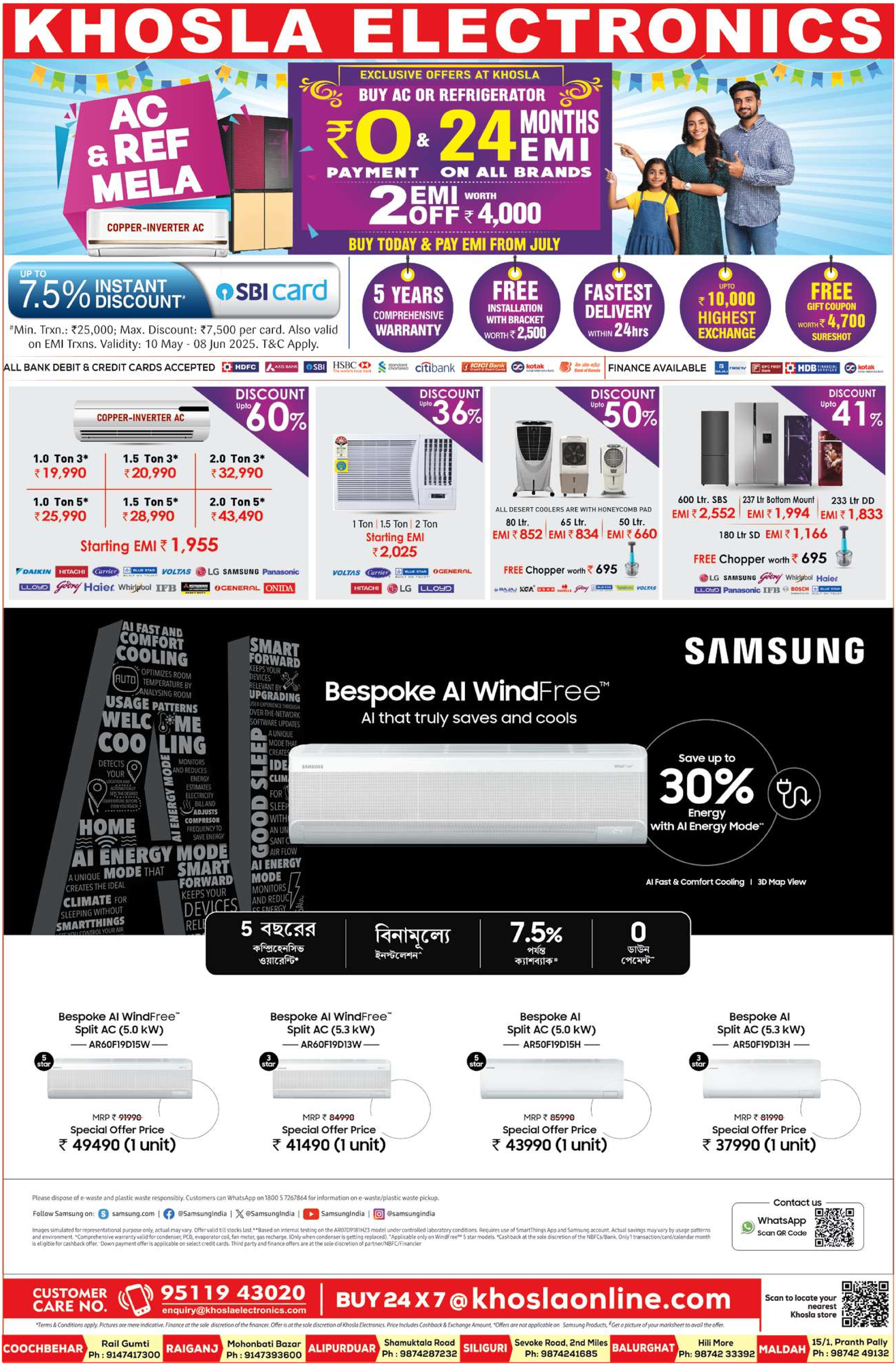
KHOSLA ELECTRONICS
AC & REF MELA
COPPER-INVERTER AC
EXCLUSIVE OFFERS AT KHOSLA
BUY AC OR REFRIGERATOR
₹0 PAYMENT & 24 MONTHS EMI ON ALL BRANDS
2 EMI OFF WORTH ₹4,000
BUY TODAY & PAY EMI FROM JULY
UP TO 7.5% INSTANT DISCOUNT SBI card
#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxns. Validity: 10 May - 08 Jun 2025. T&C Apply.
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
FREE INSTALLATION WITH BRACKET WORTH ₹2,500
FASTEST DELIVERY WITHIN 24hrs
UPTO ₹10,000 HIGHEST EXCHANGE
FREE GIFT COUPON WORTH ₹4,700 SURESHOT
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
FINANCE AVAILABLE
DISCOUNT Upto 60%
COPPER-INVERTER AC
1.0 Ton 3* ₹19,990
1.5 Ton 3* ₹20,990
2.0 Ton 3* ₹32,990
1.0 Ton 5* ₹25,990
1.5 Ton 5* ₹28,990
2.0 Ton 5* ₹43,490
Starting EMI ₹1,955
DISCOUNT Upto 36%
1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton
Starting EMI ₹2,025
DISCOUNT Upto 50%
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
80 Ltr. EMI ₹852
65 Ltr. EMI ₹834
50 Ltr. EMI ₹660
FREE Chopper worth ₹695
DISCOUNT Upto 41%
600 Ltr. SBS EMI ₹2,552
237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,994
233 Ltr DD EMI ₹1,833
180 Ltr SD EMI ₹1,166
FREE Chopper worth ₹695
SAMSUNG
Bespoke AI WindFree™
AI that truly saves and cools
Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**
AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View
5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*
বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^
7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক#
0 ডাউন পেমেন্ট~
Bespoke AI WindFree™ Split AC (5.0 kW) AR60F19D15W
MRP ₹ 91990 Special Offer Price ₹ 49490 (1 unit)
Bespoke AI WindFree™ Split AC (5.3 kW) AR60F19D13W
MRP ₹ 84990 Special Offer Price ₹ 41490 (1 unit)
Bespoke AI Split AC (5.0 kW) AR50F19D15H
MRP ₹ 85990 Special Offer Price ₹ 43990 (1 unit)
Bespoke AI Split AC (5.3 kW) AR50F19D13H
MRP ₹ 81990 Special Offer Price ₹ 37990 (1 unit)
Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.
Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia
Contact us WhatsApp Scan QR Code
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24X7 @ khoslaonline.com
Scan to locate your nearest Khosla store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

আজ বড় লক্ষ্যে প্রীতির পাঞ্জাব

জয়পুর, ২৩ মে : দুই শিবিরে দুই মেজাজ।

শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়েও প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার আফসোস কুরে-কুরে খাচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে চালকের আসনে থেকেও যেভাবে ম্যাচ বেরিয়ে গিয়েছে, মানতে পারছেন না টিম ম্যানেজমেন্ট, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা।

কাঠগড়ায় দুই জোরে বোলার বাংলার মুকেশ কুমার ও শ্রীলঙ্কান তারকা দুষ্মন্ত চামিরা। মুম্বইয়ের তারকাখচিত ব্যাটিংকে চাপে রেখেও শেষরক্ষা হয়নি মুকেশ-চামিরার শেষ দুই ওভারে ৪৮ রান গলে যাওয়ায়। বিশেষত, ৮ কোটি টাকায় নেওয়া মুকেশের পারফরমেন্স গোটা মরশুম জুড়েই আতশকাচের নীচে।

২০২৫ আইপিএলে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে দিল্লি শিবিরে মুকেশকে নিয়ে অনাস্থার আবহ তীব্র হচ্ছে। প্রশ্নের মুখে অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলও। বোলিংয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি অধিনায়ককে। পাশাপাশি কুলদীপ যাদবকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা নিয়েও সমালোচনা। থাকছে নিজেদের ঘরের মাঠ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া।

টিম দিল্লির বিদায়ি ম্যাচ অবশ্য জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস সেখানে প্রথম দুইয়ে থাকার মেজাজে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের

দিল্লি ব্যস্ত কাটাছেঁড়ায়

কাছে গুজরাট টাইটান্সের (১৩ ম্যাচে ১৮) হারের ফলে পাওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব (১২ ম্যাচে ১৭)। শেষ দুই ম্যাচে জিতলে ফাইনালে ওঠার বাড়তি সুযোগ হাতের মুঠোয়।

শনিবার যে লক্ষ্যে দিল্লির হতাশা, আক্ষেপ আরও বাড়াতে বদ্ধপরিকর পাঞ্জাব। প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যর ওপেনিং জুটি সুপারহিট। তারুণ্যের তেজে সাফল্যের ভিত গড়ছে। মাঝে অধিনায়ক শ্রেয়সের সঙ্গে নেহাল ওয়াধেরারা হাল ধরছেন। নিট ফল, তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

বিদেশি মার্কো জানসেনের সঙ্গে দেশি ঘোড়া হরপ্রীত ব্রার, শশাঙ্ক সিংরাও ম্যাচ জেতাচ্ছে। জয়পুরের দ্বৈরথে নিঃসন্দেহে বিধ্বস্ত দিল্লির থেকে সবদিক দিয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে পাঞ্জাব। তবে নতুন করে হারানোর কিছু নেই অক্ষর ব্রিগেডের। ফলে চাপমুক্ত প্রতিপক্ষ পথের কাঁটা হতে পারে শ্রেয়স আইয়ারদের জন্য। আত্মতুষ্টি নয়, ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা বারবার আউড়াচ্ছেন হেডকোচ রিকি পন্টিং।

যুযবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত, নবাগত মিচেল ওয়েনরা প্রস্তুত দায়িত্ব ভাগ করে নিতে। ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে জমাট দেখাচ্ছে পাঞ্জাব কিংসদের। গ্রুপ লিগের বাকি দুই ম্যাচে জয়ের অভ্যাস বজায় রেখে প্লে-অফে পা রাখা অগ্রাধিকার পাচ্ছে পন্টিংদের কাছে। সেখানে বিদায়ি ম্যাচের আগে জ্বলে ওঠার তাগিদ লোকেশ রাহুল, ফাফ ডুপ্লেসি, অভিষেক পোড়েলদের সামনে।

মুম্বই ম্যাচে অক্ষর খেলতে পারেননি। দলকে আশ্বস্ত করে অভিযান শেষের ম্যাচে আগামীকাল ফিরছেন বলে খবর। মুকেশ, চামিরার জন্য ভুল শুধরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ম্যাচ। তবে মুকেশদের বসিয়ে বাকিদের দেখে নেওয়ার ভাবনাও ঘুরছে দিল্লি শিবিরে।

হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানি গত ম্যাচের পর জানিয়েও দেন, শেষ দুই ওভারেই ম্যাচ হাত থেকে ফসকে যায়। পিচ মোটেই সহজ ছিল না। বল টার্ন করছিল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করেও তা হাতছাড়া হয়। হতাশা, আক্ষেপ ঝেড়ে পাঞ্জাবের পার্টি পণ্ড করতে চাইছে দিল্লি। এখন দেখার, টগবগিয়ে ছুটতে থাকা পাঞ্জাব নাকি ছিটকে যাওয়া দিল্লি-জয়পুর জয় করে কারা।

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের জন্য প্রস্তুতিতে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে ঈশান কিষান। শুক্রবার।

ঈশান-ঝড়ে সূর্যোদয় হায়দরাবাদের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৩১/৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- ১৬৭/৩ (১৫ ওভার পর্যন্ত)

লখনউ, ২৩ মে : রজত পাতিদারের আঙুলের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় রাখায় শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নবম অধিনায়ক হিসেবে টস করতে নামেন জিতেশ শর্মা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের অভিষেক মঞ্চে রং ছড়ালেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঈশান কিষান।

২৩ মার্চ চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় দিনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৪৭ বলে ১০৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন ঈশান। সেদিন হায়দরাবাদ ২৮৬ রান তুলেছিল। কিন্তু মাঝের সময়ে ঈশানের ব্যাটও কথা বলেনি। কিন্তু শুক্রবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে দর্শকদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ঈশান (৪৮ বলে অপরাজিত ৯৪)।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে অবশ্য ঝড় তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা (১৭ বলে ৩৪)। করোনার জন্য গত ম্যাচে ছিলেন না ট্রাভিস হেড। এদিন তাঁকে উলটোদিকে দাঁড় করিয়ে রেখে অভিষেক একাই কার্যত পাওয়ার প্লে-তে দলকে পঞ্চাশ পার করিয়ে দেন। টপকে যান টি২০-তে ৪ হাজার রানের গণ্ডিও। অভিষেককে ফিরিয়ে লুঙ্গি এনগিডি ওপেনিং জুটি ভাঙার পর স্থায়ী হননি হেড। এখান থেকেই খেলা ধরেন ঈশান। হেনরিচ ক্লাসেনকে (২৪) নিয়ে ৪৮ রানে জুটি গড়েন তিনি। অহেতুক আগ্রাসী ব্যাটিং নয়, চার-ছক্কার সঙ্গে খুচরো রানে স্কোরবোর্ডও সচল রাখেন ঈশান। যেটা সচরাচর তাঁর ব্যাটিংয়ে দেখা যায় না। মাঠের সব প্রান্তে শট খেলে পরিণত ব্যাটিংয়ের নমুনা রাখেন ঈশান। ক্যামিও ইনিংসে ঈশানকে সাহায্য করেন অনিকেত ভার্মা (৯ বলে ২৪)। এদিন হায়দরাবাদ ইনিংসে ১৫টি ছক্কা এসেছে। যা লখনউয়ের মাঠে কোনও টি২০-তে দ্বিতীয় সর্বাধিক। শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদ থামে ২৩১/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে পালটা দিচ্ছে বেঙ্গালুরুও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ১৫ ওভারে ১৬৭/৩ স্কোরে দাঁড়িয়ে। ক্রিজে জিতেশ (২২) ও রজত (১৭)। বিরাট কোহলি ২৫ বলে ৪৩ করে হর্ষ দুবের বলে ফেরার আগে টি২০-তে ৮০০ বাউন্ডারির মাইলস্টোনে পা রাখেন। ফিল সল্ট ৬২ রানে আউট হন।

পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ারের লক্ষ্য এবার ১০০ মিটার

নীরজ প্রসঙ্গে চুপ পাকিস্তানের আর্শাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে একে অপরকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন বারবার। তবে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

খুব বেশি নয়, মাসখানেক আগের কথা। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। সেজন্য কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি নীরজকে। যদিও পহলগাম সন্ত্রাস হামলার পর সেই প্রতিযোগিতাই স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে নীরজকে বলতে শোনা যায়, আর্শাদ কখনোই তাঁর 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ছিলেন না। এমনকি দুইজনের যে সম্পর্ক ছিল এবার হয়তো সেটাও থাকবে না। নীরজের সেই মন্তব্যের জবাব দিতে যদিও খুব বেশি শব্দ খরচ করেননি পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার। আর্শাদ বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামী দিনেও থাকব।' প্যারিসে সোনাজয়ী আর্শাদ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় কি তবে দুই তারকা জ্যাভলারের বন্ধুত্বে দাঁড়ি টেনে দিল?

এদিকে, দোহা ডায়মন্ড লিগে সদ্য ৯০ মিটারের বাধা টপকেছেন নীরজ। ভারতের প্রাক্তন অ্যাথলিট গগন নারাং মনে করছেন এই সাফল্য আগামী দিনে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে নীরজকে। বলেছেন, 'একটা অদৃশ্য বাধা ছিল নীরজের সামনে। সেটা এবার ভেঙে গিয়েছে। আমার ধারণা এই সাফল্য মানসিকভাবে ওকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।' প্রতিদ্বন্দ্বী আর্শাদ অবশ্য এই ব্যাপারেও বিশেষ মন্তব্য করতে চাননি।

শুধু বলেছেন, 'এটা নীরজের জন্য ভালো।' পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ারের সংযোজন, 'আমার লড়াইটা সবসময় নিজের সঙ্গে। আমার লক্ষ্য একদিন না একদিন ১০০ মিটার স্পর্শ করা।'

ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে নীরজ চোপড়া ও আর্শাদ নাদিমের।

> এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামী দিনেও থাকব।
>
> **আর্শাদ নাদিম**

টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা ম্যাথিউজের

কলম্বো, ২৩ মে : টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন তিনি।

আগামী মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। গলে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি খেলেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তিনি। ২০০৯ সালে এই গলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। নিজের বিদায়ি বার্তায় ম্যাথিউজ বলেছেন, 'একটানা ১৭ বছর শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। এবার টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টই আমার কেরিয়ারের শেষ টেস্ট হতে চলেছে।' তবে টেস্টকে বিদায় জানালেও সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে খেলবেন বলেই জানিয়েছেন ম্যাথিউজ। তিনি বলেছেন, 'টেস্টকে বিদায় জানালেও শ্রীলঙ্কার হয়ে ওডিআই ও টি২০ ফর্ম্যাটে খেলার জন্য সবসময় আমি তৈরি।'

এখনও পর্যন্ত ১১৮টি টেস্ট খেলে ৪৪.৬২ গড়ে ৮১৬৭ রান করেছেন ম্যাথিউজ। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে টেস্টে তৃতীয় সর্বাধিক রানসংগ্রহকারী তিনি। টেস্টে ১৬টি শতরান ও ৪৫টি অর্ধশতরান রয়েছে এই বর্ষীয়ান ক্রিকেটারের। পাশাপাশি ৩৪টি টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ম্যাথিউজ।

গণ সংবর্ধনা নিয়ে বাড়িতে বৈভব -খবর চোদ্দোর পাতায়

NOTICE INVITING E-TENDER FOR E- NIT NO: WB/APD/KMG/VB-I GP-ET/01/2025-2026 DATED: 22/05/2025

For more information please contact at Volka Barobisha No. I Gram Panchayat office, Barobisha, Alipurduar.

Sd/-
Pradhan
Volka Barobisha No. I Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for E-NIT No. WB/APD/KMG/KGP-I/ET/02/25-26, DATED: 23/05/2025

Details are available at the notice board of Kamakhyaguri No.I G.P. office and also at www.wbtenders.gov.in website.

Sd/-
Pradhan
Kamakhyaguri No.I Gram Panchayat

একটা হারেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শুভমানরা

ম্যাচ জিতেও আক্ষেপ পন্থের

আহমেদাবাদ, ২৩ মে : প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে পা।

প্রথম দুইয়ে থাকার বড় দাবিদার। যদিও সেই ফুরফুরে মেজাজে হঠাৎ সিঁদুরে মেঘ। একটা ম্যাচ, একটা হারে বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে বৃহস্পতিবার অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে যাওয়ার পর গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল যা মেনেও নিচ্ছেন।

গিলের যুক্তি, ২৯ মে শুরু প্লে-অফে ভুলভ্রান্তির সুযোগ কম। উনিশ-বিশে গোটা বছরের স্বপ্ন, পরিশ্রম এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হতে পারে। সতীর্থদেরও যা মনে করিয়ে দিলেন। হেডকোচ আশিস নেহেরা, অধিনায়ক শুভমানদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে তিন বিভাগেই লখনউয়ের হাতে 'মাত' খাওয়া।

ফর্মে থাকা বোলিং পুরোপুরি ফ্লপ। বোলারদের কাজ কঠিন করেছে দলের ফিল্ডিং। প্রথম থেকে একঝাঁক ক্যাচ ফেলে লখনউ ব্যাটারদের সুযোগ করে দিয়েছে। মিচেল মার্শ (৬৪ বলে ১১৭), নিকোলাস পুরান (৫৬), আইডেন মার্করামরা (৩৬) যার ফায়দা তুলতে ভুল করেননি। দাগ কাটতে ব্যর্থ বোলাররাও। বিশেষত, রশিদ খানের ফর্ম কপালের ভাঁজ বাড়াতে বাধ্য।

২৩৬ টার্গেটের চাপ নিতে পারেনি গুজরাটের টপ অর্ডার। বি সাই সুদর্শন (২১), শুভমান (৩৫), জস বাটলার (৩৩), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (৩৮) ক্রিজে জমে গিয়েও আসর জমাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত প্রত্যাশার ফানুস বাঁচিয়ে রাখলেও শাহরুখ খানের (৫৭) ইনিংসে বাঁচেনি ম্যাচ। ২০২ রানে আটকে গিয়ে ৩৩ রানে হার।

হার ছাপিয়ে প্লে-অফের ভাবনা, অজানা আশঙ্কা। বাটলার সহ একাধিক বিদেশি ক্রিকেটার ভারত ছাড়বেন নিজ নিজ দেশের হয়ে খেলার দায়বদ্ধতার কারণে। বাটলার না থাকা মানে মিডল অর্ডারে অনেকটা শূন্যতা তৈরি হওয়া। লখনউ ম্যাচের আগে শাহরুখ খান বলেছিলেন, টপ অর্ডারে শুভমান-সুদর্শনরা ভালো খেলছেন। প্রয়োজন পড়লে মিডল অর্ডারও প্রস্তুত। কিছুটা ঝলক শাহরুখের ব্যাটে দেখা গেলেও 'ফিনিশার' বাটলারের বিকল্প মেলা কঠিন তা পরিষ্কার।

দলকে ছন্দে ফেরানোর সঙ্গে বাটলারদের বিকল্প প্রস্তুত, প্লে-অফের আগে বড় চ্যালেঞ্জ গুজরাটের হেডকোচ আশিস নেহেরাদের জন্য। শুভমানও বোলিং ব্যর্থতা স্বীকার করছেন। জানান, ১৫-২০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছেন। লখনউকে ২১০-২২০ রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

গিল আরও বলেছেন, '২৩৫ রান তাড়া করতে নেমে ১৭ ওভার পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ে ছিলাম। শাহরুখ ও রাদারফোর্ড ওই সময় দারুণ ব্যাট করছিল। তাছাড়া আমরা পাওয়ার প্লে-তে খারাপ বল করিনি। কিন্তু তারপরও ১৪ ওভারে ওরা ১৮০-তে পৌঁছে যায়, যা ব্যবধান গড়ে দেয়। প্লে-অফের আগে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে (রবিবার, প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস) ছন্দটা ফিরে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।'

আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়ে উচ্ছ্বসিত ম্যাচের নায়ক মার্শের মুখে ২০১০ সালে ডেকান চার্জার্সের হয়ে অভিষেকের কথা। ১৫ বছরে বারবার দল বদলেছেন। অবশেষে লখনউয়ের জার্সিতে শতরান। কৃতিত্বটা ওপেনিং পার্টনার মার্করামকেও দিচ্ছেন। ভালো শুরু করেও প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি দলগতভাবে। সেই আক্ষেপ মার্শের গলাতেও।

লিগ টেবিলের এক নম্বর দলকে হারিয়ে আফসোস ঝরে পড়ল ঋষভ পন্থের কথায়। লখনউ অধিনায়ক বলেছেন, 'ভালো ক্রিকেট খেলার কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা বারবার তা করে দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা। এটাই ক্রিকেট।'

জয়ে ফেরা দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও। লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার বলেছেন, 'শুভেচ্ছা জয়ে ফেরার জন্য। সুপার জায়েন্টস পরিবারের নতুন সদস্য উইল ও'রৌরককে অভিনন্দন দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্য।'

> ভালো ক্রিকেট খেলার কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা বারবার তা করে দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা। এটাই ক্রিকেট।
>
> **ঋষভ পন্থ**

অবশেষে হাসি ফুটল লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থের মুখে। আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবার রাতে।

দাত্তু ফাদকারে নামবে রামভোলা

কোচবিহার, ২৩ মে : রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সিএবি-র দাত্তু ফাদকর ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে কোচবিহারের হয়ে অংশ নেবে রামভোলা হাইস্কুল। দলে রয়েছে ময়ূখ দাস (অধিনায়ক), শুভদীপ দাস, প্রাচুর্য বিশ্বাস, সর্বদীপ দেব, সুমিত সাহা, সৌম্যদীপ বীর, অঙ্কিত গুপ্তা, শুভজিৎ সাহা, সানি দাস, তিয়াস চক্রবর্তী, তুষার রায়, অরিজিৎ দাস, দেবায়ন সাহা ও সৌমিক দত্ত। কোচ ও ম্যানেজার সৌমিত্র পান্ডে। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি রাহুলকুমার রায় জানিয়েছেন, বীরভূমের সিউড়িতে খেলতে দল রওনা দেবে ২৯ মে। রামভোলা হাইস্কুল ৩১ মে রত্নাকর নর্থ পয়েন্ট স্কুলের বিরুদ্ধে নামবে।

সেরা বারবিশা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ মে : কামাখ্যাগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বারবিশা টাইটান্স। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে রাইজিং এসপি ইলেভেনকে। টাইটান্স প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ডনিল দত্ত ১০৭ রানে অপরাজিত থাকেন। সুজন মজুমদারের শিকার ২০ রানে ৩ উইকেট। জবাবে রাইজিং ১৯.৫ ওভারে ২২৭ রানে সব উইকেট হারায়। রূপম বর্মন ৬৩ রান করেন। দীপঙ্কর পাল ৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সীতার হ্যাটট্রিক

হলদিবাড়ি, ২৩ মে : দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তাফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবলে শুক্রবার গোমটু ভুটান এফসি ৪-৩ গোলে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। দেওয়ানগঞ্জের মাঠে ভুটানের গোলস্কোরার পাঁচু থাপা, তনুশ্রী রায়, অন্তনিশা ওরাওঁ ও সুষমা ওরাওঁ। নন্দঝাড়ের সীতা বিশ্বাস হ্যাটট্রিক করেন। শনিবার খেলবে কলকাতার গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি ও কালিম্পংয়ের দেবাঞ্জন শেরে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি।

জিতল টাউন

হলদিবাড়ি, ২৩ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগে শুক্রবার হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ২-১ গোলে পান্ডাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। টাউনের শেখ আখতার ও ম্যাচের সেরা মহম্মদ রাহুল গোল করেন। পান্ডাপাড়ার গোলটি সৌভিক রায়ের। শনিবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে বেরুবাড়ি নবীন সংঘ।

চাকরি পেতে বিলম্ব, উদ্যোগী আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা ফুটবল দলের অধিকাংশ ফুটবলার ইতিমধ্যেই চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। বাকি মাত্র দুই ফুটবলার।

প্রথমজন জুয়েল আহমেদ মজুমদার। জানা গিয়েছে, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র ভিনরাজ্যের। যে কারণে ভেরিফিকেশন আটকে। ফলে চাকরি পেতে বিলম্ব হচ্ছে। জুয়েল গোটা বিষয়টা জানিয়েছিলেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-কে। সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত নিজে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন। কথা বলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে। ক্রীড়ামন্ত্রী দ্রুত সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। চাকরি হয়নি বাসুদেব মান্ডিরও। যদিও তাঁরও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে চাকরির প্রক্রিয়া আটকে গিয়েছে।

বাংলাপক্ষের ডেপুটেশন

এদিকে, কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে আরও বেশি ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করতে শুক্রবার আইএফএ-তে ডেপুটেশন জমা দিল বাংলাপক্ষ।

প্রথম একাদশে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে ৯ করার দাবি জানাল তারা। এ ব্যাপারে আইএফএ-র তরফে সচিব অনির্বাণ দত্তর বক্তব্য, 'বাংলার ফুটবলারদের স্বার্থে প্রতিযোগিতার মানটাও বজায় রাখতে হবে। আমার ধারণা, তুলনায় সেই মানের পর্যাপ্ত বাঙালি ফুটবলারের অভাব রয়েছে। তাছাড়া আই লিগ, আইএসএলের দলগুলোর স্বার্থও দেখতে হবে আইএফএ-কে।'

ভবিষ্যতে প্রিমিয়ার ডিভিশনের প্রথম একাদশে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে সর্বাধিক ৭ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।